পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 226 Thursday, 17 July, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ২২৬৬ সংখ্যা ✻ ৩২ আষাঢ়, ১৪৩২ বৃহস্পতিবার, ১৭ জুলাই, ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

## হাইকোর্টে বড় জয় রাজ্যের, বহাল থাকল এসএসসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই** ঃ কলকাতা হাই কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য সরকার পেল বড় স্বস্তি। বয়স এবং নম্বর সংক্রান্ত নতুন নিয়মকে ঘিরে যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করা হয়েছিল, তা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ফলে বহাল থাকছে গত ৩০ মে জারি হওয়া এসএসসি-র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। একই সঙ্গে হাই কোর্ট জানিয়ে দিল, যাঁদের সুপ্রিম কোর্ট 'অযোগ্য' বলে ঘোষণা করেছে, তাঁরা কোনও ভাবেই এই নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। বুধবার এই মামলার রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীদের তরফে দাবি করা হয়েছিল, নতুন নিয়মে বয়সে ছাড় এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়ার বিষয়টি অসাংবিধানিক। পাশাপাশি, এই নিয়ম কার্যকর হলে কিছু প্রার্থী বঞ্চিত হবেন বলে অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগ হাইকোর্ট আমলেই নেয়নি। ফলে কার্যত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত কে মান্যতা দিল আদালত। এসএসসি-র তরফে জানানো হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ২০২৫ সালের নিয়োগ পরীক্ষা হবে নতুন নিয়মে। সেই মতো তারা ৩০ মে একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চাকরির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হবে এবং অন্যান্য যোগ্যতার ক্ষেত্রেও নম্বর বিভাজনে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। নিয়োগের জন্য আবেদন গ্রহণের পোর্টালও খোলা হয়। কিন্তু এই নিয়মকে ঘিরেই আইনি লড়াই শুরু হয় কলকাতা হাই কোর্টে। মামলার মূল যুক্তি ছিল, পুরনো প্রার্থীদের সঙ্গে নতুন আবেদনকারীদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হবে, সেখানে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত নম্বর দিলে সেটা এক ধরনের বৈষম্য তৈরি করবে। একই সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নম্বর বিভাজন নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। মামলাকারীদের তরফে অভিযোগ করা হয়, এই পরিবর্তনের ফলে বহু যোগ্য চাকরিপ্রার্থী প্রতিযোগিতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়বেন। তাঁদের আবেদন, নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং নিয়ম স্থগিত করা হোক। তবে রাজ্য সরকার ও এসএসসি আদালতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানায়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক রাখতেই নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। তাঁদের যুক্তি ছিল, যেহেতু এই নিয়োগে সম্পূর্ণ নতুন করে হচ্ছে এবং আগের প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যেই শিক্ষাগত বা চাকরির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাই তা বিচার করে নম্বর দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত। সেই প্রেক্ষিতে আদালত জানিয়ে দেয়, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ২০২৫ সালের নতুন নিয়ম মেনে হবে এবং সেখানে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না হাই কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, কমিশনের নিয়ম তৈরি করার স্বাধীনতা রয়েছে এবং এই পরিবর্তনকে অবৈধ বলা যায় না। সুতরাং বহাল থাকছে কমিশনের ৩০ মে-র বিজ্ঞপ্তি। তবে আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট যাঁদের 'অযোগ্য' ঘোষণা করেছে, তাঁরা কোনও ভাবেই এই নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট এক নির্দেশে জানিয়েছিল, ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁদের চাকরি বাতিল করে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, নতুন করে তাঁদের পরীক্ষা দিতে হবে এবং এই পরীক্ষা নিতে হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনকেই। তবে যাঁরা চিহ্নিতভাবে অযোগ্য, অর্থা যাঁদের নাম আদালতের পর্যবেক্ষণে রয়েছে বা যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাঁরা কোনওভাবেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই রায় নিয়ে স্বস্তিতে রয়েছে রাজ্য সরকার। একদিকে যেমন আদালতের অনুমোদন পেয়ে এসএসসি তার নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তেমনই অন্যদিকে এই মামলায় সরকারি সিদ্ধান্তের সাংবিধানিকতা স্বীকৃতি পেল বিচারব্যবস্থার তরফে। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের পক্ষে এই রায় হতাশাজনক হলেও, সরকারি দপ্তর ও কমিশনের পক্ষে এটি একটি বড় আইনি জয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এতে ভবিষ্যতের নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও দ্রুত এগোতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল, চিহ্নিত ' প্রার্থীদের আর কোনও সুযোগ থাকছে না। তাঁদের ভবিষ্যত আইনি পথে ফিরিয়ে আনার সুযোগ আপাতত নেই বললেই চলে। এখন দেখার, সুপ্রিম কোর্টের পর এবার হাই কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে কোনও পক্ষ উচ্চতর আদালতে যাওয়ার পদক্ষেপ করে কি না। তবে আপাতত এসএসসি তার নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি পুরোদমে চালিয়ে যেতে পারবে।

## কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মমতার তীব্র বার্তা

# শুধু মুসলিম নয়, হিন্দু বাঙালিরাও নিরাপদ নয়

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই** ঃ ভাষা নয় অপরাধ, তবু বাংলা বললেই নিশানা! ধর্ম নয় বাধা, হিন্দু বাঙালিও আজ পুশব্যাকের শিকার! ধর্মতলার মঞ্চ কাঁপিয়ে মমতার হুঙ্কার-বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলবে না, খেলা হবেই! স্রেফ বাংলা বলার অপরাধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বাংলাভাষীদের। কোথাও ধরপাক।, কোথাও বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া, কোথাও কর্মক্ষেত্রে হেনস্তা। অন্তত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের এমনটাই অভিযোগ। বিজেপির কোনও কোনও মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে, ভিনরাজ্যে যারা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ, তারা রোহিঙ্গা মুসলমান। হিন্দু বাঙালিরা ভিনরাজ্যে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত। কিন্তু ধর্মতলার সভা থেকে সেই ' ভাঙিয়ে দিলেন মমতা। তৃণমূল নেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, শুধু মুসলিমদের নয়, বাংলা কথা বলার অপরাধে ' করা হচ্ছে হিন্দুদেরও। তৃণমূল উদাহরণ হিসাবে বলছে, সম্প্রতি শান্তনু ঠাকুর এবং সুকান্ত মজুমদারের সই সম্বলিত নথি নিয়েও দিল্লিতে মতুয়াদের অত্যাচারিত হতে হয়েছে। তাদের বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। ধর্মতলার সভায় মমতা বললেন, ওরা বলেছে বাংলায় কথা বললেই অ্যারেস্ট করুন। আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি। যারা ভারতের নাগরিক তাঁদের সকলকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু বাঙালির অপমান মানব না। অত্যাচার সহ্য করা হবে না। জমিদারি নাকি? বাংলা বললেই বাংলাদেশি রোহিঙ্গা বলবেন? কত রাজবংশীকে পুশব্যাক করেছেন? মতুয়াদের কেন অত্যাচার করা হচ্ছে? রাজবংশীরা হিন্দু নন? মতুয়ারা হিন্দু নন? সম্প্রতি

কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিস পাঠিয়েছে অসম সরকার। মমতার প্রশ্ন, অসম সরকার কোন অধিকারে নোটিস পাঠায়? অসমে ১২ লক্ষ হিন্দু বাঙালি ডিটেনশন ক্যাম্পে কেন?

বস্তুত, এদিনের সভায় আলাদা করে মতুয়া-রাজবংশীদের কথা উল্লেখ করে তোপ দাগাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৪ সালের পর রাজ্যে বিজেপি যেটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তার মূল ভিত্তি এবং রাজবংশী এবং মতুয়ারাই। একুশের বিধানসভা এবং চব্বিশের লোকসভায় বিজেপির চরম শক্তিক্ষয়ের মধ্যেও মতুয়া এবং রাজবংশী গড় একপ্রকার অটুট রয়েছে। কিন্তু বুধবারের সভায় মমতা বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজবংশী এবং মতুয়ারাও নিরাপদে থাকতে পারবেন না। ২৬ এ বাংলা, তার পরের ইলেকশনে দিল্লি দখল করব। এবারে ' সরকার হবে। বুধবার ধর্মতলায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে মঞ্চ থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে বড় বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রী বলেন, আমাকে অনেকেই বলেছেন, সামনে ২১ শে জুলাই। তার আগে আবার কেন? আমি বলেছি ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন হলে এমন হবে। আমি ছাড়ার পাত্র নই। বাকি ২১শে জুলাই কর্মসূচী ঘোষণা করব। এদিনের সভা মঞ্চ থেকে নাম না করে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ইলেকশন কমিশন আর এজেন্সি লাগিয়ে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা সেটা হতে দেব না।

## 'রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ধরতে দরকার বাড়ি বাড়ি তল্লাশি'ঃ দাবি শুভেন্দুর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই** ঃ রাজ্যে বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক উস্কে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে মায়ানমার থেকে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী এ রাজ্যে ঢুকে পড়েছে। তাঁর কথায়, ইতিমধ্যেই এই অনুপ্রবেশের ফলে দক্ষিণ এবং উত্তর ২৪ পরগনার জনবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, যা রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিরোধী দলনেতার দাবি, অবিলম্বে গোটা রাজ্যে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাতে হবে এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা চালু করতে হবে। তাঁর মতে, এভাবেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বেআইনি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের, যারা ভুয়ো পরিচয়পত্রের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্বের সুযোগ নিচ্ছে। এদিন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়াও। বৈঠকে রাজ্যে ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা ও অন্যান্য বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ঢোকানো নিয়ে বিস্তারে অভিযোগ জানান বিজেপি নেতারা। তাঁদের দাবি, বিহারের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে ভোটব্যবস্থাকে বিপথে চালিত করা হচ্ছে। শুভেন্দুর অভিযোগ, শুধু ভুয়ো পরিচয়পত্র নয়, রীতিমতো জাল আধার কার্ড তৈরির কারখানাও চালু রয়েছে রাজ্যে। এই চক্রের সঙ্গে ক্ষমতাসীন শাসকদলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেও তাঁর ইঙ্গিত। এমনকি, পূর্বতন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবের বিরুদ্ধেও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। তাঁর মতে, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ করতে হলে এই ধরনের আধিকারিকদের উপরও নজরদারি প্রয়োজন। এই সময়ই এক উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেন শুভেন্দু। সম্প্রতি কাকদ্বীপ মহকুমায় ভোটার তালিকায় অনিযমের অভিযোগে এক সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দেন, আমরা প্রত্যেক ইঞ্চিতে নজর রাখব। যদি কোনও বুথ স্তরের অফিসার শাসকদলের নির্দেশে বেআইনি ভোটার যুক্ত করেন, তাঁর পরিণতি কাকদ্বীপের BLO-র মতোই হবে। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বুধবারই প্রতিবাদ পদযাত্রা করে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিবেশী ওড়িশা-সহ একাধিক রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঠেকানোর দায়িত্ব রাজ্যের নয়, সেটা কেন্দ্রীয় বাহিনী বিএসএফ-এর। সেই বক্তব্যের কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যই পদযাত্রা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি তো সুপ্রিম কোর্টে নিজের সাংসদকে পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন রোহিঙ্গাদের পক্ষে সওয়াল করতে। আবার বলছেন বিএসএফের দায়িত্ব! তাহলে আপনি নিজে কেন জমি দেননি তাদের ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য? শুভেন্দুর অভিযোগের মূল সুর ছিল, রাজ্য সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে। এতে যেমন নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটছে, তেমনই নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাও তলানিতে পৌঁছচ্ছে। তাঁর মতে, এসআইআর চালিয়ে এবং বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে ভোটার তালিকা শুদ্ধ করাটাই এখন সময়ের দাবি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তুঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যদিও শুভেঃদুর বক্তব্যকে ' বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের দাবি, বাংলায় কোনও বেআইনি ভোটার যুক্ত হয়নি। এই সমস্ত অভিযোগ বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির অংশ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, একদিকে তৃণমূল যখন প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের নিরাপত্তা দাবি করে পথে নামছে, তখন বিজেপির তরফে বাংলার ভিতরে অনুপ্রবেশ রোধের দাবিতে সরব হওয়া - এই দ্বন্দ্বের বাস্তবতা ঠিক কোথায়? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে আগামী নির্বাচনের আগে রাজ্যে অনুপ্রবেশ ইস্যু নতুন করে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে চলেছে।

## রাহুল গান্ধীর 'জেল' মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই ঃ 'জেলের বাইরে আছেন, আমাকে ভয় দেখানোর সাহস?', কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'জেল' মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ বুধবার গুয়াহাটি এসেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভায় বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী সহ দলের কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতা। অসমে কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির সঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রথমদিনের সম্মেলনে দলীয় কর্মীদের সামনে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রদত্ত ভাষণে বহু কথার সঙ্গে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ' লিখে রাখুন, হিমন্তবিশ্ব শর্মা অবশ্যই জেলে যাবেন। আমি যা বলি তা-ই হয়। জেলযাত্রা থেকে মোদীও তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন না।' রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, এই কথা বলার জন্যই তিনি অসমে এসেছেন। কিন্তু এই নেতা কনভিয়েন্টলি ভুলে গেছেন, তিনি নিজেই সারা দেশে নথিভুক্ত বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত, জামিনে বাইরে আছেন, অথচ আমাকে ভয় দেখানোর সাহস দেখাচ্ছেন?' ব্যঙ্গ করে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আরও লিখেছেন, ' প্রতি আমার শুভকামনা রাহুল-জি। বাকি দিনের জন্য অসমের আতিথেয়তা উপভোগ করুন।'

## বাংলায় কথা বললেই বের করে দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগ কেন?' কেন্দ্রকে প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই** ঃ গোটা দেশজুড়ে একই সময়ে কেন দেশের বাইরে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু হল? বাংলায় কথা বললেই তাদের বের করে

দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগ কেন? পরিযায়ী শ্রমিক মামলায় কেন্দ্রকে এই প্রশ্নই করলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, বাংলাদেশি সন্দেহে ভিন রাজ্যে আটকে রাখা হচ্ছে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের। এ নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে বাংলায় ঠিক সময়েই ক'দিন আগে দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক করা নিয়ে দু'টি পরিবার মামলা করে কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলার শুনানিতে আগেই রাজ্যের মুখ্যসচিব ও দিল্লির মুখ্যসচিবকে সমন্বয় করে আদালতে রিপোর্ট দেওয়ার কথা বলেছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। এবার এদিনের শুনানিতে তুলে দিলেন আরও গুরুতর প্রশ্ন। তা নিয়েই শুরু হয়েছে চাপানউতোর। কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিচারপতির স্পষ্ট কথা, আপনারা খোঁজ নিন, আমরা সমাধান খুঁজতে চাই। এদিনের শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোরাল সওয়াল করতে দেখা যায়। সওয়াল জাবাবের মধ্যেই দিল্লির কেস তুলে ধরে তিনি বলেন, দিল্লির কেস ভয়ঙ্কর। আমরা তদন্ত করে দেখেছি। ওরা এখানে থাকত। আমাদের স্বরাষ্ট্র সচিব এ বিষয়ে চিঠিও দিয়েছেন। যদিও পাল্টা যুক্তি ছাড়েনি কেন্দ্রও। কেন্দ্রের আইনজীবী অশোক চক্রবর্তী, দিল্লি পুলিশের আইনজীবী ধিরাজ ত্রিবেদীদের সাফ কথা, FRRO এর কাছে এরা স্বীকার করেছে তারা এদেশের নাগরিক নন। এমনকী মামলার সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন দিল্লির আইনজীবীরা। একইসঙ্গে কেন্দ্রের আইনজীবীদের আরও দাবি, দিল্লি আদালতে এই পরিবার আলাদা মামলা করেছে সে কথা গোপন করেছে। শুধু এই কারণে মামলা খারিজ হওয়া দরকার। এখানে কেউ জন্ম নিলেই সে এদেশের নাগরিক বলে গন্য হয় না। দিল্লি পুলিশের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী আবার আটক-জিজ্ঞাসাবাদ বিতর্কে তুলে আনেন পহেলগাঁও প্রসঙ্গ। তাঁর কথায়, পহেলগাঁও হামলা ও বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের পর এমন বহু মানুষকে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বহু মানুষকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। তবে সব সওয়াল জবাবের মাঝেই দিল্লির আদালাতে মামলার কথা শুনে রাজ্যকে খানিক ভর্ৎসনার সুরেই বিচারপতি বলেন, দিল্লি আদালতে মামলা করেছেন সেটা কেন জানাননি? এটা কি ধরণের আচরণ? পরিবারের অন্য কেউ গিয়ে মামলা করেছেন। আর এখানে বলছেন কিছু জানি না।

## আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের মামলায় তদন্তে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই** ঃ আরজি কর হাসপাতালে চিকিসক ধর্ষণ ও খুনের মামলায় তদন্তে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে এবার সরাসরি সিবিআই-এর নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুলল নির্যাতিতার পরিবার। বুধবার শিয়ালদহ আদালতে এই মামলার শুনানিতে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী দাবি করেন, সিবিআইয়ের বর্তমান শীর্ষকর্তা সম্প মীনা এবং ঘটনার সময় কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে থাকা বিনীত গোয়েল একই ব্যাচের আইপিএস অফিসার। সেই ' সম্পর্কের কারণেই, তদন্ত যথাযথ হচ্ছে না বলে তাঁদের আশঙ্কা। আদালতে আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি অভিযোগ করেন, এই ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণেই সিবিআই ইচ্ছাকৃতভাবে বিনীত গোয়েলের ভূমিকাকে উপেক্ষা করছে। তাঁর কথায়, ' এই ষড়যন্ত্রের কেঃদ্রে ছিলেন, তাঁদেরই বাদ দেওয়া হচ্ছে তদন্ত থেকে।'' তিনি আরও দাবি করেন, বিনীতের একাধিক পদক্ষেপ বা নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ঘটনার পরপরই, অথচ সিবিআই সে সব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি। প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত এক মহিলা চিকিসককে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে সঞ্জয় রায় নামের এক অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত করে আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। তবে এই ঘটনায় বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। সেই অংশের তদন্তই এখন কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে রয়েছে। এই তদন্ত নিয়ে নির্যাতিতার পরিবার শুরু থেকেই সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে সংঃদহ প্রকাশ করে আসছে। বুধবার আদালতে এডুলজি অভিযোগ করেন, ' অফিসারই তো সেই ব্যক্তি যিনি হাথরস গণধর্ষণ মামলায় যুক্ত ছিলেন। সেই ঘটনায় তিন জন অভিযুক্ত খালাস পেয়ে যান। শুধুমাত্র একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এখন এই মামলার ক্ষেত্রেও সেই একই অফিসার তদন্ত করছেন।'' এর জবাবে সিবিআই-এর আইনজীবী পাল্টা যুক্তি দেন, ব্যাচমেট হওয়া কোনও অপরাধ নয়। তিনি জানান, তদন্তের স্বার্থে ৩২টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে, যাতায়াতকারী প্রত্যেককে শনাক্ত করা হয়েছে, এমনকি ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত সঞ্জয়ের সঙ্গে মিল খাওয়ানো ডিএনএ নমুনাও পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেন, এই অবস্থায় আমরা কি কেবল সংঃদহের ভিত্তিতে অন্য কারও বিরুদ্ধে তদন্ত চালাব? তথ্যপ্রমাণ না থাকলে কাউকে গ্রেফতার করা যায. না। সিবিআই আইনজীবীর আরও দাবি, তারা শুধু হাসপাতালের ভেতরের নয়, বাইরের ট্র্যাফিক কঃট্রোল রুম থেকে পাওয়া সিসি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখেছে। তিনি বলেন, আমরা চার জনের ' ডিটেক্টর টেস্ট' করিয়েছি। এখনও পর্যন্ত সঞ্জয় ছা।। অন্য কারও বিরুদ্ধে কোনও দৃঢ় প্রমাণ মেলেনি। তবে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী তাতে সন্তুষ্ট হননি। তিনি আদালতের সামনে প্রশ্ন তোলেন, ' পৌঁছনোর আরও দুটি রাস্তাও তো রয়েছে। কেন শুধু একটি পথের সিসিটিভি ফুটেজই খতিয়ে দেখা হল, যেখানে কেবল সঞ্জয়কে দেখা গিয়েছে?'' তিনি আরও দাবি করেন, ঘটনার সময়ে ওই চিকিসকের ডিউটিতে থাকা চার জন ডাক্তারকেও কি কখনও হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হয়েছে? না কি তাঁদের ' পরিচয়ের জন্যই ছাড় দেওয়া হয়েছে? তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি কোনও গ্রুপ-ডি কর্মচারী এই ঘটনায় যুক্ত থাকত, তাহলে কি সিবিআই এতটা নিষ্ক্রিয় থাকত? তাঁর কথায়, তদন্তকে নিরপেক্ষ করতে হলে সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে। এর উত্তরে সিবিআই সাফ জানিয়ে দেয়, যে কেউ হোক না কেন, অপরাধে যুক্ত থাকার প্রমাণ না পাওয়া গেলে কাউকে গ্রেফতার করা যায় না। কেঃদ্রীয় সংস্থার পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, আমরা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করেছি। হাথরস মামলার সঙ্গে এই মামলার তুলনা করা ঠিক নয়। ওই ঘটনায. আদালতের রায় আমরা চ্যালেঞ্জও করেছি। এখানে আমরা ভয় পাই না। আমাদের কাজ তথ্যের ভিত্তিতে। এই সমস্ত বিতর্কের কেঃদ্রে রয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। ঘটনার সময়ে তাঁর ভূমিকা ঘিরে আগেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। আঃদোলনরত জুনিযর ডাক্তারদের একাংশ তাঁর পদত্যাগের দাবি তোলেন। এরপরই তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃদ্যোপাধ্যায়। যদিও রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপের পরেও প্রশ্নের মুখে পড়েন বিনীত। সিবিআই জানিয়ে দিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে। এবং যে কোনও সিদ্ধান্তই তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই নেওয়া হবে। তবে আদালতে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে যে সংঃদহ ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, তাতে তদন্ত প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই নতুন করে চাপ বাড়ল কেঃ দ্রীয় সংস্থার উপর। বিচারক এই সমস্ত যুক্তি খতিয়ে দেখে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন। এখন দেখার, আদালত তদন্তের গতি ও দিক পরিবর্তনে কোনও নির্দেশ দেয. কি না। এই মামলায় যেমন একদিকে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে মূলত ' বড় মাথা আড়ালে রয়ে গিয়েছে কি না'- এই প্রশ্নই এখন সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে ক্রমশ জোরাল হচ্ছে।

## পুরনো অস্ত্রে নয়, চাই 'অপারেশন, সিঁদুর'জেনারেল চৌহানের স্পষ্ট বার্তা

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই** ঃ বর্তমানের যুদ্ধ পরিস্থিতি বা সীমান্ত সংঘাতে বিজয়লাভ করতে হলে অতীতের অস্ত্রশস্ত্র নয়, দরকার ভবিষ্যতের প্রযুক্তি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল অনিল চৌহান বুধবার এই বার্তাই দিলেন নয়াদিল্লিতে এক সামরিক ওয়ার্কশপে। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি, অস্ত্রনীতির আত্মনির্ভরতা, এবং সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান সংঘাত-সব মিলিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক বার্তা। জেনারেল চৌহান সাফ বলেন, গতকালের অস্ত্র দিয়ে আজকের যুদ্ধ জেতা যাবে না। বরং আজকের যুদ্ধ ল।তে হলে আগামীকালের প্রযুক্তি হাতে রাখতে হবে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিরক্ষায় নতুনত্ব আনতেই হবে। তাঁর মতে, শুধুমাত্র পুরনো অস্ত্র বা ব্যবস্থা দিয়ে এখন আর যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতেই তিনি দেশের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবস্থার আমূল রদবদলের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেনা সর্বাধিনায়ক বারবার তুলে ধরেন স্বদেশে নির্মিত আধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা। তাঁর মতে, বিদেশি অস্ত্র বা প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভারতের প্রস্তুতি ও সামরিক কৌশলকে দুর্বল করে দেয়। বলেন, আমদানিকৃত প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা আসলে আমাদের প্রস্তুতি দুর্বল করে দেয়। প্রতিকূল অবস্থায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না পেলে যুদ্ধের ময়দানে বড় ক্ষতি হতে পারে। তাই আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তি ও উপাদন ক্ষমতা গড়ে তুলতেই হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি তুলে আনেন 'অপারেশন সিঁদুর'-এর উদাহরণ। উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সেনা অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন সিঁদুর'। সেই সময় ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতের প্রতিক্রিয়ায় ৬ মে মধ্যরাতে পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি জঙ্গিঘাঁটিতে আঘাত হানে ভারতীয় বাহিনী। টানা চার দিন দুই দেশের মধ্যে চলেছিল পাল্টা-পাল্টি হামলা, যার জেরে সীমান্তে উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। অবশেষে ১০ মে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় দুই পক্ষ। সেই ঘটনার প্রসঙ্গে চৌহান বলেন, পাকিস্তান সেদিন বিভিন্ন ধরনের ড্রোন ও বিস্ফোরক সরঞ্জাম ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনার প্রস্তুতির কারণে সেই হামলার অনেকটাই প্রতিহত করা সম্ভব হয়। তাঁর ভাষায়, পাকিস্তান থেকে পাঠানো ড্রোন ও গোলাবারুদের অধিকাংশই আমরা নিষ্ক্রিয় করতে পেরেছি। কোনও পাক ড্রোন ভারতীয় সেনার ক্ষতি করতে পারেনি। এখানেই থেমে থাকেননি সেনাপ্রধান। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, আধুনিক যুদ্ধে ড্রোন প্রযুক্তি একটি গেমচেঞ্জার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর বক্তব্য, ড্রোন কীভাবে একটি যুদ্ধের ভারসাম্য বদলে দিতে পারে, আমরা সেটা প্রত্যক্ষ করেছি। এটি আর শুধু সম্ভাবনার বিষয় নয়, বরং বাস্তবতা। আমরা প্রতিদিন সেই বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি। তাই এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানো ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। এই পুরো বক্তব্যেই জেনারেল চৌহানের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট বার্তা ছিল- ভারতীয় সেনাকে প্রস্তুত রাখতে হলে চাই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও দেশীয়ভাবে তৈরি অস্ত্রব্যবস্থা। শুধু মাত্র আমদানির উপর নির্ভর করে ভারতের মতো একটি বৃহ ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ প্রতিবেশি থাকা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালানো চলে না। তাঁর মতে, ভারতকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে - নিরাপত্তা নিয়ে আর পিছিয়ে থাকলে চলবে না। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাকারে জেনারেল চৌহান স্বীকার করেছিলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানি হামলায় ভারতের একটি বা একাধিক যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়। যদিও তিনি নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করেননি। তাঁর ওই বক্তব্য ঘিরে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল প্রতিরক্ষা মহলে। সেই বিতর্কের পর এই প্রথম তিনি প্রকাশ্যে ভারতের সামরিক অবস্থান, প্রযুক্তির দুর্বলতা এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা নিয়ে মুখ খুললেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেনাপ্রধানের এই বক্তব্য শুধু অস্ত্র উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নয়, বরং একটি বৃহ প্রতিরক্ষা কৌশলের দিকে ইঙ্গিত দেয় - ' ভারত' উদ্যোগকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা।

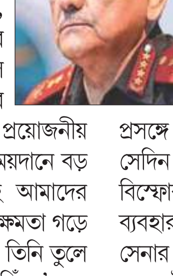

## দেশীয় বাজারে কমল সোনা- রুপোর দাম

নয়াদিল্লি , ১৬ জুলাই ঃ দেশীয় বাজারে উল্লেখযোগ্যভাবে কমল সোনা ও রুপোর দাম। বুধবার প্রতি ১০ গ্রাম সোনা ৪৫০ টাকা কমে ৪৯০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। একইসঙ্গে এদিন রুপোর দাম ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কমেছে। দেশের বেশিরভাগ সোনার বাজারে এদিন প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৯৯,২৮০ টাকা থেকে ৯৯,৪৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একইভাবে, আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,০০০ থেকে ৯১,১৫০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। এদিন নয়াদিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৯৯,৪৩০ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,১৫০ টাকা। মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৯৯,২৮০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৯৯,৩৩০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,০৫০ টাকা। চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৯৯,২৮০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,০০০ টাকায. বিক্রি হচ্ছে। কলকাতায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৯৯,২৮০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনা ৯১,০০০ টাকা।

## ২০০-র বেশি সড়ক বন্ধ, হিমাচলে ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা জারিই

শিমলা, ১৬ জুলাই ঃ বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ, ২০০-র বেশি সাক এখনও বন্ধ রয়েছে। চলতি সপ্তাহভর হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।হিমাচলে বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৭৮৬ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। এই বর্ষায় হিমাচল প্রদেশে ৩১টি আকস্মিক বন্যা, ২২টি মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং ১৮টি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মান্ডি জেলার প্রায় ১৬০টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও ১৫৩টি জল সরবরাহ প্রকল্প ও ৬৭টি বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মনেহয়।

## শুভাংশু শুক্লার মিশন ভারতের তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার মিশন ভারতের তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার মিশন কেবল একজন ব্যক্তির সাফল্য নয়, এটি ভারতের তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার একটি উদাহরণ।অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, এটি আমাদের শিশু এবং যুবকদের মধ্যে কৌতূহল বৃদ্ধি করবে এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা বিকাশ করবে। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, বিপুল সংখ্যক যুবক বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনকে তাদের ক্যারিয়ারে পরিণত করবে। মন্ত্রিসভা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এই মিশন উন্নত ভারতের সংকল্পে নতুন শক্তি যোগাবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত দেশে পরিণত করার স্বপ্ন, যা প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন, তা নতুন শক্তি পাবে।

# ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনে শিক্ষাই চালিকাশক্তি - কটকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

কটক, ১৬ জুলাইঃস্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তির সময়সীমা ২০৪৭ সাল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই বছরটিকে ‘ ভারতের মাইলফলক’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আগেই। এবার সেই লক্ষ্যপূরণে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্পষ্ট ভাষায. তুলে ধরলেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ওড়িশার কটকে র‍্যাভেনশ বিশ্ববিদ্যালযের ১৩তম বার্ষিক সমাবর্তনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বললেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত অর্জনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শক্তিশালী, উদ্ভাবনী, এবং সহানুভূতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষাই ভিত্তি।রাষ্ট্রপতি এদিন জানান, ভারত ইতিমধ্যেই পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবা, মহাকাশ গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো খাতে ব্যাপক অগ্রগতি করেছে। তবে এই অগ্রগতিকে স্থায়িত্ব ও গভীরতা দিতে চাইলে সমাজের মৌলিক কাঠামোতে, বিশেষ করে শিক্ষায়, আরও উন্নযনের প্রযজেন রযেছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে-শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নয়, বরং মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক দাযিত্বের বোধের সঙ্গেই ভারতকে বিকশিত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।্রতিনি বলেন, একটি জাতির প্রকৃত শক্তি তার যুব সম্প্রদাযের চিন্তাধারা, নৈতিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে তরুণদের শুধুমাত্র পেশাগত দিক থেকে নয়, বরং মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক দাযিত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা একান্ত জরুরি।রাষ্ট্রপতির এই বক্তৃতা শুধু একটা আনুষ্ঠানিক বক্তব্য নয়, বরং ভবিষ্যতের ভারতের একটা রূপরেখাও বলা যেতে পারে। তিনি

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, আজকের ছাত্ররা শুধুমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বা ডিগ্রি অর্জনের জন্য পড়বে না। তাদের উচিত চিন্তা করা- আমি কীভাবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি, আমি কীভাবে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারি, এবং কিভাবে নিজে কেবল চাকরিপ্রার্থী না হয়ে চাকরিদাতা হয়ে উঠতে পারি।এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার ওপরও জোর দেন। তাঁর কথায়, উদ্ভাবনই ভবিষ্যতের চালিকাশক্তি। যে সমাজ যত বেশি উদ্ভাবনী চিন্তা করতে পারে, সে সমাজই আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজেকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ভারতেরও এখন সেই লক্ষ্য-একটি উদ্ভাবনী, আত্মনির্ভর, এবং প্রযুক্তি-নির্ভর জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ।র‍্যাভেনশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ছিল আবেগপূর্ণ এবং প্রেরণাদায়ী। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, শিক্ষা শুধু ক্লাসরুমে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শিক্ষার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, আজকের এই প্রযুক্তিনির্ভর দুনিয়ায় যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মেশিন লার্নিং, এবং অটোমেশন দ্রুত গতিতে আমাদের সমাজকে বদলে দিচ্ছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের শুধু তথ্য মুখস্থ করলেই চলবে না। তাদের চাই গভীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সমাধানমুখী চিন্তা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।্রর্রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ভাবার জন্য এক সজাগ বার্তা। ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতের বিকাশের যে রূপরেখা তৈরির কথা বলা হচ্ছে, তার কেন্দ্রে থাকবে মানুষ-বিশেষত শিক্ষিত, দাযিত্ববান এবং উদ্ভাবনী যুবসমাজ। সেই লক্ষ্যেই রাষ্ট্রপতির বার্তা, শিক্ষা হবে আত্মিক বিকাশের পথ, শুধু চাকরির গ্যারান্টি নয়।এই বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি একাধিক বার প্রযুক্তির প্রসঙ্গ তোলেন, কিন্তু তার পাশাপাশি মানবিক দিকটির গুরুত্বও সমানভাবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, যন্ত্রের অগ্রগতি আমাদের সাহায্য করতে পারে, কিন্তু সমাজ গড়ে তোলে মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ এবং সহানুভূতির চর্চা। তাই শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও মানবিক গুণ একসাথে বিকশিত হয়।রাষ্ট্রপতির ভাষণে এক ধরনের বাস্তবতার স্পর্শও ছিল। তিনি বলেন, সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই এখনও বৈষম্য রয়ে গেছে-লিঙ্গভিত্তিক, আর্থিক কিংবা ভাষাগত। এই বৈষম্য দূর করতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা হল সেই অস্ত্র, যার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।তিনি আরও বলেন, একজন শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়, তখন সে শুধুমাত্র একটি ডিগ্রিধারী নয়, বরং দেশের ভবিষ্যৎ গঠনকারীদের মধ্যে একজন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা, এবং কাজই আগামী দিনের সমাজ, প্রশাসন, শিল্প, বিজ্ঞান-সবকিছুকে প্রভাবিত করবে।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর এই বক্তৃতা শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও এক নতুন দাযিত্বের দিকে নির্দেশ করে। তিনি পরামর্শ দেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উদ্ভাবন, গবেষণা, এবং উদ্যোক্তা মানসিকতার বিকাশের জন্য আরও বেশি করে উৎসাহিত করতে হবে। কারিকুলামের পাশাপাশি জীবনমুখী শিক্ষা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের দিকেও জোর দিতে হবে।সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, আপনারা এই মুহূর্তে যেভাবে শিক্ষা নিচ্ছেন, ভবিষ্যতে তেমনভাবেই এই সমাজ ও দেশকে গঠনের দাযিত্বও আপনাদের কাঁধেই পড়বে। আত্মনির্ভর ভারত শুধু স্লোগান নয়, এটা আমাদের ভবিষ্যতের দিশা। এবং সেই ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন আপনারা।রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্য একদিকে যেমন ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে আরও স্পষ্ট করে তোলে, তেমনই আগামী প্রজন্মের কাছে একটি দিকনির্দেশক বার্তা হিসেবেও কাজ করবে। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর এই বক্তব্য শুধু প্রথাসিদ্ধ বার্তা নয়, বরং এক বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাস, যা আগামী দিনে ভারতের শিক্ষানীতির দিশা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।যেখানে বহু দেশের তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তি ও ভোগবাদের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ছে, সেখানে রাষ্ট্রপতির এই মানবিক, নৈতিক এবং উদ্ভাবনী চেতনা-ভিত্তিক শিক্ষার বার্তা নিঃসন্দেহে ভারতীয় সমাজকে আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাবে। বিকশিত ভারত শুধু প্রযুক্তিগত উন্নযনের পরিমাপ নয়-এটি এক সমন্বিত, দাযিত্ববান এবং মূল্যবোধে সমৃদ্ধ জাতির প্রতিফলন, যার ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে তোলা সম্ভব একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই।

## বালেশ্বরের নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথা বললেন রাহুল, ন্যায়বিচার প্রদানের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ ওড়িশার বালেশ্বরে মৃত নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবার সঙ্গে কথা বললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। নির্যাতিতার বাবাকে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন রাহুল।বুধবার সামাজিক মাধ্যমে রাহুল লিখেছেন, ওড়িশার বালেশ্বরে ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করে প্রাণ হারানো সাহসী মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। মেয়েটির কষ্ট, স্বপ্ন ও সংগ্রাম তাঁর কণ্ঠে অনুভব করেছি। তাঁকে আশ্বস্ত করেছি, কংগ্রেস পার্টি এবং আমি প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর পাশে আছি। যা ঘটেছে তা শুধু অমানবিক ও লজ্জাজনক নয়, গোটা সমাজের জন্য ক্ষত। আমরা সব মূল্যে নিশ্চিত করব যে নির্যাতিতার পরিবার সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার পায় বলে মনে করা হয়।

## ফৌজা সিং মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত প্রবাসী ভারতীয়, এফআইআর দায়ের

জলন্ধর, ১৬ জুলাই ঃবয়স হয়েছিল ১১৪ বছর, কিন্তু, দৌড়নোর পথে বয়স বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কখনও। শেষমেশ পথ দুর্ঘটনায় জীবনের দৌড় থামল পঞ্জাবের কিংবদন্তি ম্যারাথন দৌড়বীর ফৌজা সিংয়ের। জলন্ধরের কাছে বিয়াস পিন্ড গ্রামে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ফৌজা সিং। বুধবার পঞ্জাব পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশ ৩০ ঘণ্টার মধ্যে ১১৪ বছর বয়সী ম্যারাথন দৌড়বিদ ফৌজা সিংয়ের হিট-এন্ড-রান মামলার সমাধান করেছে। এনআরআই (প্রবাসী ভারতীয়) অমৃতপাল সিং ধিলনকে তার ফরচুনার গাড়ি-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ এবং হেডলাইটের টুকরো দেখে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে অপরাধ স্বীকার করেছে। আদমপুর থানায় ২৮১ এবং ১০৫ ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ১১৪ বছর বয়সি এই অ্যাথলিটের মৃত্যুর ৩০ ঘণ্টার মধ্যেই কর্তারপুর থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত অমৃতপাল সিং। বুধবার সকালে তাঁর গ্রেফতারির কথা জানিয়েছে পঞ্জাব পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাঁর এসইউভি ফরচুনার। এই গাড়ির ধাক্কাতেই মৃত্যু হয় দৌড়বিদ ফৌজা সিংয়ের।১৯১১ সালের ১ এপ্রিল

পঞ্জাবের জলন্ধরে জন্মগ্রহণ করেন ফৌজা। ছোট থেকেই তাঁর পা ছিল সরু ও দুর্বল। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ঠিক করে হাঁটতেও পারতেন না। ৮৯ বছর বয়সে একের পর এক স্বজনের মৃত্যু তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ওই বছরই দৌড়নো শুরু করেন ফৌজা। দৌড়োন একের পর এক ম্যারাথন। ২০০০ সালে ফৌজা লন্ডনে তাঁর প্রথম ম্যারাথন ৬ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটে শেষ করেন। এর পর একে একে নিউ ইয়র্ক, মুম্বই, হংকং, গ্লাসগোর মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে অংশ নেন। এক দিনে আটটি বিশ্বরেকর্ডও গড়েন তিনি। ১০১ বছর বয়স পর্যন্তও ফৌজা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছেন। এ হেন কিংবদন্তির মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বিশ্বের ক্রীড়ানুরাগী মহল।

## ভুবনেশ্বরে বিজেডি-র বিক্ষোভে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি, নেতা-কর্মীদের আটক করলো পুলিশ

ভুবনেশ্বর, ১৬ জুলাই ঃবালেশ্বরের নির্যাতিতা ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বুধবার ভুবনেশ্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজু জনতা দল (বিজেডি)। বিজেডি-র এই বিক্ষোভকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেডি সহ-সভাপতি দেবী প্রসাদ মিশ্র এবং দলীয় কর্মীদের পুলিশ আটক করেছে।বিজেডি বিধায়ক সুশান্ত কুমার রাউত বলেন, এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। বিজেডি এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। আমরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি এবং মেয়েটির জন্য ন্যায়বিচার দাবি করছি। বিজেডি নেতা ভৃগু বক্সীপাত্র বলেন, সমগ্র বিজেডি কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয় ঘেরাও করতে এখানে এসেছে। আশা করি বিজেপি সরকারে সদিচ্ছা জাগবে এবং রাজ্যের মহিলাদের ন্যায়বিচারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষা পদত্যাগ করবেন। কেবল ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

## জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি রাহুল ও খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছেন জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রাহুল ও খাড়গে লিখেছেন, আমরা সরকারকে সংসদের আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশনে জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার জন্য আইন আনার আহ্বান জানাচ্ছি। উপরন্তু, আমরা সরকারকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইন আনার অনুরোধ করছি।

# অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে তৃণমূল, বাঙালি-বিরোধী নই, সাফ বার্তা হিমন্তর

গুয়াহাটিঃগুয়াহাটি এবং কলকাতা-দুই রাজ্যের মধ্যে ফের উত্তেজনার পারদ চড়াল রাজনৈতিক বক্তব্য। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরাসরি আক্রমণ শানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ কারীদের রক্ষা করার চক্রান্তে লিপ্ত। এই চেষ্টাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ হিমন্তর। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস আমার মন্তব্যকে বাঙালি-বিরোধী হিসেবে তুলে ধরার অপচেষ্টা করছে। বাস্তবতা হল, আমরা কোনওভাবেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে নই। আমরা স্পষ্টভাবে বলছি, আমাদের অবস্থান কেবল বাংলাদেশ থেকে অবৈধ মুসলিম অভিবাসনের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে অসমের জমি, সংস্কৃতি, এবং জনসংখ্যাগত ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেছে এই অনুপ্রবেশ। আমাদের সরকার সে কারণেই এই বিষয়ে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে।এই প্রসঙ্গে হিমন্তর বক্তব্য অত্যন্ত সোজাসাপ্টা এবং নির্ভীক। তিনি বলেন, অসমে সরকারি জমি, এমনকি হিন্দু উপাসনালয়ের জমিও দখল করেছে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা। এই অবৈধ দখলদারিত্ব কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। আমাদের সরকার তাদের উচ্ছেদের কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও তা চলবে।এই মন্তব্যের পরে স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল শিবিরে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তৃণমূল নেতাদের একাংশ অভিযোগ করেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী বাঙালিদের টার্গেট করছেন এবং তাঁদের ‘ বলার মাধ্যমে বাঙালি সমাজের প্রতি ঘৃণা উগরে দিচ্ছেন। এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে হিমন্ত বলেন, আমরা যদি বাঙালি-বিরোধী হতাম, তবে অসমে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিক আমাদের সমর্থন করতেন না। তাঁরা বুঝতে পারছেন, আমরা কী নিয়ে লড়ছি। আমরা ভারতীয়দের অধিকারের পক্ষে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে। এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট ফারাক আছে।তিনি আরও দাবি করেন,

যাঁরা বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকেছেন, তাঁরা কোনো ভাবেই ভারতীয় নাগরিক হতে পারেন না। তাঁরা মসজিদ, সরকারি জমি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জমি দখল করে রেখেছেন। এটা শুধু অসমের সমস্যা নয়, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের জনসংখ্যা কাঠামো পরিবর্তনের এক বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ষড়যন্ত্রকে আড়াল করছেন। তাঁরা জাতীয় স্বার্থের চেয়ে.ভোটব্যাংকের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।হিমন্তের এই বক্তব্য বাংলার রাজনৈতিক মহলে ঝড় তুলেছে। অনেকেই মনে করছেন, এই বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন রাজনৈতিক সমীকরণকেও প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপি যদি অসমে এই ইস্যুকে আরও জোরালো করে তুলে ধরে, তাহলে তার ছায়া বাংলাতেও পড়তে বাধ্য।যদিও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে বার বার উঠে এসেছে একটি জোরালো বার্তা-বাঙালি আর বাংলাদেশি এক নয়। তিনি চান না, এই দুই পরিচিতিকে গুলিয়ে ফেলা হোক। এই প্রসঙ্গে হিমন্ত বলেন, আমরা বাংলাভাষী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নই। ওঁরাও বোঝেন, অনুপ্রবেশ মানে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। তৃণমূল যেভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে মোড় নিচ্ছে, সেটাই মূলত দেশবিরোধী। এমনকি, এটা বাংলাভাষীদের জন্যও ক্ষতিকর। হিমন্তর বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের বিরুদ্ধে অসমে জাতিগত উত্তেজনা উৎসকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন না, বরং তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল নিজের ভোটব্যাংক রক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে একটি নরম নীতি নিচ্ছে। তিনি মনে করিয়ে দেন, অসমে এই অবৈধ অনুপ্রবেশ দীর্ঘকাল ধরে জনবিন্যাসকে প্রভাবিত করছে। এই অনুপ্রবেশের ফলে বহু জায়গায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে, ভাষা, সংস্কৃতি, ও সামাজিক পরিবেশেও ব। রকমের পরিবর্তন এসেছে।হিমন্ত বলেন, অসমের মানুষ অনেক কষ্ট করে নিজেদের পরিচয় বাঁচিয়ে চলেছেন। আমরা কোনও ভাবেই চাই না, আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা, এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হোক। তাই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে।তাঁর মতে, অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছে, তা একেবারে দীর্ঘমেয়াদি এবং নীতিগত লড়াই। এটা রাজনৈতিক সুবিধা বা কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই ঘটনাকে বাঙালি-অবাঙালির ইস্যু বানানোর চেষ্টা করছে, যাতে নিজেদের রাজনৈতিক লাভ হয়। কিন্তু অসমের মানুষ এসব বুঝে গিয়েছেন। বাংলাভাষী ভারতীয়রাও জানেন, এটা তাঁদের বিরুদ্ধে নয়, অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে।এই বক্তব্যের মাধ্যমে হিমন্ত যেন সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ঢিল ছুঁড়ে দিলেন। ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার বলেছিলেন, অসম সরকার বাঙালিদের হেনস্তা করছে। সেই অভিযোগকে ‘ ও ’ বলে উড়িয়ে দেন হিমন্ত। তিনি বলেন, যে কোনও রাজনৈতিক দল যদি ভারতের ভিতরে বসে বিদেশি অনুপ্রবেশ কারীদের আশ্রয় দেয় বা রক্ষা করে, তবে সেটা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করা। আজ যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেউ বাংলাদেশে গিয়ে বসবাস করতে চায়, তাহলে কি বাংলাদেশ সরকার তাঁকে নাগরিকত্ব দেবে? আমরা কেন এই অনুপ্রবেশ মেনে নেব?এই মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে যতটাই বিতর্ক তৈরি করেছে, ততটাই স্পষ্ট করেছে অসম সরকারের অবস্থান। কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) নিয়ে উত্তাল হওয়ার সময় থেকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ইস্যুতে কার্যত পূর্ব ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে বিজেপির অন্যতম কণ্ঠস্বর হযে. উঠেছেন। তিনি চরমভাবে বিশ্বাস করেন, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বিতাড়ন না করলে অসমের সামাজিক গঠন বিপন্ন হবে।অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরাবরই এই ধরণের মন্তব্যের বিরোধিতা করে আসছে। তৃণমূল নেতাদের মতে, এই ধরনের বক্তব্য বাঙালি জাতিসত্তার বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন আক্রমণ। বিজেপি ও হিমন্ত একযোগে বাংলার মাটি এবং মানুষের বিরুদ্ধে ‘ রাজনীতি’ করছেন বলে অভিযোগ তাঁদের।্রএই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, রাজনৈতিক ফায়দার জন্য কি অনুপ্রবেশ ইস্যু আবার নতুন করে উত্তপ্ত করা হচ্ছে? নাকি সত্যিই এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গভীর সামাজিক সংকট? উত্তর যেটাই হোক, এই বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ ও অসম) রাজনৈতিক সংঘাত যে আরও চড়বে, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে যেভাবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই অভিযোগ তুলেছেন এবং মমতা বন্দ্যোধ্যায়ের সরকারকে ‘ অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রযদাতা’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তা নিঃসন্দেহে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড়সড় তরঙ্গ তৈরি করবে।

## শ্রাবণী মেলা চলাকালীন তিনটি এক্সপ্রেস স্টেশনে বাড়তি স্টপেজ

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত শ্রাবণী মেলা চলাকালীন পূর্ব মধ্য রেলওয়ের দানাপুর ডিভিশনের ফতুহা, আটমল গোলা এবং কারাউতা স্টেশনে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষঃ ১৩৩৩১ ধানবাদ-পটনা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং ১৩৩৩২ পটনা-ধানবাদ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস যথাক্রমে ১৫ঃ৪২ ঘন্টা এবং ০৮ঃ৫৩ ঘন্টায় ফতুহা স্টেশনে পৌঁছাবে। উভয় ট্রেনই ওই স্টেশনে ০২ মিনিটের জন্য থামবে। ১৩৩৩১ ধানবাদ-পটনা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং ১৩৩৩২ পটনা-ধানবাদ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস যথাক্রমে ১৫ঃ০৪ ঘন্টা এবং ০৯ঃ৩২ ঘন্টায় আটমল গোলা স্টেশনে পৌঁছাবে। উভয় ট্রেনই উপরের স্টেশনে ০২ মিনিটের জন্য থামবে। ১৮১৮৩ টাটানগর-আরা-বক্সার এক্সপ্রেস এবং ১৮১৮৪ বক্সার-আরা-টাটানগর এক্সপ্রেস যথাক্রমে ১৭ঃ১৪ ঘন্টা এবং ০৭ঃ০৯ ঘন্টায় আটমল গোলা স্টেশনে পৌঁছাবে। উভয় ট্রেনই উপরের স্টেশনে ০২ মিনিটের জন্য থামবে। ১৮১৮৩ টাটানগর-আরা-বক্সার এক্সপ্রেস এবং ১৮১৮৪ বক্সার-আরা-টাটানগর এক্সপ্রেস কারাউতা স্টেশনে যথাক্রমে ১৭ঃ৩৮ ঘন্টা এবং ০৬ঃ৫৫ ঘন্টায়. পৌঁছাবে। উভয় ট্রেনই উপরের স্টেশনে ০২ মিনিটের জন্য থামবে।

## মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদবের স্পেন সফর শুরু, মাদ্রিদে হবে ’ইনভেস্ট ইন মধ্যপ্রদেশ’-এ বিজনেস ফোরাম

ভোপাল, ১৬ জুলাই ঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব বর্তমানে বিদেশ সফরে রয়েছেন। বুধবার থেকে তাঁর স্পেন সফর শুরু হয়েছে। তিনি ১৯ জুলাই পর্যন্ত এখানে থাকবেন এবং বিভিন্ন সভাতে অংশ গ্রহণ করবেন। স্পেনে প্রথম দিনে তিনি মাদ্রিদে আয়োজিত ’ইনভেস্ট ইন মধ্যপ্রদেশ’ ব্যবসায়িক ফোরামে ভাষণ দেবেন এবং শিল্প, পর্যটন, ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে উচ্চ পর্যাযের বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব দুবাই থেকে রওনা হয়ে গভীর রাতে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে পৌঁছবেন।উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে তাঁর এই সফর। তিনি স্পেনে ভারতের

রাষ্ট্রদূত দীনেশ কে. পট্টনায়েকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এর পরে তিনি ইনভেস্ট ইন মধ্যপ্রদেশ’ ব্যবসায়িক ফোরামে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন।এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে ফোরামে উপস্থিত শিল্পপতিদের বিস্তারিত তথ্য জানাবেন। স্পেনের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব।

## রাশিফল

**মেষঃ**আজকের দিনটি রৌদ্রোজ্জ্বল এবং ঝলমলে থাকবে, আর নক্ষত্রেরা বলছে আজকের দিনটি সাফল্যের জন্য অনুকূল। আপনি যদি আজ সৃজনশীল বোধ করেন, তাহলে হাতে একটি তুলি নিন বা নতুন রান্না করুন। আপনি যদি কোনও কিছু একা পরিচালনা করেন, তাহলে সেটিকে যত্ন সহকারে এবং সতর্কতার সঙ্গে করা আপনার পক্ষে ভালো হবে।

**বৃষঃ**আপনার আজ খুব বেশি করে ব্যবহারিক ও বাস্তববাদী হওয়া দরকার। আপনি বেশ আবেগপূর্ণ এবং সংবেদনশীল হিসাবে পরিচিত, এবং সাধারণত আপনার অনুভূতির দ্বারা চালিত হন। আপনার মন, আপনার যৌক্তিকতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত আপনাকে সাহায্য করে না।।।

**মিথুনঃ**প্রেমের জন্য আদর্শ সময় কারণ আপনি আপনার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে একটি মনোরম ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন। একটি আনন্দময় সন্ধ্যা আপনার সম্পর্ককে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। টাকাপয়সা লেনদেন চিন্তার কারণ হতে পারে।।

**কর্কটঃ** জীবন যেরকম যাচ্ছে সেভাবেই আপনার তার মুখোমুখি হওয়া উচিত এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে এটি আপনার জন্য প্রচণ্ড সৌভাগ্যশালী দিন হবে। বিবাহের যোগ হবে ।

**সিংহঃ**অবিবাহিতদের জন্য প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে এটি ভালো দিন নাও হতে পারে। তাই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বাড়তি প্রচেষ্টি থেকে বিরত থাকুন। তবে, বিবাহিত দম্পতিরা পুনরায় নিজেদের প্রেম জাগিয়ে তুলতে কিছু রোম্যান্টিক চিন্তা-ভাবনা বিনিময় করতে পারেন।

**কন্যাঃ** আপনি আপনার প্রিয়তমকে খুশি করতে চাইবেন ও সেইজন্য তার সকল দাবি পূরণ করতে চেষ্টা করবেন। সঙ্গীর মেজাজ ও অনুভূতির দিকে মনোযোগ দিতে কোনও অসুবিধা হবে না।।

**তুলাঃ** প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আপনার চাপমুক্ত লাগতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য এটি আদর্শ সময়। অবিবাহিতদের বিয়ের জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ আসতে পারে। শু দিন হবে।

**বৃশ্চিকঃ**প্রেমের জীবনে আপনার আধিপত্যপ্রবণ স্বভাব আপনাকে আজ সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনাকে আজ নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে। সংসারে শান্তি হবে।

**ধনুঃ**আজ আপনার বন্ধুর সংখ্যা বা।তে পারে। কর্মক্ষেত্রে, অতিরিক্ত দাযিত্বভার আপনার উপর চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে এবং আপনাকে নতুন সংস্থানগুলির ভারও দেওয়া হতে পারে। আপনি এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সমস্ত ক্ষেত্রে বিজয়ী হতে পারেন। ।

**মকরঃ** আপনার প্রেমাস্পদর সঙ্গে আজ আপনি নিজের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে আলোচনা করবেন।

**কুম্ভঃ** স্থায়িত্ব, প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তববোধ এই তিনটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার যেটা এখনকার আপনার বর্তমান সম্পর্কে বিশেষভাবে বিচার করা উচিত।

**মীনঃ** আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মানসিক সংযোগের ফলে আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য রাখতে সুবিধা হতে পারে। আপনার ভীষণ রোম্যান্টিক ও কল্পনাপ্রবণ দিক আপনাকে নিজের ভাব প্রকাশে সাহায্য করতে পারে। আর্থিক বিষয়ে বন্ধুদের সাহায্য করে সুনাম অর্জন

## আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। বৃহঃবার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতাংশ এবং ৮৯সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০১মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২৫মিনিটে

# কলেজ চত্বরে তরুণীর প্রেম নিবেদন কাকদ্বীপে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কাকদ্বীপ, ১৬ জুলাই ঃ কলেজ চত্বরে প্রকাশ্যে তরুণীকে প্রেম নিবেদন যুবকের, ভিডিও ভাইরাল।বিতর্কে যেন পিছু ছাড়ছে না দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার কাকদ্বীপ সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে।এবার প্রকাশ্যে এলো কলেজ চত্বরে ইউনিয়নের সামনে মোটর সাইকেল চেপে এসে এক বহিরাগত যুবক তরুণীর সামনে নতজানু হয়ে বসে প্রেম নিবেদন করার ভিডিও। ভিডিও ভাইরাল হতে সর্বত্র নিন্দার ঝড়।এই বিষয়ে সরব হয়েছে এবিভিপি এবং ডিওয়াইএফআই সদস্যরা।এ ঘটনা সিনেমা গল্পকে হার মানাবে। হঠাৎ দেখা যায় এক যুবক মোটর সাইকেল নিয়ে কলেজের ভিতরে চলে আসে,তখন চতুর্দিকে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথা বার্তায় ব্যস্ত।মোটর সাইকেল থেকে নেমে কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীর সামনে গিয়ে নতজানু হয়ে বসে তরুণীকে প্রেম নিবেদন করল, এই ঘটনা দেখে চতুর্দিকে থাকা ছাত্র ছাত্রীরা করতালে ফেটে পড়ে। যদিও এ এই ভাইরাল হওয়া ভিডিও সত্যতা বিচার করা হয় নি।কলেজের প্রিন্সিপালের দাবি এ ঘটনা বহু পুরানো, তিনি কলেজে আসার আগেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। বর্তমানে এসব ঘটনা আর এই কলেজ চত্বরে ঘটছে না। তিনি বলেন কলেজ চত্বরে সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।তবে কলেজের পাঁচিল নিচু থাকায়.মাঝেমধ্যে বহিরাগতরা কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়ে।। কলেজ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে অতিসত্বর এই সমস্যা সমাধান করা হবে।

# নিকো পার্কে কিশোরের রহস্যমৃত্যু বন্ধুবান্ধবদের অভিমত, পুলিশে হস্তান্তর

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে কলকাতার বিখ্যাত বিনোদন কেন্দ্র নিকো পার্কে এক যুবকের মৃত্যু ঘটে। স্থানীযদের বক্তব্য অনুযাযী, তিনি পার্কের একটি রাইডে ওঠার পর হঠাৎ মন্দ স্বাস্থ্যের সম্মুখীন হযে.পড়েন এবং পরে মারা যান। মৃত যুবকের নাম প্রকাশিত না হওয়া সত্ত্বেও, পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি মৃতদেহ উদ্ধার করে। জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি কোথায় ছিলেন ও কী অবস্থায় ছিলেন-সেই বিষয়ে স্পষ্টতা না থাকায় এই মৃত্যু চূড়ান্ত রহস্যই রয়ে গেল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ওই যুবকের কয়েকজন বন্ধু পুলিশকে জানিয়েছে, রাইড চলাকালীন তার আচরণ ছিল অস্বাভাবিক। হৃস্প ন্দন বেড়ে যাওয়া ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন বলে তাদের দাবি। তাঁরা অবিলম্বে সেখানে ডাক্তার কিংবা চিকিৎসা সহায়তা চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দ্রুত সাড়া পাওয়া যায়নি। পরীক্ষামূলকভাবে প্রাথমিক তদন্তে মৃত্যুর সঙ্গে কোনো অপরাধমূলক তপরতার যোগ নেই বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শুরুর দিকে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাইড চলাকালীন কেন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো, তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী আধিকারিকেরা। টিকিট, ক্যামেরা ফুটেজ এবং চিকিৎসা নথি যাচাই করা হচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে স্বাস্থ্যের কোনো লেবেল না পাওয়া গেলে প্রকৃতি বোঝার জন্য ওই রাইডটি থামানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দোষী হলে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। তবে ঘটনাস্থল থেকে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য ও ভিডিও-ফুটেজ সংগ্রহে গতি নেই বলে এক পক্ষের অভিযোগ অগ্রাহ্য করা যায় না। অতি জরুরী পরিস্থিতিতে ঠিক কী কারণে দস্তিত চিকিসা সাড়া হয়ে উঠতে পারেনি, স্বজনদের কথায় সেটাকেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। প্রাথমিকভাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নির্দেশ করবে, মৃত্যুর পেছনে কী কী কারণ ভূমিকা রেখেছে। নিকো পার্ক কর্তৃপক্ষও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রাইডে প্রযুক্তিগত বা মেরামতির কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। তবু এই ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটায় তারা হতবাক। পার্ক কর্তৃপক্ষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে সব ধরনের তথ্য বিনিময় করছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় পার্কের অন্যান্য পরিদর্শক ও অতিথিরাও দেখেছেন কীভাবে ওই যুবকের চেযারে পরিবর্তন ঘটে-আচরণ অস্বাভাবিক, মুখশূন্য, শ্বাসরোধী। এতে অনেকে হতচকিত হয়ে পড়ে যান, বিষন্নতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্তের আওতায় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ভিডিও নজরদারি, নিকো পার্কের রাইড-রক্ষণাবেক্ষণ নথি, এবং বৃদ্ধমান সংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শিদের বিবরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। সমস্ত তথ্য একত্র করে প্রাথমিক রিপোর্ট দুই দিনের মধ্যে জমা দেওয়া হবে। তবে ডাক্তারি রিপোর্টে যদি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ হিসাবে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বা শ্বাসযন্ত্রের কোনো জটিলতা খুঁজে পাওয়া যায়, তবে সেই অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয়দের অভিমত, নিরাপত্তা তদারকি শুরু তো হয়েছে, তবে দেরি হওয়ায় অনেকেই সত্য প্রকাশে বিঘ্ন ঘটবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। নিকো পার্কের সুরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিক মান বজায় আছে কি না-ওই প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে উঠে আসছে। রাইড-এর প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি, তার মান, পর্যবেক্ষণ - সব কিছুই এখন আলোচ্যবস্তু। এই মৃত্যুর অভাবনীয়.অনাকাঙ্ক্ষিত খুঁজছে বিচারব্যবস্থা, যা যাচাই করে দেবে আদালতে কি অভিযোগ আনা যায়, নাকি এটিকে একেবারে দু ঃখজনক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের চোখে, এমন জাযগাগুলো যেখানে বিনোদন ইচ্ছাকৃতভাবে খোঁজা হয়, সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্ন জ্বলছেই। পার্ক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বিবৃতি দিয়ে বলেছে, আমরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দু ঃখ প্রকাশ করছি। যেকোনো প্রযুক্তিগত ক্রটি প্রয়োজন হলে তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমরা আইন ও স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুযায়ী পুলিশ ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করছি। আপাতত, নিকো পার্কে রাইডগুলো চালু রয়েছে-যেগুলি দিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি-তবে রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা আবারো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে। যেখানে বাঁধের আচার-ব্যবহারে রাইড-পশ্চিমের সেবা সুরক্ষা নিশ্চিত হলো, তাতেই এই দু ঃখজনক মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ তদন্ত গতি পাবেন কি না এখানেই মূল ইস্যু। খবরটি যোগাসনে চলছে, যার কার্যধারা এখন উদ্ভুত রহস্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে-যুবকের মৃত্যুর মতো গভীর বিষয়ে০ জবাব খুঁজছে ক্রমবর্ধমান মানুষ। আলোচ্য আইনি পরিকাঠামো তাকে কীভাবে গ্রহণ করে, সেটাই নির্ধারণ করবে পরবর্তী আইনত পথে।

# হাওড়া পুরসভায় কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করলেন অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘের প্রতিনিধিরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ জুলাই ঃ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বুধবার দুপুরে হাওড়া পুরসভায় কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করলেন অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘের প্রতিনিধিরা। এদিন ওই প্রতিনিধি দল পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন। এবং কমিশনারের হাতে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ডেপুটেশন তুলে দেন। অন্যদিকে, এদিন পুরসভায় ঢুকতে গেলে 'কন্ট্রোলার অফ ফিনান্স' ('কফ')-কে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান কর্মরত সাফাই কর্মীরা। তাঁরা দাবি তোলেন বেতন সংক্রান্ত তাঁদের দাবি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘের ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হেমা মল্লিক বলেন, 'এখানকার কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। কিন্তু ওদের স্থায়ী কর্মচারী করা হচ্ছে না। ওদের বোনাস দেওয়া হচ্ছে না। অবসরের পর ওদের কোনওরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। পুরসভার কন্ট্রোলার অফ ফাইন্যান্স ('কফ') টাকা আটকে রেখেছেন। আমাদের দাবি না মানলে বড় রকমের আন্োলন করা হবে। প্রাজেন হলে নবান্ন পর্যন্ত যাব। এটা আমাদের পেটের লড়াই। আমাদের পরিবারের লোকেরা ভুগছে। এই কারণেই এদিন হাওড়া পুরনিগমের কনজারভেন্সি দপ্তরের কর্মীরা ডেপুটেশন দিয়েছি। প্রায় ৫,০০০ কর্মী কাজ করেন।

# ট্রলারের আড়ালে আত্মীয়-পরিজন পাচার? প্রশ্নে তোলপাড় সুন্দরবনের গোটা মৎস্যজীবী মহল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ আবারও বাংলাদেশের জলসীমানায় ঢুকে পড়ল বাংলার দুটি ট্রলার। তার জেরে ৩৪ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বর্তমানে বাংলাদেশে আটক। এই ঘটনার জেরে বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে উদ্বেগ, সন্দেহ এবং রাজনীতির রেশ। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে কেন আবার আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করল কাকদ্বীপের ট্রলার-সেই প্রশ্নে সরগরম গোটা মৎস্যজীবী মহল। সূত্রের খবর, ধৃত দুটি ট্রলারের নাম এফবি ঝড় ও এফবি মঙ্গলচণ্ডী-৩৮। কয়েক মাস আগে, গত অক্টোবরেও এফবি ঝড় ট্রলারটি একইভাবে সীমা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। সেবার সতর্ক করা হয়েছিল ট্রলারের মালিককে, এমনকি অন্যান্য মালিকদেরও দেওয়া হয়েছিল সাবধানতা বার্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একই কাণ্ড ফের ঘটায় নতুন করে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। মৎস্যজীবীদের বক্তব্য, সেদিন প্রকৃতির রোষেই তারা দিকভ্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে পড়েন। প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের জেরে নাকি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ট্রলার দুটি। যদিও এই যুক্তি মানতে রাজি নন অনেকেই। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও প্রাক্তন বিধায়ক জয় কৃষ্ণ হালদার স্পষ্ট দাবি করেছেন, ইলিশের লোভেই প্রতি বছর কিছু ট্রলার জেনেবুঝে বাংলাদেশ সীমা লঙ্ঘন করে। তাদের মধ্যে অনেকেই এক বিশেষ মৎস্যজীবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের অনেকের আদি বাড়ি বাংলাদেশেই। তিনি আরও বলেন, ধৃত ট্রলারের মালিক, মাঝি এবং কর্মীদের বৈধ পরিচয়পত্র আদৌ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত। সন্দেহের তালিকায় রয়েছে এই সংগঠন। এটা খতিয়ে দেখা দরকার যে, এরা শুধুই মাছ ধরতে যায়, না কি সেই সুযোগে আত্মীয়দের এদেশে আনার জন্য পাচার চালায়। এই দাবি আরও জোরালো করে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য ও ট্রলার মালিক অভিজিৎ দাস বলেন, এই দুটি ট্রলার এক বিশেষ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত, যার সভাপতি হলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সুন্দরবন সংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবাশিস দাস। তাঁর বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশের কোটা আন্দোলনের মুখ নিউটন দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার। এমনকি কাকদ্বীপে ভোটার তালিকায় নিউটন দাসের নাম থাকা নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। অভিজিৎ দাস জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁরা লিখিতভাবে রাজ্য প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবেন এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করবেন। অন্যদিকে, সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, আটক ট্রলার দুটি কাকদ্বীপের। যেখান থেকে ট্রলার দুটো ধরা পড়েছে, সেটা আন্তর্জাতিক জলসীমানার কাছাকাছি অঞ্চল। সেখানেই দুই দেশের মৎস্যজীবীরা মাছ ধরেন। আগে এত কড়াকড়ি ছিল না, এখন রাজনৈতিক টানাপোড়েনে পরিস্থিতি বদলেছে। তিনি আরও বলেন, যদিও বাংলাদেশের জেলেরা আমাদের জলসীমায় ঢুকলে তেমন কড়াকড়ি হয় না, কিন্তু আমাদের ট্রলার গেলেই ওরা তপর হয়ে পড়ে। এটা দ্বিমুখী আচরণ। এই ঘটনায় নজর রেখেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও। তাঁদের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত ৩৪ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীর সঙ্গে বাংলাদেশের কোনও প্রত্যক্ষ বা পারিবারিক যোগ রয়েছে কি না, সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি দেখা যায় যে, নিয়মিতভাবেই এই সংগঠনের সদস্যদের ট্রলার এইভাবে সীমা লঙ্ঘন করছে, তবে আইনি পদক্ষেপও হতে পারে। বাংলাদেশ প্রশাসনের দিক থেকেও ভারতীয় ট্রলার সীমান্ত লঙ্ঘনের বিষয়ে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে দু'দেশের সম্পর্কের জটিলতা আরও বাড়িয়েছে এই ধরনের ঘটনার গুরুত্ব। সব মিলিয়ে, বঙ্গোপসাগরের সীমান্তঘেঁষা অঞ্চলে এখন শুধু ইলিশ ধরা নয়, প্রশ্ন উঠেছে জাতীয় নিরাপত্তা, বেআইনি অনুপ্রবেশ, ও রাজনৈতিক মদতের বিষয়েও। তদন্তে যদি ট্রলার মালিক ও সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে এই ইস্যু ভবিষ্যতে আরও বড় রাজনৈতিক বিতর্কে রূপ নিতে পারে। তবে এখন মূখ্য বিষয় হল-বাংলাদেশে আটক ভারতীয় মৎস্যজীবীদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আটকাতে শক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মুখ থুবড়ে পড়া বিশ্বাস ও নিয়ম ভাঙার এই গল্পে, এখন তদন্তই শেষ কথা।

# দুর্গাপুজো নিয়ে গুজব ছড়ানোয় কড়া প্রতিক্রিয়া কলকাতা পুলিশের

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,১৬জুলাইঃআর কিছুদিনের মধ্যেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। কলকাতাসহ গোটা বাংলার আবেগ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকা এই উৎসবকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। তবে এই উৎসবকে ঘিরে সম্প্রতি একটি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক ভুয়ো খবর, যার কেন্দ্রে রয়েছে কলকাতা পুলিশ এবং দুর্গাপুজোর ভিড় নিয়ন্ত্রণ। এই গুজব অনুযায়ী, দুর্গাপুজোর কিছু অনুষ্ঠান বাতিল বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে-এই ধরনের খবর ঘুরে বেড়াচ্ছে নানান মাধ্যমে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছ্যানোর পাশাপাশি উৎসবের পরিবেশকেও বিপদগ্রস্ত করা হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে এবার স্পষ্ট বার্তা দিল কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এর (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি পাবলিক অ্যাডভাইসারি জারি করে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজো ২০২৫ উপলক্ষে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কিছু ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। কলকাতা পুলিশ স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে, কোনও দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান বন্ধ করা বা নিষেধাজ্ঞা জারি করার কোনও নির্দেশ ইস্যু করা হয়নি। পুলিশ আরও জানায়, জনসুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যই বিশেষ কিছু জনপ্রিয় পুজো প্যান্ডেলে ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট বা ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না ঘটে। এতে দুর্গাপুজো বা সর্বজনীন উৎসবে কোনওরকম হস্তক্ষেপ হচ্ছে না। বরং সকলের সুরক্ষা বজায় রাখার লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পুলিশের এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমরা উৎসবের সময় সাধারণ মানুষের সুরক্ষা বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দিই। যেসব প্যান্ডেলে অতিরিক্ত ভিড় হয়, সেখানে স্বাভাবিক জনচলাচল বজায় রাখতে পরিকল্পনা করা হয়। এই ব্যবস্থাকে পুজোতে হস্তক্ষেপ বলার কোনও ভিত্তি নেই। এই ধরনের ভুয়ো খবর ছড়ানো কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তা বুঝিয়ে কলকাতা পুলিশ নাগরিকদের সতর্ক করেছে। জানানো হয়েছে, সকল নাগরিককে অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্য জানুন। যাচাই না করে কোনও খবর শেয়ার করবেন না। উৎসবের সময় সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে আপনাদের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত, কলকাতার দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, UNESCO-র স্বীকৃতি পাওয়া একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন আকর্ষণও বটে। প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এই উৎসব উপভোগ করতে আসেন। ফলে জনসমাগম ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এত বড় মাপের উৎসবে পুলিশের তরফ থেকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ স্বাভাবিক এবং তা নিয়মিতই হয়। কিন্তু সেই প্রশাসনিক পদক্ষেপকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করাটা একেবারেই অনুচিত। কলকাতা পুলিশের এই স্পষ্ট পদক্ষেপে বিভ্রান্তি কিছুটা হলেও কাটবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্যবাসীর কাছে এখন অনুরোধ, তারা যেন কোনও অপপ্রচারে কান না দিয়ে সরকারি সোর্স থেকেই সমস্ত তথ্য যাচাই করে নেন এবং সচেতনতার সঙ্গে উৎসব উপভোগ করেন।

# হিন্দুস্তান মোটর কারখানার অব্যবহৃত জমিতে এই ওয়াগন তৈরির কারখানা গড়ে উঠবে

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া,১৬ জুলাই ঃ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি সিলমোহর পড়ল। নবান্ন সূত্রের খবর, হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার কোতরং ও ভদ্রকালী মৌজায় হিন্দুস্তান মোটর কারখানার অব্যবহৃত জমিতে এই ওয়াগন তৈরির কারখানা গড়ে উঠবে। মেট্রো রেল ও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচ তৈরির জন্য হুগলির হিন্দমোটর কারখানার প্রায় ৪০ একর জমি টিটাগড় রেল সিস্টেম লিমিটেডকে (টিটাগড় ওয়াগন) দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়েছিল রাজ্য সরকার। ৯৯ বছরের লিজের ভিত্তিতে এই জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থাটিকে। এই প্রকল্পে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে তারা। রেলের কোচ তৈরি ছাড়াও ট্রেনের ফার্মিং, টেস্টিং, কমিশনিংয়ের জন্য আলাদা আলাদা ইউনিট থাকবে। কোচ পরীক্ষার জন্য টেস্ট ট্র্যাকও বানানো হবে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে হিন্দমোটরের টিটাগড় ওয়াগন কারখানার ২৫ বছর পূর্তিতে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, হিন্দমোটরে প্রায় ৭০০ একর জমিতে নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরি করা হবে। এটাকে তারই প্রথম ধাপ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এক সময় হিন্দুস্তান মোটর কারখানায় অ্যাম্বাসাডর, ট্রেকার, বেডফোর্ড, কংঃটেসার এবং ছোট বাস তৈরি হতো। ফরাসি বহুজাতিক সংস্থা প্যাজিয়োর হাতে অ্যাম্বাসাডরকে বিক্রি করে দেওয়ার পর থেকেই কারখানার অবনতি ঘটতে থাকে। ২০১৪ সালে পুরোপুরি তালা পড়ে যায় হিন্দুস্থান মোটর কারখানায়। অ্যাম্বাসাডর গাড়ি উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলেও পরবর্তীতে কারখানার একটা অংশে টিটাগড় ওয়াগন কোম্পানি রেলের কোচ তৈরির কাজ শুরু করে। সম্প্রতি এই কোম্পানি মেট্রো রেল এবং ইএমইউ ট্রেনের এসি কোচ তৈরির বরাত পায়। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ প্রায় ১১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এর জন্য কারখানা সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তার জন্য আশপাশে জমি পাওয়া যাচ্ছিল না। এর মধ্যেই ২০২২ সালে হিন্দুস্তান মোটরের জমি অধিগ্রহণ করে রাজ্য সরকার। তা থেকেই প্রায় ৪০ একর জমি টিটাগড় ওয়াগনকে লিজ দিচ্ছে রাজ্য ভূমি দপ্তর। এ দিন সেই জমির দখল নেয় টিটাগড় ওয়াগন কর্তৃপক্ষ। সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীও নিয়োগ করা হয়েছে। এতে নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন এলাকার মানুষ। হিন্দমোটরের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা উত্তম চক্রবর্তী বলেন, ' কারখানা শিল্পের জন্য সরকারের থেকে জমি লিজ নিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় কারখানা বন্ধ করে জমি ফেলে রেখেছিল। কারখানার ভিতরের যন্ত্রাংশ রাতের অন্ধকারে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন রাজ্য সরকারের সহায়তায় টিটাগড় ওয়াগন নতুন করে কাজ শুরু করবে। আমরা সরকার ও টিটাগড় ওয়াগনকে সব ধরনের সহযোগিতা করব।' বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায় বলেন, 'হিন্দ মোটরের প্রায় ২৫০ শ্রমিক এখনও পিএফ-গ্র্যাচুইটি পায়নি। তাঁদের কথা ভাবেনি সরকার।' সিপিএম নেতা আভাস গোস্বামী বলেন, শিল্পের জমিতে শিল্প চাই। যাঁরা কোম্পানিতে পে রোলে আছেন, তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।'

# বাংলা ও বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১৬ জুলাই ঃ বাংলা ও বাংলা ভাষিদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বুধবার জয়নগর ২ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার নবপল্লীর মোড় থেকে নতুনহাট,কোম্পানী রাস্তার মোড়,বেলের মোড়,প্রিয়নাথের মোড় ঘুরে নতুনহাটে এসে মোটরবাইকে প্রতিবাদ মিছিল শেষ করে।এদিন এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন জয়নগর ২ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি তথা গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ।এদিনের মিছিলে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি হারুন মোল্লা,হাসান লস্কর,গিয়াসউদ্দিন গায়েন,কৌশিক সরদার সহ আরো অনেকে।এদিনের এই মোটর বাইকে প্রতিবাদ মিছিলে বহু তৃনমূল কর্মী সমর্থক অংশ নেন।অপর দিকে এদিন রায়দিঘি বিধানসভায় এক প্রতিবাদ মিছিল করলো তৃনমূল কংগ্রেস।মথুরাপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা বুধবার রায়দিঘির খাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে থেকে মিছিল শুরু করে কাশীনগর বাজার এসে মিছিল শেষ করে।এদিনের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, মথুরাপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত সরকার, মথুরাপুর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়ভূষণ ভান্ডারি,জেলা পরিষদ সদস্য উদয় হালদার সহ আরও অনেকে।এদিনের এই মিছিলে প্রায় হাজার খানেক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

# কে শিঙাড়া, জিলিপি খাবে, আপনি ঠিক করবেন? খাদ্যাভ্যাসে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ মমতার

দুরন্ত বাতা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ গত বুধবার সন্ধে থেকেই কলকাতার ধর্মতলা এলাকা ভোটারদের ভিড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি বিলীন হয়ে গেছে-বাংলার মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের এক নতুন প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে রাস্তাটি। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কাঁথার মতো করে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন তোলেন, কে শিঙাড়া, জিলিপি, সামোশা, পোহা, হালুয়া খাবে, আপনি ঠিক করবেন?

মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ন্যায্য স্বাস্যু নিশ্চিত করাটাই রাষ্ট্রের কাজ, আর খাদ্যাভ্যাসের সিদ্ধান্ত মানুষ নিজেই নেবে। বাংলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এবং খাদ্যাভ্যাসের ওপর নির্ধারণ আরোপ করা অবান্তর বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তার কথায়, এই ইচ্ছা করছে, যা ইচ্ছা করছে-কেন মানুষের জীবনের সুবাদে এমন নিত্যসংশ্লিষ্ট বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেওয়া হচ্ছে? আপনি কি বলছেন, এটি রাজ্য বা কেউ নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের জন্য কণ্ঠ তুলে না-খাবার নিয়ে কেঃদ্রের হস্তক্ষেপ এখানেই শেষ? প্রশ্ন তুলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। তার ভাষ্যে ক্ষোভ জো।দার হয় বাংলা, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র-সব দেশের মানুষ এই খাবার খায়। এমনকি যেসব রাজ্য আপনাদের অনুগত্য করে, তারা ওদের মধ্যে এই খাদ্য খায়। তাহলে কেন কেঃদ্র নির্দিষ্ট করে দেবে? এই সন্দেহের জন্ম ঘটেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এক প্রকাশিত সার্কুলারের কারণে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জিলিপি-শিঙাড়ার মতো অত্যধিক চিনি, ক্যালোরি ও ট্রান্স-ফ্যাট রয়েছে এমন খাবার সম্পর্কে সতর্কতা আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সরাসরি নিষেধাজ্ঞার কোনো কথা বলা হয়নি শহর নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাই বলেছে। মমতার রূপক-ধারণা এ।য়ে চলে না। তিনি বলেন, নাক গলানোর মাস্টার ওস্তাদ হয়ে গেছে। ছোট নেতারা বড় নেতাদের চাইতে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠেছে। এ মন্তব্যে তিনি বুঝিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সদিচ্ছা বা নীতি আসলে মানুষের খাবার জগতের ঘরে হস্তক্ষেপ। ১৫-২০ মিনিটের বক্তৃতায় তিনি আগেই ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করব না। এটি আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ হতে নয়। মমতার অভিযোগ, সংবিধান বলছে-নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাঁদের হাতে রেখে হস্তক্ষেপ করতে হবে না। নিহত হচ্ছেন কিনা এই স্থানে, একটি কেন্দ্রীয় নথিতে যদি নির্দেশ দেওয়া হয়, তা রাজ্যের বিরুদ্ধে এক ধরণের শাসনশৈলীর উপস্থাপন। আরও যুক্তে তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বললেই যারা যন্ত্রণা পায়, সেখানে খাবারের কথা নিয়ে হস্তক্ষেপ কেন? প্রথমেই ভাষার অধিকার নিয়ে তার বক্তব্য ছিল তীব্র-সব ভাষাকেই সম্মান করি, কিন্তু বাংলা ভাষা ও বাংলার অসম্মান সহ্য করা হবে না। তাঁর খাদ্যাভিজ্ঞতা এবং ভাষার অধিকার এই বক্তব্য রাখতে দাঁ।য়ে পরস্পরিকভাবে সংযুক্ত হয়েছে। যে নীতি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ করতে চায়, সেটার খোঁজ মমতা রেখেছেন কঠোর আক্রমণে। মুখ্যমন্ত্রী তার এই প্রতিবাদ মঞ্চ থেকেই আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলেছেন, খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপের অধিকার কারো নেই। তবে কেঃদ্র যদি সার্কুলার জারি করে, আমরা চ্যালেঞ্জ করব।. নীতিবাক্য হিসেবে তিনি বাস্তব পরিস্থিতিতেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, মনুষের বুনিয়াদি অধিকার না।ে তোলে না নোটি ফিকেট-বাংলা, ও।শি, মহারাষ্ট্র-আপনি বললেন, তারা ঠিক করে দেবে কী খাবে। তাহলে মানুষ কোথায় যাবে মুক্তভাবে? এই সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র সোজা উত্তর দেয়নি। কিন্তু ফ্যাক্টচেক হয়েছে বলে স্থানীয় এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ কোনওরকম দেওয়া হয়নি।. রাস্তায় সভা-প্রতিরোধ মূলক মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত ধর্মতলা এলাকায় বাংলার সাধারণ মানুষ এই ভাষণে স্বাগত জানিয়ে নিজস্ব সাড়া ঢেলে দিচ্ছে। খাদ্যের স্বাধীনতা থেকে ভাষার অধিকার-সব বিষয়েই রাজ্যের বড় ব্যক্তি পরিষ্কার বার্তা দিয়েছেন, এই দ্বার বন্ধ হবে না। বক্তব্য শেষের দিকে তিনি আরও বলেন, আমরা বাংলার মানুষের সরল ও ঘনিষ্ঠ অনুভুতি বুঝি। কেন্দ্র যদি এমন সার্কুলার দিয়ে থাকে, সেখানে রাজ্য হিসেবে বাধ্য না হয়ে প্রতিবাদ দেখানোই আমাদের সাংবিধানিক কর্তব্য। সরকারি সার্কুলারে যদি মাতৃত্ব বা শিশুর অধিকার সম্পর্কেও এই ধরনের নির্দেশ জারি করা হয়, তার ন্যায্যতা জনগণের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ হবে বলেও তিনি সতর্কতা প্রদান করেন। তার এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, কেঃদ্র ও রাজ্যপাল বাধ্যতান্তে ক্ষুদ্রখণ্ডের মানুষদের দৈনঃদিন জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে, যা অনেকে ' অধিকার লঙ্ঘন'-এর স্বরূপ বলেও ব্যাখ্যা করছেন। বাঙালির জীবনযাত্রার মূলে যে রাজনীতির আগ্রাসন হচ্ছে, মমতার ভাষায় তা আধারবাদী হস্তক্ষেপ-মানুষের খাবার নিজেই ঠিক করবে, সরকার নয়। এই বাণী রাস্তায় ও পর্যায়ে ধূলিসা হয়ে যাচ্ছে আজকের বাংলার বাতাবরণে।

# রাজ্যের আদিবাসী এলাকায় ৩০টি স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র গড়ে তুলছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে ও পিছিয়ে. পড়া জনজাতি অঞ্চলের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সুবিধা পৌঁছে দিতে এবার বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যারে নেতৃত্বাধীন সরকার এক বিশেষ উদ্যোগে রাজ্যের তিনটি জনজাতি অধ্যুষিত জেলায়-ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায়-মোট ৩০টি স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র গড়ে তুলতে চলেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে এবং এর জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে প্রায়. ১২.৭ কোটি টাকা। এই তিনটি জেলা বরাবরই রাজ্যের সবচেয়ে পশ্চাপদ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, যেখানে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বহু বছর ধরেই ছিল যথেষ্ট দুর্বল। সরকারের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল ওই সব এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পৌঁছে দেওয়া, যেখানে এখনও বহু মানুষকে ন্যূনতম চিকিসার জন্য কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। জানা গেছে, পশ্চিম মেদিনীপুরে গড়ে উঠবে সর্বাধিক ২০টি উপ-কেন্দ্র। ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ায় গড়ে উঠবে ৫টি করে কেন্দ্র। স্থান নির্বাচন হয়েছে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে। সম্ভাব্য কেন্দ্র স্থাপনের তালিকায় পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন, কেশিযাড়ি, খড়গপুর-২, কেশপুর, পিংলা, সবং, গোপীবল্লভপুর সহ একাধিক এলাকা রযেছে। অন্যদিকে পুরুলিয়ার বাগমুন্ডি ও ঝাড়গ্রামের বানীপুর ও নয়াগ্রাম এলাকাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই তালিকায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, ১২.৭ কোটি টাকার এই প্রকল্পের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১০.৮৭ কোটি টাকা সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বরাদ্দ অর্থ এসেছে বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া উপজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত তহবিল থেকে। নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব থাকবে জেলা শাসক ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উপর। অর্থ বণ্টন করা হবে জেলা স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ পরিষেবার মাধ্যমে। প্রতিটি স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র নির্মাণে গড়ে খরচ ধরা হয়েছে ৩২ থেকে ৪৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর চার মাসের মধ্যে তা শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছ। সরকারের তরফে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এই প্রকল্পে কোনও ব্যয়বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রতিটি কাজের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে কাজের স্বচ্ছতা ও মান বজায় রাখতে নিয়মিত পরিদর্শন চালাবে রাজ্য স্তরের একটি দল। রাজ্যের এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান তৈরি করতেও নেওয়া হয়েছে আলাদা পরিকল্পনা। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সুপারিশ করেছে এমজিএন আরইজিএ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের জব কার্ডধারীদের অগ্রাধিকার দিতে। এতে যেমন স্থানীয় মানুষের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি হবে, তেমনই প্রকল্পে তাঁদের অংশগ্রহণও বাড়বে।

এই পদক্ষেপ রাজ্যের উন্নয়নমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসেবেও চিহ্নিত হচ্ছে। বহু দশক ধরে পিছিয়ে থাকা এই অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এমন একটি সুসংবাদ ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনবে বলেই প্রশাসনের ধারণা। দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাব যে সমাজের উপর কতটা গভীর প্রভাব ফেলতে পারে, তা বারবার উঠে এসেছে সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্টে। সেই অভাব পূরণে এই প্রকল্প এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই উপ-কেন্দ্রগুলিতে ভবিষ্যতে ধাপে ধাপে নিয়োগ হবে চিকিসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স ও সহায়ক কর্মীদের। প্রতিটি উপ-কেন্দ্রেই থাকবে প্রাথমিক চিকিসা, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবা, টিকাকরণ, অপুষ্টি নির্ণয় ও রেফারেল ব্যবস্থাপনা। সরকার আশা করছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের দুর্গম ও অনুন্নত এলাকাগুলিতে জনস্বাস্থ্যের মান অনেকটাই উন্নত হবে। বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা বহুদিন ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবার মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন, তাঁদের কাছে এই প্রকল্প হবে ' রাজ্যের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও। তাঁদের মতে, শুধু শহর নয়, গ্রাম বা আদিবাসী অঞ্চলকেও উন্নয়নের মানচিত্রে আনতে হবে। স্বাস্থ্যই যে সম্পদ, এই বার্তা পৌঁছে দিতে এই প্রকল্প এক বড় পদক্ষেপ। সবমিলিয়ে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই অভূতপূর্ব উদ্যোগ রাজ্যের সামাজিক ন্যায.ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এবার শুধু সময়মতো কাজ সম্পূর্ণ হওয়া এবং গুণমান বজায় রাখাই সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে শুরুটা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২২৬, বৃহস্পতিবার, ৩২ আষাঢ় ১৪৩২

## স্বাধীনতা প্রেমিক আচার্য প্রফুল্ল রায়

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় একজন প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, শিক্ষক, দার্শনিক, কবি, বিজ্ঞান লেখক, 'বেঙ্গল কেমিক্যালস'র প্রতিষ্ঠাতা, 'মার্কারি নাইট্রেট'র আবিষ্কারক, দেশি শিল্পায়ন উদ্যোক্তা ও অধ্যাপক। আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পি সি রায় নামেও সমাধিক পরিচিত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলি-কটিপাড়া গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভুবনমোহিনী দেবী ও হরিশচন্দ্র রায়ের পুত্র। হরিশচন্দ্র রায় স্থানীয় জমিদার ছিলেন। বনেদি পরিবারের সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই সব বিষয়ে অত্যন্ত তুখোড় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে অনেক ডিগ্রি অর্জন করে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় ২৪ বছর তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। অধ্যাপনাকালে তার প্রিয় বিষয় রসায়ন নিয়ে তিনি নিত্য নতুন অনেক গবেষণাও চালিয়ে যান। তাঁর উদ্যোগে তাঁর নিজস্ব গবেষণাগার থেকেই 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' কারখানা সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তা কলকাতার মানিকতলায় ৪৫ একর জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন এর নতুন নাম রাখা হয় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড'। নিজের বাসভবনে দেশীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি তার গবেষণাকর্ম আরম্ভ করেন। তাঁর এই গবেষণাস্থল থেকেই পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সৃষ্টি হয় যা ভারতবর্ষের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পায়নে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন যা বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করে। এটি তাঁর অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে মোট ১২টি যৌগিক লবণ এবং ৫টি থায়োএস্টার আবিষ্কার করেন। আচার্য দেবের দেশপ্রেম তাকে ইউরোপে থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। দেশে এসেও তিনি তার সেই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ক্লাসে বাংলায় লেকচার দিতেন। বাংলা ভাষা তাঁর অস্তিত্বের সাথে মিশে ছিল। তার বাচনভঙ্গী ছিল অসাধারণ যার দ্বারা তিনি ছাত্রদের মন জয় করে নিতেন খুব সহজেই। তিনি সকল ক্ষেত্রেই ছিলেন উদারপন্থী এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী একজন মানুষ। কিংবদন্তি এই বিজ্ঞানী ও মনীষী ব্যক্তিত্বের প্রতি জানাই অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপনে সহযোগিতা করতেন। তাঁর গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছিল বোমা। সেই বোম সাহেবদের দিকে তাক করে বিপ্লবী ছোঁড়ে। তবে সেটা ছিল একেবারে অজানা। তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে খুবই সমর্থন করতেন। বহুবার ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। কীভাবে সশস্ত্র সংগ্রামা করে ভারতকে স্বাধীন করা যেতে পারে এই নিয়ে বহু গোপন আলোনা হয়েছিল। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণাগারে গবেষণা ব্যস্ত থাকতেন সেই সময়ে খুবই গোপনে বিপ্লবী এসে তাঁর কাছ থেকে বোমা তৈরির মসলা নিয়ে বোমা তৈরি করতো।

## শিল্পী গণেশ পাইন

পয়সা উপার্জনের জন্যে কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের ফরমায়েশির কাজ করতেন গণেশ পাইন। কলকাতার শরীরে তাজা রক্ত লেগে, এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মৃতদেহ, ছেলেমেয়ের দাঙ্গায় দাউ দাউ আগুন জ্বলছে সর্বত্র। পরিবারের সাথে উত্তর কলকাতার পুরানো বাড়ি ছেড়ে পালানোর সময় চোখে পড়ে ডাই হয়ে জমে থাকা মৃতদেহের স্তূপ, উপরে এক নগ্ন মহিলার মৃতদেহ, স্তনে ক্ষত- এই মর্মান্তিক দৃশ্য বালক মনে যে ছাপ ফেলেছিল, তা জীবনভর তাঁর সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। মৃত্যু তাঁর ক্যানভাসে নানা রকম ভাবে ফুটে উঠেছে। খুলি, কঙ্কাল ও ভূতের বিখ্যাত সব ছবি এঁকেছেন। তিনি গণেশ পাইন। ১৯৩৭ সালের ১১ জুন তার জন্ম, কঠিন শৈশব, অর্থাভাব। ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গার সময়ে তার বয়স ছিল ৯ বছর। তার পিতা কিছুদিন আগেই মারা গেছিলেন। ছোট থেকেই ছবি আঁকাই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। সিটি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলেন গণেশ পাইন। পরিবারের অবস্থা তখন তথৈবচ। তিনি ভাবলেন সংসারের হাল ধরবেন আর পড়বেন না। কিন্তু কাকারা দেখেছিলেন তার সৃষ্টি। তাদের সাহায্যেই ১৯৫৫ সালে তিনি ভর্তি হলেন আর্ট কলেজে। ভর্তির সময়ই তিনি নিজের জাত চিনিয়েছিলেন। তাঁর আঁকা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে সরাসরি দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি নেয় অথরিটি। সে সময় শিল্পীরা তেমন একটা উপার্জন করতেন না। শুরুতে শিশুদের বইয়ের ছবি আঁকতেন, আঁকতেন যাত্রার পোস্টার। আর্ট কলেজ থেকে পাস করার পরে পয়সা উপার্জনের জন্যে তিনি কলেজ স্ট্রিটের গলিতে গলিতে ঘুরে বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের ফরমায়েশি কাজ করতেন। মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের কাজও করতেন। এই জীবন সংগ্রামই ফুটে উঠেছে তার ছবিতে। ১৯৬০-এর দশকে তিনি কলকাতার মানদার মল্লিক স্টুডিওতে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রগুলির জন্য একজন স্কেচিং শিল্পী হিসেবে কাজ করতেন। এই সময়,তাঁর কোনও হাতে যথেষ্ট টাকা না থাকায়, তিনি কলম এবং কালি দিয়ে ছোট চিত্র অঙ্কন করতেন। ১৯৬৩ সালে সোসাইটি ফর কনটেম্পোরারী আর্টিসদ এ যোগদান করেন,যেখানে স্থানীয় শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য,শ্যামল দত্ত রায়,ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত এবং গণেশ হালোইরাও ছিলেন। শুরুতে তাঁর ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব দেখা যায়। প্রাশ্চাত্যের শিল্পীদের মধ্যে Rembrandt তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তাঁর ছবির আলো- আঁধারের ধাঁধা তাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

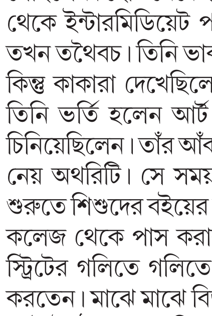

মাকে প্রমাণ করতে হবে দেবী রূপে। তাঁকে দেবীর ওপরে মনের মধ্যে স্থান দিতে হবে। মানুষের মনটা হচ্ছে আসল মন্দির। সেখানে মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জীবনে কোনওদিন বড় হওয়া যায় না। বড় হতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। সেটা কিন্তু সবার দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। যাদের সেই ক্ষমতা থাকে তারাই তো জীবনে সফলতা লাভ করে। তারা অতি সহজেই বড় মনের পরিচয় দিয়ে থাকে। মহান কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে। জাগতিক শক্তি সেই মাতৃশক্তি থেকে উৎসারিত।

## ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

হবে। তোদেরকে তাই করতে হবে। কাজ ছাড়া এই পৃথিবীতে থাকার কারোর কোনও অধিকার নেই। ঈশ্বর বলে আমরা যাকে মানি বা পুজো করি তিনি সব ঠিক করে দেন। কাকে দিয়ে কাজ হবে সেটা সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করে থাকেন। সবাই তো পুজো করে। কিন্তু পুজো করলে সবাই ভালো থাকতে পারে না। কারণ মনের মধ্যে যে নোংরা রয়েছে তাকে দূর করে তবেই পুজোর আসনে বসতে হয়। সেটা যারা করে না তারা হাজার পুজো করলেও তাদের মন কিন্তু নোংরা থেকে যায়। মনকে পরিষ্কার করে তবেই পুজোয় অংশ গ্রহণ করা উচিত। না হলে দেব দেবীর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তবে মনকে শুদ্ধাচার করে নিয়ে দেবস্তুতিতে অংশ নাও। ঠাকুর বলতেন, আসলে গোটা পৃথিবীটা হচ্ছে একটি কল কারখানা। এখানে সবাই শ্রমিক। সবাই কাজ করতে এসেছে। কাজ ফুরিয়ে গেলে তাকে চলে যেতে হবে এর বিশ্ব কলকারখানা ত্যাগ করে। এটাই হচ্ছে জাগতিক নিয়ম। ঠাকুর বলতেন, তোরা এসেছিস মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আমি তাই আমাকে আমার কাজ করে যেতে

# ইংরেজ বণিকেরা কলকাতায় আসার আগে শেঠরা ব্যবসা শুরু করেছিল

**বিশেষ প্রতিবেদক**

বাণিজ্যনগরী কলকাতার স্রষ্টা কি বাঙালি তন্তুবণিক শেঠ-বসাক পরিবার? হ্যাঁ, ইতিহাসের যুক্তি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে বটে। মুকুন্দরাম শেঠ সপ্তগ্রাম থেকে চলে আসেন কালীক্ষেত্রে (এই নামেই তখন পরিচিত ছিল), এবং এখানে এসে বন কেটে বসত করেছিলেন,

সময়টা ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দ (হরিপদ ভৌমিক)। ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন ওঁরা, এই শেঠ পরিবারের কুলদেবতা গোবিন্দজীউয়ের নামেই এই স্থানের নাম হয় গোবিন্দপুর (আর একটি মত হল হাটখোলার দত্তবংশের আদিপুরুষ গোবিন্দশরণ দত্তর নামে এই গ্রামের নাম গোবিন্দপুর হয়। এই মত অগ্রাহ্য করে অতুল সুর বলেছেন, গোবিন্দশরণ এ অঞ্চলে অনেক পরে এসেছেন, তার আগে শেঠ বসাকদের আটপুরুষের বাস ঘটে গেছে এই অঞ্চলে)।

মুকুন্দরাম শেঠ ছিলেন তন্তুবণিক, ইনি মৌদগল্য গোত্রীয়। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন আরেক তন্তুবণিক, অগ্নিঋষি গোত্রীয়, কালীদাস বসাক। এছাড়া বাসুদেব বসাক ও করুণাময় বসাকও এসেছিলেন এই সময়। শ্রেষ্ঠী অর্থে বণিক, সেখান থেকে শেঠ। বসাক এসেছে বসুক থেকে। পূর্ণেন্দু পত্রীর মতে কলত্রীশ গোত্রীয় যাদবেন্দ্র বসাক ছিলেন এখানে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে অগ্রদূত, এবং তাঁর সঙ্গে আসেন মুকুন্দরাম শেঠ। তবে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই মুকুন্দরাম শেঠকেই অগ্রপথিকের মর্যাদা দেন।

মুকুন্দরামের পুত্র লালমোহন শেঠ বর্তমান লালদীঘি খনন করান, এবং খনন করে যে মাটি পাওয়া গিয়েছিল, সেই ইঁটে তিনি লালদীঘির পশ্চিমে নিজের ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। এই ভদ্রাসন সংলগ্ন ১১০ বিঘার একটি সুন্দর উদ্যান ছিল, ইংরেজরা কলকাতায় আসার পরে এই অঞ্চলে সান্ধ্যভ্রমণ করত। তরুণ তরুণীরা এই উদ্যানে প্রেমও করতেন, অতুল সুর বলছেন, অতএব এটা সেযুগের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা নন্দন চত্ত্বর ছিল। লালমোহন এই অঞ্চলে একটা বাজারও স্থাপন করেন, সেটা লালবাজার নামে আজ খ্যাত (অতুল সুর)। শেঠরা ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, আগেই বলেছি। লালদীঘির দুই দিকে দুটো দোলমঞ্চ স্থাপন করতেন তাঁরা, দক্ষিণের দোলমঞ্চে গোবিন্দজীউ, আর উত্তরের দোলমঞ্চে রাধারাণী। আবির বিক্রির জন্য যে বাজার বসত, সেটার নাম ছিল রাধা বাজার। এগুলো ইংরেজ আসার আগে থেকেই হত।

যারা এই অঞ্চলে সাবর্ণদের অধীনস্থ মজুমদার (হিসেবরক্ষক) ছিলেন, সেই মজুমদার পরিবারের শ্যামরায়কে নিয়ে দোলযাত্রা উৎসবের সময় একটা ঝামেলা ঘটে। অ্যান্টনি নামে একজন পর্টুগিজ নায়েব ছিল মজুমদারদের। কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী দোলযাত্রার মহোৎসব দেখবে বলে মজুমদারদের বাড়িতে ঢুকতে গেলে অ্যান্টনি বাধা দেয়, তখন চার্নক এসে অ্যান্টনিকে প্রহার করেছিলেন। সময়টা কলকাতার তথাকথিত স্থাপনার আগে, ১৬৮৮ সালে (এই সময় চার্নক কিছুদিন এসে থেকে গেছিলেন, এর আগে চার্নক নিয়ে লেখার সময় বলেছিলাম)। প্রসঙ্গত এই অ্যান্টনির উত্তরপুরুষ হলেন কবিয়াল অ্যান্টনি।

শেঠ বসাকদের প্রসঙ্গে ফিরি। আজকে যে সুগন্ধী গোবিন্দভোগ চাল বাঙালির এত প্রিয়, সেটা এই শেঠদের গোবিন্দজীউকে ভোগ দেওয়ার জন্য ওদের আবাদে বিশেষভাবে তৈরি হত, সেখান থেকেই এই নাম এসেছে (অতুল সুর)। প্রথম প্রথম বরানগরের তাঁতিদের বাপ্তা নামে একরকম মোটা মসলিন কিনে সেটা পর্টুগিজ বণিকদের বিক্রি করতেন শেঠ বসাকরা। মুকুন্দরামের আগমনের অনেক বছর পর তাঁর উত্তরপুরুষ সাগরময় শেঠ গোবিন্দপুরে একটি তন্তুবয়ন কারখানা স্থাপন করেন, তাতে প্রচুর তাঁতি কাজ করত, অতুল সুর বলছেন। হরিপদ ভৌমিকের মতে, ১৬৩২ সালে শেঠ বসাকদের গোবিন্দপুরের তন্তুবয়ন কারখানায় আড়াই হাজার তাঁতি কর্মরত ছিল। জব চার্নক এর প্রায় ছয় দশক পরে কলকাতায় আসবেন।

সুতোর নুটি উৎপাদিত হত বলেই সুতানুটি। গোবিন্দপুরের এক ক্রোশ উত্তরে হাটখোলায় এই সুতোর নুটি কেনাবেচা হত। মধ্যযুগে বাংলা ছিল পৃথিবীর তাঁতঘর এবং এই সময় আজকের গার্ডেনরিচে পর্টুগিজ বাণিজ্য জাহাজগুলো নোঙর ফেলত। শেঠ বসাকদের বস্ত্রবয়ন শিল্প সেযুগে বাঙালির বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ছিল। ইংরেজরা যখন গোবিন্দপুর অঞ্চলে গড় বানাতে শুরু করল, সেই সময় গোবিন্দপুর অঞ্চলটা খালি করানো হয়। এটাই আজকের কলকাতা ময়দান। এই সময়ে শেঠ বসাকরা ইংরেজদের সুদে ধার দেওয়ার ব্যবসা শুরু করেন। ১৭০৪ সালে তারা মাত্র শতকরা এক টাকা সুদে ইংরেজদের ধার দিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে।

বাঙালির গোবিন্দপুর সুতানুটির সমৃদ্ধি একটা ছোট হিসেব থেকে বোঝা যাবে। ১৬৯৯-১৭০০ সালে ইংরেজ কোম্পানি মোট ১৯০২৭৫ পাউন্ড মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করে তাদের সুতানুটির কুঠি থেকে (যদিও এর মধ্যে গৌড়বঙ্গের অন্যত্র থেকে তাদের বাণিজ্যও ধরা আছে, তবে অনুমান করা যায় যে সুতানুটি-গোবিন্দপুরই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল)।

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায় মধ্যযুগের তন্তুবায়দের মধ্যে প্রচলিত একটি গ্রাম্য ছড়া পাচ্ছি-চরকা মোর ভাতার পুত, চরকা মোর নাতি/ চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী।

এই তন্তুবাণিজ্য ছিল বাঙালির প্রধান আন্তর্জাতিক শিল্প, মধ্যযুগে। মূলত পর্টুগিজ ও আর্মেনিয়ানরা বাকি পৃথিবীর সঙ্গে বাঙালির পণ্যের সংযোগ রক্ষা করত। ইংরেজ অনেক পরে এই সমৃদ্ধির টানে সুতানুটিতে পা রাখবে। অ্যান্টনির ঘটনাতেও স্পষ্ট যে পর্টুগিজদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা তিক্ত সংঘর্ষ ঘটেছিল প্রথম দিকে।

আমি এই লেখা শেষ করার আগে একটা অপ্রিয় সত্য কথা বলতে চাই। আদি কলকাতায় বাঙালির উচ্চবর্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রায় নেই, থাকলেও সংখ্যায় খুবই কম। এরা যথেষ্ট সংখ্যায় এসেছিলেন বেশ খানিকটা পরে, মূলত ইংরেজের মুৎসুদ্দি হয়ে বা চাকরি করতে। আদি কলকাতা যাঁদের তৈরি, সেই সবকটি বাঙালি বর্গই কলকাতার ইতিহাস রচনার সময় খানিকটা প্রান্তিক হয়ে গেছেন, কারণ ইংরেজ আমলেই মূলত বাঙালির ত্রিজাতি (মুসলমান আমলেও এই ত্রিজাতিই বিশ্বমানব এবং মুসলমানের চাকুরে ছিল)-র কলকাতায় আগমন।

ফলে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে। কলকাতার একটা বিশ্বমানবিক ইতিহাস লেখা হয়েছে, সেখানে জব চার্নক কলকাতার স্রষ্টা। নিঃসন্দেহে কলকাতার বৃদ্ধি ঘটেছে ইংরেজের রাজধানী হওয়ায়। কিন্তু আমরা শুরুর কথা বলছি। ইংরেজ যে সুতানুটি গোবিন্দপুর কলকাতার সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিল, সে সমৃদ্ধ বাণিজ্যপীঠ মূলত বাঙালি বণিকদের তৈরি, যদিও আরও অনেকে ছিলেন।

না, সাবর্ণরা স্রষ্টা নন। কারণ ওঁরা যশোরসম্রাট প্রতাপাদিত্যের সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ মানসিংহের কাছ থেকে পেয়েছিলেন (তিন মজুমদারে বাংলা ভাগ- নদীয়া রাজবংশের ভবানন্দ, সাবর্ণ রাজবংশের লক্ষ্মীকান্ত আর গঙ্গার পশ্চিমে প্রতাপের সাম্রাজ্যভাগ পেয়েছিলেন সপ্তগ্রামের রাজবংশ জয়ানন্দ), সেটা কোনওমতেই ১৫৯৮ সালের আগে নয়। বাদশাহী সনদ আরও কয়েক বছর পরের হবে, স্মৃতি থেকে বলছি। অতএব সাবর্ণবংশ এখানকার অধিকার পাওয়ার আগে, এমনকি যশোরসম্রাট প্রতাপের রাজত্বের উত্থানেরও আগে থেকে বাণিজ্যপীঠ কলকাতা আছে সগৌরবে।

মুকুন্দরাম শেঠ যখন সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে এই কালীক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, এবং শাক্তমাতৃকার নামাঙ্কিত এই পুণ্যভূমিতে বৈষ্ণবদেবতা গোবিন্দজীউয়ের নামে এই গোবিন্দপুরের স্থাপনা হয়, সেদিন বাঙালির একটি অপূর্ব সংশ্লেষের ধারায়, বাণিজ্যনগরী সপ্তগ্রামের উত্তরসূরী হিসেবে এই নগর কলকাতার শুরু, এই দাবি করে আমি লেখাটি শেষ করলাম। কেউ যদি এই দাবি খণ্ডন না করতে পারেন, যদি এই বাণিজ্যনগরের উত্থানের উৎসবিন্দু হওয়ার অন্য কোনও দাবিদার না থেকে থাকে, তবে অনুগ্রহ করে এটি মান্য করুন। জব চার্নক নগর কলকাতার স্রষ্টা নন, কলকাতা হাইকোর্টের রায় আছে, এবং আমরাও নিশ্চিত জব চার্নক স্রষ্টা নন। সেক্ষেত্রে কলকাতার যদি কোনও স্রষ্টা থাকে, তবে ইতিহাসের প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। **লেখকঃ তমাল দাশগুপ্ত**

# সলিল চৌধুরী উপস্থিতিতে রেকর্ডিং করেননি শিল্পী কণিকা

**বিশেষ প্রতিবেদক**

সলিল চৌধুরীর গান গাইলে থাকা যাবে না শান্তিনিকেতনে, রেকর্ডিং করেও পিছিয়ে এলেন কণিকা। ১৯৫২ কি '৫৩ সালের কথা। কলকাতার এইচএমভি স্টুডিওর রিহার্সাল রুমে কাজ করছেন সলিল চৌধুরী। তাঁর গান ততদিনে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর সুরের আরও গভীরে গিয়ে পরিচয় সেরে নিচ্ছে বাঙালি। বলিউডও বাদ যায়নি। যাই হোক, কাজের ফাঁকেই খুলে গেল স্টুডিওর দরজা। ঘরে ঢুকলেন 'মোহর', অর্থাৎ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এইচএমভি স্টুডিওর ভেতরেই দুই কিংবদন্তি শিল্পীর প্রথম সাক্ষাৎ।

সলিলের গান পৌঁছে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনেও। আজীবন রবীন্দ্রপ্রেমী কণিকাও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সেই সুরে। ঠিক করেছিলেন, এই সুরকারের সঙ্গে কাজ করতেই হবে তাঁকে। সেই সূত্রেই এইচএমভি'র আলাপপর্ব। তিনিও সলিল চৌধুরীর গান গাইতে চান; কথার ফাঁকে সেইদিন বলেই ফেললেন কণিকা। সলিলও জানতেন তাঁর গলার জাদু। কণিকার কথা ভোলেননি তিনি; দিন কয়েকের মধ্যেই বেঁধে ফেললেন দু'দুটি গান। কণিকা যারপরনাই খুশি! রেকর্ডিংও দ্রুত হয়ে গেল।

এর পরই এল আসল বিপদ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এক যুগ অতিক্রান্ত হতে চলল। শান্তিনিকেতন গুরুদেবের গান নিয়ে যথেষ্ট সাবধানী। একইসঙ্গে সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সলিল চৌধুরীর সুরে গান রেকর্ড করেছেন; এমন খবর ছোটখাটো বিস্ফোরণ তৈরি করল শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছেড়ে শেষ পর্যন্ত আধুনিক সুরকারদের পথ বাছলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় মোহর? কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, যে কোনো একটা পথ বাছতে হবে। হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, নয়তো আধুনিক গান। ওই গানদুটি বাজারে এলে কণিকাকে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হবে, এমন কথাও বলা হল।

চিরকালের শান্ত কণিকা এই সংঘাতে যেতে চাইলেন না। রবীন্দ্রনাথকে তো চিরকাল নিজের সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন তিনি! তাহলে কেন এরকম বলা হচ্ছে তাঁকে? সলিল চৌধুরীর সঙ্গে গান করার ইচ্ছা তাঁর, সেই সুর শান্তিনিকেতন বুঝল না? কণিকা নিজে অশান্তি চান না। যা চাইছেন, তাই হোক তবে! সলিল চৌধুরীকে চিঠি লিখে সমস্তটা জানালেন। শেষে বললেন, কর্তৃপক্ষ বলেছেন, তোমার গান গাইলে আমাকে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হবে। কাজেই আমাকে ক্ষমা করো ভাই। সলিল নিজেও আশাহত। শেষ পর্যন্ত উৎপলা সেনকে দিয়ে সেই দুটি গান গাওয়ালেন তিনি; 'প্রান্তরের গান আমার' এবং 'আমার কিছু মনের আশা'। পুজোয় শহরের বুকে বেজে উঠল সেই গান। কণিকার গাওয়া রেকর্ড দুটির কোনো হদিশই পাওয়া গেল না আর।

শুধু কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নন, আরও বেশ কয়েকজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর জীবন ও গানের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন সলিল চৌধুরী। মনে পড়ে সুচিত্রা মিত্রের কথাও। কণিকা-সুচিত্রা যেন রাবীন্দ্রিক চিত্রাঙ্গদার দুটি রূপ। দুজনের কণ্ঠ কতই না ইতিহাস তৈরি করে গিয়েছিল! মোহরের মতো শান্ত ছিলেন না সুচিত্রা; বরং 'আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত'-এর মন্ত্রই বারবার আউড়ে গেছেন সুচিত্রা। শান্তিনিকেতনের পরিবেশেই নিজেকে আটকে রাখেননি, চলে গিয়েছিলেন আইপিটিএ-র মতো জায়গায়। সেখানেই আলাপ সলিল চৌধুরীর সঙ্গে।

তখনও কণিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি সলিলের। ১৯৫০ সালে সলিলের কথায় আর সুরে গান গাইলেন সুচিত্রা; 'সেই মেয়ে'। গাঁয়ের লোক যেমনই বলুক, আমরা তো দেখেছি 'তার কালো হরিণ চোখ'। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি, সলিলের হাত ধরে এসে পৌঁছেছিল দেশভাগের বাংলায়। সেই কষ্টের ছবি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই উঠে আসা 'সেই মেয়ে'। সুচিত্রা মিত্রের গলায় সেই গানও অসাধারণ হয়ে ওঠে। এবারও প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন রবীন্দ্র-অনুরাগীরা। গর্জে ওঠে শান্তিনিকেতন। কেন? এটা নাকি কৃষ্ণকলির 'প্যারোডি'; রবীন্দ্রনাথকে অপমান করা হয়েছে। একজন 'কমিউনিস্টের' সঙ্গে মিলে এই কাজ কী করে করতে পারলেন সুচিত্রা? তাঁর সামনেই ভাঙা হল গানের ডিস্ক। হায় হায় রব উঠল! কিন্তু সুচিত্রা নিজের জায়গায় অনড়। এটা কখনই প্যারোডি নয়; আর সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন করাও উচিত নয় - সটান বলেছিলেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে একজনের কথা না বললেই নয়। বলা ভালো, বাংলা গানের মূল ধারায় সলিল চৌধুরীর প্রবেশ তাঁর সঙ্গেই। তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সলিল-হেমন্ত জুটি প্রায় কিংবদন্তি হয়ে গেছে আজ। 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ' থেকে শুরু হয়েছিল দৌড়। 'রানার'-কে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। একের পর এক কালজয়ী গান, নতুন ধারার সুর। গণনাট্য এসব গান ভালো ভাবে নেয়নি। তাতে থোড়াই কেয়ার! হেমন্ত না থাকলে যে 'সলিল চৌধুরী'ও তৈরি হত না, এমন কথা নিজের কণ্ঠেই বারবার বলেছেন তিনি। দুজনে মিলে কোথায় না ম্যাজিক তৈরি করেননি! কখনও গণসঙ্গীত আবার সিনেমায়;

# 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক 'বঙ্গশ্রী'র দায়িত্ব নিয়েই কথাশিল্পী তারাশঙ্করকেও প্রশ্ন করেন

**বিশেষ প্রতিবেদক**

'শনিবারের চিঠি' ও 'প্রবাসী'-র পর সজনীকান্ত দাস যোগ দিয়েছিলেন 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়। নলিনাক্ষ সান্যাল ছিলেন সজনীর বন্ধু। একদিন তিনি এসে সজনীকে বললেন, জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এস। আমার সঙ্গে যেতে হবে। কেন? কোথায় যেতে হবে, এইসব প্রশ্ন করার

সুযোগ নেই। নলিনাক্ষর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে রাস্তায় এসে গাড়িতে চেপে বসলেন সজনী। একটু পর পৌঁছে গেলেন ২৮ নম্বর পোলক স্ট্রিটে। সোফায় বসে আছেন বঙ্গশ্রী কটনমিল ও মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিঙের কর্ণধার সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। তিনি উপাসনা প্রেসের স্বত্ব কিনে নিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে চান। বললেন, আপনার সম্পর্কে আমি জানি। আপনি কি চাকরি করবেন? মাস দেড়েক সজনীকান্তর হাতে কোনো কাজ নেই। সুতরাং সচ্চিদানন্দর প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। আধ ঘণ্টা পর সচ্চিদানন্দর সচিব এক খানা চিঠি এগিয়ে দিলেন, পরদিন থেকেই সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক ও মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর অফিসের ঠিকানা ৫৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিট। বেতন তিন শত টাকা, দুই শত মাসে মাসে দেওয়া হবে। একশত করে জমা থাকবে। নিয়োগপত্র পেয়ে উত্তেজিত সজনী সোজা চলে গিয়েছিলেন ব্লাকবার্ন লেনের চিনা হোটেল ন্যানকিং-এ। খাওয়া শেষ করে সন্ধ্যাবেলা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে বসলেন আউটরাম ঘাটে। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের নবমী। ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দীর্ঘ সময় বসে থেকে ঘরে ফিরে কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মনটা এখন বেশ শান্ত।

ধর্মতলা স্ট্রিটে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার অফিসে তিনটে মহল। প্রথম মহলে থাকতেন কিরণকুমার রায়। তিনি আপ্যায়িত করতেন নতুন আগন্তুকদের, পরের মহল ছিল সজনীকান্তের সম্পাদকীয় দপ্তর। সেখানেই বসত লেখকদের আড্ডা। এর পর ছিল সজনীর খাসমহল। সেখানে চারদিকে হাজার হাজার বই। এইসবের মধ্যেই সজনীকান্ত লেখাপড়ার কাজ করতেন, সম্পাদনার কাজ করতেন, ব্যক্তিগত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন।

পত্রিকার কর্ণধার সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য, সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। পত্রিকার নাম 'বঙ্গশ্রী'। সজনীকান্ত সাহিত্যে নৈতিকতা ধরে রাখার পক্ষে। যখন 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক ছিলেন, তিনিই ছিলেন কল্লোলের লেখকদের সমালোচক। জীবনানন্দ দাশের কবিতাও বিদ্রুপ থেকে রেহাই পেত না।

সচ্চিদানন্দ স্থিরদৃষ্টিতে সজনীকান্তর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, এখন কল্লোল-কালিকলম নেই, শনিবারের চিঠিও নেই। কিন্তু ওইসব পত্রিকার অনেক পাঠক ছিল, আমরা চেষ্টা করলে তাদের ধরতে পারি।

সজনী নিজেই ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক। কর্ণধার ছিলেন 'প্রবাসী'-র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়। তিনি পত্রিকার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। পত্রিকার যা সুনাম, পরিচিতি- সবই হয়েছিল সজনীকান্তর চেষ্টায়। সচ্চিদানন্দর কথার উত্তরে বলেছিলেন, অবশ্যই পারি।

সচ্চিদানন্দ ফের বলেছিলেন, আমারও সেটাই বিশ্বাস। আপনার পত্রিকা সম্পাদনার বিপুল অভিজ্ঞতা। আমরা যদি ঠিকমতো কাগজটি করতে পারি, অসফল হব না। সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী'-র সম্পাদক হয়েই যাদের সমালোচনা করেছিলেন এক সময়, তাদের সকলকেই ডাকলেন লেখা দেওয়ার জন্য। তরুণদের লেখা ছাড়া পত্রিকা চালানো সম্ভব নয়। তরুণ লেখকেরাও অতীতের কথা ভুলে একে একে আসতে শুরু করল বঙ্গশ্রীর দপ্তরে। সজনীকান্ত আড্ডা ভালোবাসেন। যে-কোনো সময়েই তাঁর পত্রিকায় লেখকদের অবারিত দ্বার। আসর বসে, বিকেলে জমজমাট হয় সেই আসর। এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, রাস্তায় রাস্তায় বাতি জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। দোকানগুলো খুলে গেছে বেশ খানিক আগে। ফুটপাতে অফিস ফেরতা মানুষের আনাগোনা বেড়েছে। দোকানেও বাড়ছে ভিড়।

পত্রিকা দপ্তরে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি নেই, এখানে দু-তিনজন মিলে বিভিন্ন জায়গায় ভাগ হয়ে বসে-দাঁড়িয়ে তাঁদের কাজ সারেন। পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এখন ঘরের মধ্যে বসে আছেন তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, পরিমল, অজিত, সুরেশ, অমরেশ। একমাত্র বুদ্ধদেব বসু ছাড়া প্রায় সকলেই এখানে আসেন। তারাশঙ্কর কৃশকায় মানুষ, কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে যুক্ত, হয়তো সেজন্য সব সময় মুখে গাম্ভীর্যের প্রলেপ লাগিয়ে রাখেন। তিনি ভাবেন, গাম্ভীর্য বজায় না রাখতে পারলে কেউ তাঁকে মান্য করবে না। কিন্তু সজনীকান্ত কড়া সম্পাদক। তিনি যতই উদার হন না কেন, সময় মতো লেখা না দিতে পারলে কাউকেই মিষ্টিমুখে কড়া কথা শোনাতে ছাড়েন না। বললেন, তারাশঙ্করবাবু, লেখা আনেননি কেন? তারাশঙ্কর বাত্ময় দৃষ্টিতে তাকান। তিনি এখনও লেখালিখির জগতে তেমন নাম করতে পারেননি। সবে গত বছর 'চৈতালি ঘূর্ণি' প্রকাশিত হয়েছে। এই অবস্থায় সজনীর কথার উপযুক্ত উত্তর দিলে সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। হাসিমুখে বললেন, সম্পাদক না হয়ে আপনার বেত হাতে স্কুলের হেডমাস্টার হলেই ভালো হত।

# পাঠকদের দরবার
# পরশ পাথর

**বিশেষ প্রতিবেদক**

পরশপাথর থেকে পারমাণবিক রূপান্তর বিজ্ঞানের আলোকে। মানুষের কল্পনার জগতের একটি অন্যতম রহস্যময় অধ্যায় হলো পরশপাথর। সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিশ্বাস করত, কোথাও এমন একটি পাথর আছে যা স্পর্শ করলেই লোহা, পারদ কিংবা তামার মতো সাধারণ ধাতু মুহূর্তের মধ্যে রূপান্তরিত হবে সোনায়। শুধু তাই নয়, এই পাথর নাকি মানুষকে দেবে অমরত্ব, রোগমুক্তি এবং সীমাহীন শক্তি। মধ্যযুগের ইউরোপীয় আলকেমিস্টরা বছরের পর বছর ধরে এই পরশপাথরের খোঁজে ল্যাবরেটরির অন্ধকারে ডুবে থেকেছেন। ভারতীয় তান্ত্রিক এবং সিদ্ধপুরুষদের গ্রন্থেও এমন এক পরশপাথরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা দিয়ে 'রূপান্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধি' লাভ করা সম্ভব।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধারণা কি কেবলই কল্পনা? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রাচীন স্বপ্নকে ব্যঙ্গ না করে বরং এক নতুন আলোয় ব্যাখ্যা করছে। কারণ, পদার্থবিজ্ঞানের পরমাণু স্তরে পৌঁছে মানুষ আবিষ্কার করেছে যে সত্যিই এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে রূপান্তর করা সম্ভব, যদিও তা কোনো পাথর ছোঁয়ার মাধ্যমে নয়। একে বলা হয় পারমাণবিক রূপান্তর (Nuclear Trans mu tation)। পারমাণবিক রূপান্তর হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে এক মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নতুন এক মৌল তৈরি করা হয়। এই কাজের জন্য প্রয়োজন Particle Ac-celerator– যা একধরনের মহাশক্তিশালী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। এটি চার্জযুক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলিকে প্রায় আলোর বেগে ত্বরান্বিত করে এবং তাদের অন্য নিউক্লিয়াসের উপর আঘাত করায়, ফলে নিউক্লিয়াসে ঘটে যায় অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পারদের একটি নির্দিষ্ট আইসোটোপ এর উপর নিউট্রন বোম্বার্ডমেন্ট করলে তৈরি হয়, যা বিটা ক্ষয় এর মাধ্যমে পরিণত হয় সোনায় (স্বর্ণ-১৯৭)। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা আজ প্রমাণ করতে পেরেছেন যে পারদ থেকে সোনা তৈরি সম্ভব। কিন্তু এখানেই আসে বাস্তবতার কঠিন সীমা। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল, জটিল এবং বিপজ্জনক। এক গ্রাম সোনা তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হতে পারে, যা সোনা কেনার চেয়ে হাজার গুণ বেশি। তাই একে এখনো কোনোভাবেই অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর বলা যায় না। তবু এই আবিষ্কারই প্রমাণ করে যে পরশপাথরের ধারণা পুরোপুরি ভিত্তিহীন ছিল না; তার নেপথ্যে ছিল মানুষের subconscious atomic intuition–যা সে সময় ভাষায় প্রকাশের মতো বৈজ্ঞানিক পরিভাষা মানুষের জানা ছিল না। অন্যদিকে, গ্রাফাইট থেকে হীরা তৈরির প্রক্রিয়া মানুষের সেই প্রাচীন রূপান্তরের স্বপ্নকেই আরেকভাবে বাস্তবায়িত করেছে। গ্রাফাইট এবং হীরা উভয়ই কার্বন দিয়ে গঠিত, শুধু তাদের পরমাণুগুলির বাঁধাই আলাদা। গ্রাফাইটের পরমাণু গুলি স্তরাকারে বাঁধা থাকে, যা একে নরম করে তোলে, আর হীরার পরমাণু গুলি tetrahedral latticeত্রে এ অত্যন্ত শক্তভাবে যুক্ত থাকে, যা তাকে বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন পদার্থের মর্যাদা দেয়। বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে গ্রাফাইটকে কয়েক লাখ গুণ চাপ এবং হাজার ডিগ্রি তাপে।

# কোচবিহারে এনআরসি বিরোধী তৃণমূলের বিক্ষোভ মিছিলে মানুষের ঢল

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৬ জুলাই ঃ কোচবিহারের উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে আসাম রাজ্য থেকে এনআরসি নোটিশ পাঠানোর পর তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদে শামিল হয়েছিল জোরকদমে। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হন। পরবর্তীতে দলনেত্রীর নির্দেশে এনআরসির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে রাস্তায় হাঁটেন। বুধবার কোচবিহারেও এনআরসি বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার বিকেলে কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকার লালদিঘিরপাড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল কোচবিহারের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। প্রচুর কর্মী সমর্থক শামিল হয়েছিলেন এই বিক্ষোভ মিছিলে। দীর্ঘদিন পর কোচবিহারের রাজপথে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে মানুষের ঢল দেখতে পাওয়া গেল। বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজি দে ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক বলেন - মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে তাই গোটা রাজ্যেও সাথে সাথে কোচবিহারে ও প্রচুর মানুষ পা মিলিয়েছে এই এনআরসি বিরোধী মিছিলে। তিনি আরো বলেন - কোচবিহারের রাজবংশী ছেলে উত্তম ব্রজবাসীকে আসাম সরকার এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে। আসামের গৃহবধূ কোচবিহারের মেয়ে আরতী ঘোষ তাকে দুবার এনআরসি তালিকা মুক্ত করার প্রচেষ্টা করেছে আসাম সরকার। আসলে বিজেপির যে বাঙালি বিদ্বেষ তা পরিষ্কার আমরা এর বিরুদ্ধে পথে নেমেছি। ইতিমধ্যে কলকাতার রাজপথে দলনেত্রী এবং আমাদের দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন আমরাও পিচপা নই। কোন অবস্থাতেই বিজেপির এই বিদ্বেষ আমরা বরদাস্ত করব না। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন। অভিজিতবাবু বলেন - নির্বাচন আগামী বছর তার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোন ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেস। মানুষ তাদের পাশে নেই তাই এনারসিকে হাতিয়ার করে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। বিহারে প্রচুর ভোঁটা ধরা পড়েছে বাংলাতেও গণনা রয়েছে এখানেও প্রচুর ভুয়া ভোটার বেরোবে তাই ভয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি বাঙালি বিদ্বেষী নয় আগামী নির্বাচনে বাঙালীরা এক হয়ে তৃণমূলকে বিসর্জন দেবে। স্বভাবতই নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই সরগরম কোচবিহারের রাজনীতি।

# হড়পা বানে আটকে গেল বাস, স্থানীয়দের তৎপরতায় রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি চলছে। হড়পা বানে আটকে গেল যাত্রীবাহী বাস। প্রবল জলস্রোতের মধ্যে আটকে আতঙ্কিত যাত্রীরা। তবে শেষঅবধি কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয়দের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত যাত্রীদের আটকে যাওয়া বাস থেকে উদ্ধার করা হয়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারে মাদারিহাটের এলাকায়। জানা গেছে, জামতলা থেকে টোটোপাড়াগামী যাত্রীবাহী বাস চলাচল করে। আজ, বুধবার সকালে একটি বাস যাত্রীদের নিয়ে মাদারিহাটের ওই এলাকা দিয়ে টোটোপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে খরস্রোতা বাংরি নদী। টানা বৃষ্টি ও ভুটান পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির কারণে ফুলেফেঁপে উঠেছে ওই নদী। স্থানীয় সূত্রে খবর, আচমকাই ওই নদীতে হড়পা বান দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ জলরাশি নদীতে চলে আসে। সেই জলেই ওই রাস্তা পুরো জলেই ভেসে যায়। যাত্রীরা আর্ত চিৎকার শুরু করেন। ওইসময় পর্যন্ত বাসের চালক তৎপর হয়ে কোনওরকমে বাসটিকে জলে ভেসে যাওয়া থেকে আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত জলের স্রোতে বাসের কিছু অংশ ততক্ষণে ডুবতে শুরু করেছে। ঘটনা দেখে ছুটে যান স্থানীয়রা। স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনে। ওই খরস্রোতা নদীর জলে নেমে স্থানীয়রা বাসের কাছে পৌঁছান। এরপর একে একে বাসযাত্রীদের ও চালককে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় সকলকেই অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। যদিও বাসটি নদীর জলেই আটকে থাকে বলে খবর। ওই ঘটনার পর থেকেই মাদারিহাট ও টোটোপাড়ার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হয়েছে।

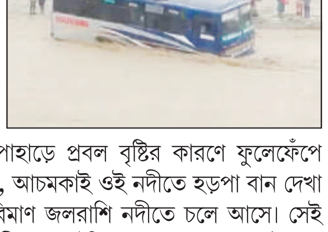

**পূর্ব রেলওয়ে**

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ (সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া অধিকারকের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। **ই-টেন্ডার নংঃ ৯৬_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধীনে কংক্রিট বাধারের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৳১,৫৭,৯৮৩.৩৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৩৬,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনযোগ্য নয়। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। কোনোরূপ ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং ডিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (ডিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-194/2025-26

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE**

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of temporary installation of LED Flood Lights and engagement of manpower on the service road of Delhi Road and main road of Tarakeswar Road from Searampore Toll Tax to Diara Health Centre More for Shrabani Mela 2025 in the district of Hooghly including Dirghangi more to new Toll Plaza, Laha Road to Diarah Hospital, Diarah Bus Stop to Purosottampur more, Lohapotti to Hotel Dhar, 10 no. Rail Gate to 12 no. Rail Gate and Bani Sangha More to Bhola Girza Tola..........Manpower)"

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-09 of 2025-26

Bid submission closing date: 18/07/2025 upto 04.30 P.M.

Corrigendum if any will be published in website only.

Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in

Sd/-

Executive Engineer, P.W.Dte.

Hooghly Electrical Division

# সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে মিলল স্ত্রীর রক্তাক্ত মৃতদেহ। ওই ঘরেই মিলল স্বামীর গলায় ফাঁস লাগানো মৃতদেহ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গদাধর কলোনি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সন্তোষ বর্মণ (৫৫)। স্ত্রীর নাম লীনা বর্মণ(৫০)। স্ত্রীকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী, বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, সন্তোষ বর্মণ গাছ কাটার কাজে যুক্ত ছিলেন। গত ছয়মাস আগে তিনি গাছ থেকে পড়ে জখম হন। তারপর থেকে তিনি আর কাজ করতে পারতেন না বলে খবর। ওই ঘটনার পর থেকেই তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন বলে জানা গেছে। এই অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রায়শই ঝামেলা, অশান্তি চলত বলে খবর। স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন বলেও অভিযোগ। অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমাতে গিয়েছিলেন। এদিন বুধবার সকালে ওই ঘরের দরজা বন্ধ পাওয়া যায়। বাবা-মা ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না দেখে ছেলেদের মনে সন্দেহ হয়। প্রথমে দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি চলে। প্রতিবেশীরাও জড়ো হয় সেখানে। ঘরের দরজা ভাঙলে দেখা যায় খাটের উপরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন নীলা দেবী। গলায় নলি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা। ওই ঘরের গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে সন্তোষ বর্মণও। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

# বোলপুর মহকুমা অফিসে গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে আইনজীবীদের সঙ্গে মহকুমা অফিস কর্মীদের বচসা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৬ জুলাই ঃ বোলপুর মহকুমা অফিসে আইনজীবীদের সঙ্গে মহকুমা অফিস কর্মীদের ধস্তাধস্তি ও বচসা। বুধবার আইনজীবীদের গাড়ি রাখা কে কেন্দ্র করে এই ঘটনার সূত্রপাত। সেটা এক সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে মহকুমা প্রশাসন আইনজীবীদের প্রশাসনিক দপ্তরের ঘর থেকে বের করে দিতে বাধ্য হন বলে সূত্রের খবর। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষই চাপানো উতোর শুরু করেছে। অভিযোগ, বোলপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীরা একত্রিত হয়ে বোলপুর মহকুমা শাসক এর দপ্তরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং মহকুমা শাসক অয়ন নাথের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। বোলপুর আদালতের কার্যকলাপ বন্ধ রয়েছে ইতিমধ্যে। যদিও এই ঘটনার নিয়ে আইনজীবীদের দাবি, মহকুমা শাসক অয়ন নাথ নিজে খারাপ ব্যবহার করেছেন বোলপুরের আইনজীবীদের সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকা চলার পর দুই পক্ষই তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবে এমনই জানিয়েছে। বর্তমানে বোলপুর মহকুমা আদালতের কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে, অন্যদিকে মহকুমা শাসকও তার দপ্তর ছেড়ে চলে গেছেন। বোলপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবী নুপুর দত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সাধারণের জন্য গাড়ি রাখার একটি স্ট্যান্ড আছে ঠিকই। কিন্তু সেই জায়গাটি ফাঁকা না থাকায় আমরা বাধ্য হয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে যেখানে তাদের কর্মীরা গাড়ি রাখেন সেখানেই রেখেছিলাম। তাকে কেন্দ্র করে আমাদের জুনিয়র আইনজীবী তোতন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন মহকুমা শাসকের দপ্তরের কর্মীরা। আমরা তাদের জানাই যে এখানে এক্সিকিউটিভ কোর্ট বসে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে কিছুক্ষণের জন্য আমরা এখানে আসি। তারপর চলে যায়। তবুও এই গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সৃষ্টি করেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। শুধু তাই নয়, মহকুমা শাসক আমাদের প্রশ্নের জবাব না দিতে পেরে পালিয়ে যান এবং আমাদের সাড়ে পাঁচটার পর দেখা করতে বলেন। আমরা বলি এভাবে সিকিউরিটি দিয়ে আইনজীবীদের গায়ে হাত তোলা যায় না। বোলপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবী তোতন মুখোপাধ্যায়ও একই কথা বলেন। তবে মহকুমা শাসক অয়ন নাথ এ ব্যাপারে কিছুই বলতে চাননি। তবে তিনি জানান, কারো সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়াতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে বলে কর্তব্যরত সিকিউরিটিরা আইনজীবীদের ভিড় না বাড়িয়ে চলে যেতে বলেন। পাশাপাশি, নানুরের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য এটিএম সাহেবের সঙ্গে মহকুমা শাসকের যাওয়ার কথা ছিল। তাই আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি ১৫ মিনিট সময় দেন। কিন্তু তারা সিনিয়র আইনজীবীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। যেহেতু বন্যা পরিস্থিতি দেখতে যাওয়া একটি জরুরী বিষয় সে কারণে তিনি আইনজীবীদের বলেন নানুর থেকে ফিরেই সাড়ে পাঁচটার সময় তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। সেই ধৈর্য্যটুকু তাদের ছিল না।

# অরণ্য সপ্তাহ পালন জেলা জুড়ে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ জুলাই ঃ ঐক্য, ইতিবাচক মানসিকতা এবং সামাজিক উন্নয়নে একযোগে কাজ করে, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম মিডিয়া ফোরাম ও পজেটিভ বার্তার সহযোগিতায় রামপুরহাটে গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তন এবং মুরারইয়ের ভীমপুরে দারুল হুদা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঙ্গল ক্যাম্পাসে মিসবাহ ছাত্র ইউনিয়ন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বর্ষণ মুখর দিনকে উপেক্ষা করে পজিটিভ বার্তার এক কোটি বৃক্ষরোপনের মহতী উদ্যোগে শামিল হতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপণ করলো। বট নিম সহ বিভিন্ন গাছ এদিন রোপন করা হয় এবং তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মিসবাহ তরফে সোহেল মন্ডল বলেন আমরা বিশ্ব পরিধে পরিবেশ দিবস ছাড়াও অরণ্য সপ্তাহ পালন করে থাকি। এই সপ্তাহ জুড়ে আমরা ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপনের কর্মসূচি নিয়েছি। আমাদের অধ্যাপক স্যার সিদ্দিকুল্লাহ হুদাবি একজন গাছ পাগল মানুষ। তিনি আমাদের অনেক প্রেরণা দেন। অন্যদিকে, গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় জানান, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ছাড়াও তারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃক্ষরোপণ করে থাকেন। এই ব্যাপারে তারা পজিটিভ বার্তা সাহায্য ও পরামর্শ পেয়ে ধন্য। সকল উদ্যোক্তারা ভারতের অন্যতম বৃহৎ বৃক্ষরোপণ অভিযানে সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। বোলপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং স্বাধীন ট্রাস্ট সহ অন্যান্য টেকনোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলো সারা ভারত জুড়ে পজিটিভ বার্তার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তারা বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণ করেন। এই ব্যাপারে মহিলা উদ্যোক্তারা বৃক্ষরোপনের শপথের স্লোগানকে সামনে রেখে এবং জাতীয় প্ল্যাটফর্ম পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে, সারা দেশে একযোগে লক্ষ লক্ষ গাছরোপণ করতে সক্ষম হয়, যা পরিবেশ পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক উন্নয়নের পথে ভারতের যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ৫ জুন থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল - এক বছরে এক কোটি গাছ। এরপর শুধু গাছ লাগানোর কর্মসূচী নয়, বরং সমাজের সকল স্তরের মানুষ, বিশেষত নারীদের একত্র করে এক অভিন্ন লক্ষ্যে - প্রকৃতিকে লালন এবং সমাজকে উন্নীত করার চেতনা নিয়ে কাজ শুরু হয়। পজিটিভ বার্তার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ডঃ মলয়.পীট বলেন, সত্যিকারের উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক বা শিল্প নয়। সেটাকে মানবিক, সামাজিক ও স্থায়ী হতে হবে। আর তা শুরু হয় যখন একটি সমাজ নিজের পরিবেশ এবং ভবিষ্যতের দাযিত্ব গ্রহণ করে। আমাদের সেই লক্ষ্যে এগোতে হবে। সারা ভারতজুড়ে ১৫ জুলাই একযোগে গাছ রোপণের এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত এক অভিন্ন মননের উদাহরণ - যা প্রচারের জন্য নয়, স্বতস্ফূর্ত আবেগের দ্বারা পরিচালিত। এটা আবারো প্রমাণ করলো, সাধারণ মানুষও মিলিত স্বপ্নে অসাধারণ প্রভাব ফেলতে পারে।

**HDFC BANK**

We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

**এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি**

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড ('ব্যাংক') ঋণগ্রহীতার ঋণ/ওভারড্রাফট-এর বিরুদ্ধে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে। [illegible]

| ক্রম নং. | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহীতার নাম | ১৫ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ | বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | XXXXXXXXXX৫০৩৮ | মহেন্দ্র দুবে | ৫,৭৬,২১১.১৩ | ১৬-০৭-২০২৫ |
| ২ | XXXXXXXXXX৭৭৮৪ | ফারিন আকতার | ৪৩,৯৯৮.৭৪ | ১৬-০৭-২০২৫ |

তারিখঃ ১৭.০৭.২০২৫

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

# রঙিয়া ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন এবং পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির ব্যাপক পরিদর্শন

মালিগাঁও, ১৬ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, ১৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে রঙিয়া ডিভিশনের পাঁচটি রেলওয়ে স্টেশন - বাইহাটা, চাংসারি, কেন্দুকোনা, আগিয়াঠুরি এবং রঙিয়ার ব্যাপক পরিদর্শন সম্পন্ন করেন। এই পরিদর্শন যাত্রী লক্ষ্য অপারেশনাল সুরক্ষা এবং ট্র্যাক ও সিগন্যালিং পরিকাঠামোর পাশাপাশি অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সেগুলির অগ্রগতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কৌশলগত অগ্রাধিকারের সাথে অনুরূপ হয়। রঙিয়া রেলওয়ে স্টেশনে জেনারেল ম্যানেজার রঙিয়া রেলওয়ে হাসপাতালের সম্প্রসারণ কাজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন এবং রেলওয়ে কর্মচারী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা উন্নত করার জন্য করা কাজেগুলির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি ডিভিশনাল ট্রেইনিং সেন্টার (এমডিডিটিআই)-এরও পর্যালোচনা করেন, যার সম্প্রসারণ বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং আধুনিকীকরণকৃত শ্রেণীকক্ষ এবং কর্মশালার সুবিধার মাধ্যমে এস অ্যান্ড টি (সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন) কর্মচারীদের আরও ভালোভাবে সু-সজ্জিত করার জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রী শ্রীবাস্তব বাইহাটায় নতুন গতি-শক্তি কার্গো টার্মিনাল (জিসিটি) এর উন্নয়নও পরিদর্শন করেন, যা শীঘ্রই চালু হতে চলেছে। এই আধুনিক টার্মিনালে তিনটি ডেডিকেটেড পণ্য লাইন, একটি ইলেকট্রনিক ইন-মোশন ওয়েব্রিজ, ডাবল গুডস প্ল্যাটফর্ম, ২৪ ঘন্টা পরিচালনের জন্য হাই-মাস্ট লাইটিং এবং অটোমোবাইল হ্যান্ডলিং-এর জন্য একটি বিশেষ র‍্যাম্প রয়েছে, যেখানে প্রতি মাসে ২৫টিরও বেশি মালবাহী রেক হ্যান্ডলিং-এর ক্ষমতা আছে। জেনারেল ম্যানেজার বর্তমানের স্টেশন উন্নয়নমূলক কাজগুলিও পর্যালোচনা করেন এবং সংলগ্ন রেলওয়ে কলোনিগুলি পরিদর্শন করেন, ফ্রন্টলাইন কর্মচারীদের সহায়তার জন্য স্টাফ আবাস এবং সুযোগ-সুবিধার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

# বাটখারা দিয়ে মেরে শাশুড়িকে খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত বৌমা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুলাই ঃ বাটখারা দিয়ে মেরে শাশুড়িকে খুনের অভিযোগে বউমাকে দোষী সাব্যস্ত করল মালদা জেলা আদালত। দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর কালিয়াচকের বাখরপুরের বাসিন্দা গোলেনূর বিবিকে বাটখারা দিয়ে মেরে খুন করা হয়েছিল। পরদিন গোলেনূর বিবির ছেলে কালিয়াচক থানায় মাকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মর্জিনা খাতুনকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। সরকারি পক্ষের আইনজীবী অমলকুমার দাস জানান, মর্জিনা খাতুন নামে এক মহিলা গত ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁর শাশুরি গোলেনূর বিবিকে বাটখারা দিয়ে মেরে হত্যা করে। পুলিশ ১০ ডিসেম্বর ঘটনার চার্জশিট দাখিল করে। ১৪ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাসের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।

**KHIRPAI MUNICIPALITY**

**KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR**

Tender for- for-"Construction of C.C. Road, Drain & Protection wall at various site under Khirpai Municipality." **eNIT No:- WBMAD/KM/25-26/NIT-4**. Last date of Submitting Bid:- **06-08-2025 up to 06:00 PM**" For details visit at **https:// wbtenders.gov.in**

**Sd/- Chairman**

**Khirpai Municipality**

# স্কুল চত্বরে অশোভন কাণ্ড, উৎকণ্ঠায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৬ জুলাই ঃ রাতের অন্ধকার নামলেই কে বা কারা স্কুল চত্বরে প্রবেশ করে শৌচকর্ম করে রেখে যাচ্ছেন- এমনই অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলের বারান্দা, মিড ডে মিলের রান্নার জায়গা, কলতলা- সবই রেহাই পাচ্ছে না এই ঘৃণ্য ঘটনার হাত থেকে। সকালে স্কুল খুলতেই শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কর্মীরা পড়ছেন বিপাকে। গন্ধে স্কুল প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো দায়। তৈরি হয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। স্কুলের এক রাঁধুনি জানান, এটা নতুন কিছু নয় এর আগেও বারবার এমন ঘটনা ঘটেছে। অনেক সময় সকালে এসে রান্নাও করতে পারিনি। ঘটনা প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ গোপাল মন্ডল বলেন, এর আগে কয়েকবার এমন ঘটেছে। তখন কয়েকদিন বন্ধ ছিল, কিন্তু ফের গতকাল রাতে একই ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি আমরা স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়েছি। এ বিষয়ে মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খন্দকার মুজিবর রহমান জানান, আমি বিষয়টি প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকেই জানতে পেরেছি। স্থানীয় কিছু যুবক ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করে গ্রামকে অপমানিত করার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, তারাই আবার ছবি তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। এই ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওযয়ার দাবি উঠেছে এলাকাবাসীর মধ্যে থেকে।

# বিজেপির 'বাংলা বিরোধী' নীতির প্রতিবাদে বর্ধমানে যুব তৃণমূলের মহামিছিলে জনজোয়ার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ জুলাই ঃ ভিন রাজ্যে বাঙালিদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবমাননার প্রতিবাদে বুধবার বর্ধমান শহরে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করল পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার, বিধায়ক শম্পা ধারা, নীশিথ মালিক, অভেদানন্দ ঠান্ডার, বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিক, এবং দলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য্য। মিছিলটি টাউন হল থেকে শুরু হয়ে রাজবাটিতে গিয়ে শেষ হয়। পথজুড়ে জনস্রোত, হাতে পোস্টার-প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান-বাংলাকে হেনস্থা আর চলবে না, বাঙালিদের অসম্মান বরদাস্ত নয়। মিছিল শেষে রাজবাটিতে আয়োজিত পথসভা থেকে বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, একসময় বাংলার মুখ্যসচিব পদে ছিলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকেও বিজেপি অপমান করেছিল। আজ ভিন রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে ট্যাগ করা হচ্ছে। এনআরসির নামে কোচবিহার থেকে আসাম, সর্বত্র বাঙালিদের নিশানা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় ২২ লাখ মানুষ জীবিকার জন্য অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বাইরের রাজ্য থেকে প্রায় দেড় কোটি মানুষ কাজ করতে এলে তাঁদের কোনওদিন হেনস্থা করা হয় না। তাহলে শুধু বাঙালিদের সাথেই এই বৈষম্য কেন? দেবাংশু বিজেপির 'বাঙালি প্রীতির' ভণ্ডামির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, সর্দার প্যাটেলের মূর্তি বসাতে ৩০০০ কোটি টাকা খরচ হলেও, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি কেন দিল্লি বা পশ্চিমবঙ্গে বসানো হয় না? শুধুমাত্র তিনি বাঙালি বলেই? মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, বাংলা ও বাঙালিদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে টার্গেট করছে বিজেপি। একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মতো দেখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, বাংলায় একাধিক ট্রেন ও মেট্রো প্রকল্প চালু করেছিলেন। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলার অনেক ট্রেন বন্ধ করে দিয়েছে, প্রকল্প থামিয়ে দিয়েছে। এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার বলেন, সম্প্রতি হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রসহ একাধিক রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর আক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। কোথাও ভাষা নিয়ে, কোথাও রাজনৈতিক পরিচিতি কিংবা জাতিগত পরিচয়ের জন্য তাঁদের হেনস্থা করা হচ্ছে। বাংলাকে হেনস্থা আর সহ্য করা হবে না। তাই আমরা রাজপথে নেমেছি। তিনি দাবি করেন, এদিনের মিছিল পূর্ব বর্ধমানের ইতিহাসে নজিরবিহীন। লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছে, যা আগের সমস্ত কর্মসূচিকে ছাড়িয়ে গেছে। এদিনের কর্মসূচি ঘিরে শহরে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলেও, প্রশাসনের তরফে সর্বোচ্চ সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল।

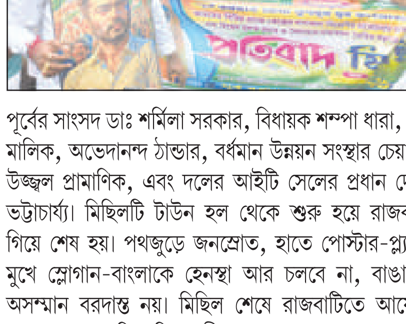


**BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT**

**UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH**

**VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR,DIST.- HOWRAH, PIN-711404**

**E-TENDER INVITING NOTICE**

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works:09 (NINE) nos of schemes from SBM scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. NIT NO-BAR-II/377/SBM/2025, 17/07/2025 TO BAR-II/385/SBM/2025, 17/07/2025. Last date of submission of tender: 25/07/2025 (10:00 AM). For further details see wbtenders.gov.in & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.

**Sd/-Pradhan**

**Bargachia-II Gram Panchayat**

**JANGIPUR MUNICIPALITY**

**P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad**

**e-TENDER NOTICE**

**NIeT No: MAD/ULB/JM/BMS/NIeT2/24-25(2nd Call)**, e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 01 Nos Construction of Drain in ward no-08 within Jangipur Municipality, Tender ID: 2025_MAD_878938_1, Publish Date: 17/07/2025 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 17/07/2025 at 12:00 IST and Bid Submission Closing date(Online): 02/08/2025 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-Chairman**

**Jangipur Municipality**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/06/2025-2026/D**

Name of work : **Restoration of paver block, I.P.S footpath at 24/1A Rustamjee Street, 195/2 R.B. Avenue & different locations disturbed by different P.U Agencies & others in Ward No.-68.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,49,513.24**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid : **26.07.2025 - 12 noon**. Date of opening of tender : **28.07.2025 - 12 noon**.

**2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/06/2025-2026/R**

Name of work : **Painting of kerb stone at Priyanath Mullick Rd, Rakhal Mukherjee Rd, Ramesh Mitra Rd and portion of Bakul Bagan Rd, Rammoy Rd, Townshed Rd, Beltala Rd etc. in Ward No.-72.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,550.85**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid : **28.07.2025 - 12 noon**. Date of opening of tender : **30.07.2025 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **18.07.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**1. NIT No. : KMC/IX/071/050/2025-2026/BF2**

Name of work : **Improvement of bustee I.P. passage 5, 6, 7, 9 Rup Narayan Nandan Lane in Ward No.-71.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,999.49**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

**2. NIT No. : KMC/IX/071/045/2025-2026/R**

Name of work : **Repairing of road surface and IP footpath at 14 SNP Street, 15 School Row, and different areas in Ward No.-71.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,993.24**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

**3. NIT No. : KMC/IX/071/037/2025-2026/BF1**

Name of work : **Maintenance of bustee latrines by replacement of door at 1, 3, 5 Debendra Ghosh Road etc in Ward No.-071.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,976.07**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

**4. NIT No. : KMC/IX/071/038/2025-2026/BF1**

Name of work : **Repairing of sewerline at Nandan Road, Beninandan Street and different areas in Ward No.-071.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,998.27**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

**5. NIT No. : KMC/IX/071/056/2025-2026/BF3**

Name of work : **Renovation of bustee latrines at 15, 33, 50 Harish Mukherjee Road in Ward No.-071.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,997.11**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **24.07.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 5). Tender will be opened on : **26.07.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

**1. NIT No. : X/099/024/2025-2026**

Name of work : **Improvement of passage by providing cement concrete (1:2:4) near 3/121 Vidyasagar Colony etc in Ward No.-099, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,94,578.03**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

**2. NIT No. : X/099/027/2025-2026**

Name of work : **Improvement of road near A1/11 Ramgarh etc in Ward No.-99, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,76,454.12**. Earnest Money: **Rs. 3,600.00**. Period of Completion: **75 Days**. Last date and time of submission of bid : **28.07.2025 - 12 noon**. (for sl. no. 1 & 2). Date and time of opening of bid : **30.07.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

**668/25-26**

বেড়ানো

# এবারে পুজোয় গন্তব্য হোক ভারতের দূষণমুক্ত নিচের সুন্দরচার গ্রাম

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। সবই তো প্রায় ঘোরা। ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির নানা রকমের চমক। বিভিন্ন পর্যটন স্থানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভ্রমণের নেশা আমাদের বেশ কিছুটা বেড়ে যায়? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বেড়াতে গিয়ে দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কি আপনাকে বেশি টানে? তাহলে দেশের সবচেয়ে পরিস্কার এই চার গ্রামে আসুন। দেখে নেওয়া যাক কোন কোন গ্রাম

**মাওলিনং, মেঘালয়ঃ** মেঘালয়ের মাওলিনং গ্রাম, যা ইতিমধ্যেই এশিয়ার সবথেকে পরিস্কার গ্রাম হিসাবে পরিচিত। প্রতি বছর বহু পর্যটক বেড়াতে আসেন এই গ্রামে। মেঘালয় ট্যুরে এই গ্রামে বেড়াতে যাওয়া কিন্তু মাস্ট। ২০০৩ সালে এই গ্রাম ডিসকভার ইন্ডিয়ার তরফে সবচেয়ে পরিস্কার গ্রামের তকমা অর্জন করে। উল্লেখ্য এই গ্রামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কোনও আবর্জনা ফেলাও। নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহার ও ধূমপানও। এই গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরাই এই গ্রামকে সারাদিন পরিস্কার করেন, সাজিয়ে তোলেন। কোথাও কোনও আবর্জনা জমতে দেন না। যেখানে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই এক আলাদা অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবেন। দেখবেন পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি ফুল ও গাছপালা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গ্রামের আশপাশ। প্রকৃতি যেন এখানে আরও প্রাণবন্ত ও সুন্দর।

**খোনোমা, নাগাল্যান্ড ঃ** উত্তর-পূর্বে, নাগাল্যান্ডে অবস্থিত খোনোমা গ্রামও এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমার কাছে ৭০০ বছরের পুরনো গ্রাম খোনোমা-তে প্রায় ৩০০০ মানুষের বাস। এই গ্রামের সবুজ তৃণভূমি, ধানজমি, ঐতিহ্যবাহী আঙ্গামি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, চারিদিকের সবুজে ঘেরা প্রকৃতি যেন এক আলাদা মাত্রা যোগ করে তৈরি করেছে এক আলাদা পরিবেশ। একইসঙ্গে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা এই গ্রামে প্রধান বিষয়। খোনোমার সুবিস্তৃত বনভূমিতে ঘুরে বেড়ালেও মনন্দ লাগবে না। তবে এই বনভূমিতে শিকার করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এককথায় প্রকৃতি ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে এই গ্রামে।

**নোক ভিলেজ, হিমাচল প্রদেশঃ** এই তালিকায় রয়েছে হিমাচল প্রদেশের স্পিতি ভ্যালিতে অবস্থিত নোক গ্রামও। এই গ্রামও পরিচিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য। একইসঙ্গে হিমালয়ের এই জনপদটি পরিচিত আধ্যাত্মিক স্থান হিসাবেও। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি মঠ রয়েছে এই স্থানে। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন দেওয়ালচিত্র। চারিদিকে বরফ, পাহাড়ের ও রুক্ষ প্রকৃতির মাঝেও এক অন্য পরিবেশ, সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা যেন এই গ্রামের এক অন্য সংজ্ঞা তৈরি করেছে।

**ইদুক্কি গ্রাম, কেরলঃ** দক্ষিণ

ভারতের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র কেরালা। যা পরিচিত 'ভগবানের আপন দেশ' হিসাবে। সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর গ্রাম ইদুক্কি। যেখানে সকাল হয় পাখির কলতানে, সবুজে ঘেরা পরিবেশে। একইসঙ্গে সেখানে অবস্থান করছে পাহাড়, ঝর্না, গাছগাছালিতে ঘেরা সবুজে মোড়া ইদুক্কি গ্রাম। যেখানে এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক। পায়ে হেঁটে অথবা স্কুটারে করে ঘুরে দেখতে পারেন ইদুক্কির চারপাশ।

## শিবাজির স্মৃতিবিজড়িত ১২টি ঐতিহাসিক দূর্গ, পুজোয় যাবেন ঘুরতে?

'জয় ভবানী' শব্দটি যেন ফিরেফিরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ছত্রপতি শিবাজির একদা গড়ে তোলা সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক কেল্লাগুলির গোপন কক্ষে। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগের সেই মন্ত্রধ্বনি বাতাসে গুঞ্জিত হচ্ছে। সম্প্রতি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেয়েছে শিবাজি মহারাজের স্মৃতিবিজড়িত ১২টি ঐতিহাসিক দূর্গ। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মহারাষ্ট্র সার্কেলের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও কর্মীরা দীর্ঘ ১৮ মাসের অক্লান্ত লড়াইয়ে এই তকমা জিতে নিয়েছেন। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেল 'মারাঠা মিলিটারি ল্যান্ডস্কেপ'। তালিকায় রয়েছে ছত্রপতি শিবাজির ১২টি দূর্গ। এর মধ্যে ১১টি মহারাষ্ট্রে ও একটি রয়েছে তামিলনাড়ুতে। এই স্বীকৃতি দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার এক অনন্য সম্মান। তাই, সময় না নষ্ট করে এবারে বেরিয়ে পড়ুন।

প্রতাপগড় দূর্গ ঃ ১৬৫৯ সালে এই দূর্গের পাদদেশে শিবাজি মহারাজ ও আফজাল খানের মধ্যে বিখ্যাত প্রতাপগড়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে মারাঠারা বিজয়ী হন। এই দূর্গ মারাঠা সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দখল করে আছে।

পানহালা দূর্গ ঃ এগারোশো শতাব্দীতে শিলাহারা রাজবংশের

শাসনকালে এই দূর্গ তৈরি হয়েছিল। ১৬৬০ সালে শিবাজিকে এই কেল্লায় আটকে রাখার চেষ্টা করা হলে তিনি কৌশলে এখান থেকে পালিয়ে যান।

রায়গড় দূর্গ ঃ এই দূর্গটি ১৬৫৬ সালে দখল করে এটিকে মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলেন ছত্রপতি শিবাজি।

শিবনেরি দূর্গ ঃ এই দূর্গটি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত। মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থানে ও মারাঠা স্বাধীনতায় এই দূর্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

লোহগড় দূর্গ ঃ মহারাষ্ট্রের লোনাভলার কাছে অবস্থিত এই পাহাড়ি দূর্গ ট্রেকিংয়ের জন্য বেশ জনপ্রিয়। শিবাজি মহারাজের সময়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র ছিল।

সালহের দূর্গ ঃ ১৬৭২ সালে এই দূর্গের কাছে মারাঠা এবং মুঘলদের মধ্যে সালহেরের যুদ্ধ হয়েছিল, যেখানে মারাঠারা জয়লাভ করে।

সিন্ধু দূর্গ ঃ ১৬শ শতাব্দীতে শিবাজি মহারাজ এই দূর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি মারাঠাদের নৌ সদর দপ্তর হিসেবে পরিচিত।

সুবর্ণ দূর্গ ঃ গোল্ডেন ফোর্ট নামে পরিচিত এই দূর্গটি মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন উপকূলে অবস্থিত। মারাঠা নৌবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল।

বিজয় দূর্গ ঃ মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদূর্গ জেলায় অবস্থিত এটি একটি প্রাচীন সামুদ্রিক দূর্গ। ভারতের পশ্চিম উপকূলের সবচেয়ে শক্তিশালী সামুদ্রিক দূর্গগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

খান্দেরি দূর্গ ঃ এটি মুম্বইয়ের প্রবেশপথ রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের মুম্বই উপকূলে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ।

জিঞ্জি দূর্গ ঃ প্রাচ্যের ট্রয় নামে পরিচিত এই দূর্গ তামিলনাড়ুর ভিলুপুরম জেলায় অবস্থিত। এই দূর্গটি মারাঠা, মুঘল এবং ব্রিটিশদের মধ্যে অনেক যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

## বিদেশ দপ্তরের পর শিক্ষাতেও গণছাঁটাইয়ে সিলমোহর মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের

১৬ জুলাই ঃ মার্কিন শিক্ষা দপ্তর থেকে এক লপ্তে ১৪০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের হোয়াইট হাউসের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরকে সংক্ষিপ্ত করার নীতি নিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে পথে নামে বিরোধী দলগুলি। মামলা উঠেছিল আদালতে। যদিও ধোপে টিকল না সেই আপত্তি।

দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেই বিভিন্ন দপ্তর থেকে '১৪০০' কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প। তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা দপ্তরও। এই দপ্তরের ১৪০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় হোয়াইট হাউস। এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল ট্রাম্পের বিরোধীরা। নিম্ন আদালতে মামলা হলে প্রশাসনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতিরা। যদিও ইউএস সুপ্রিম কোর্ট সেই স্থগিতাদেশ তুলে নিল। আদালতের নির্দেশে জানানো হয়েছে, কর্মী সঙ্কোচনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারে প্রশাসন। উল্লেখ্য, আমেরিকার ৫১টি প্রদেশেই রয়েছে নিজস্ব শিক্ষা বিভাগ। সমান্তরাল ভাবে কাজ করত কেন্দ্রীয় শিক্ষ দপ্তর। ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি দাবি করে, অতিরিক্ত কর্মী রয়েছে এই বিভাগে। এরপরেই কর্মী সঙ্কোচনের নির্দেশ দেওয়া হয়। মাঝে ট্রাম্প ঘোষণা দেন, আমরা শিক্ষা ফিরিয়ে দিচ্ছি অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে, সেখানেই এটির থাকা উচিত।

গত বৃহস্পতিবারই বিদেশদপ্তরের সহকারি সচিব মাইকেল জে রিগাস জানিয়েছিলেন, তাঁর দপ্তরে বড়সড় ছাঁটাই হতে পারে। সেইমতো সিভিল সার্ভিস ও বিদেশ দপ্তরের ১৩৫০ জন কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্তের চিঠি পাঠানো হয়। সেই নোটে জানানো হয়েছে, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে এবং বিদেশদপ্তরের অভ্যন্তরিক কাজকে সহজ করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এটাই শেষ নয়, দপ্তরের যে সব বিভাগের প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে কম সেখানকার কর্মীদের উপর আবারও ছাঁটাইয়ের খাঁড়া নেমে আসতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

## প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত নিউ ইয়র্ক

১৬ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আমেরিকার নিউ ইয়র্ক। জলমগ্ন রাস্তাঘাট। থমকে জনজীবন। নিউ ইয়র্কের পাশাপাশি খারাপ অবস্থা নিউ জার্সিরও। ইতিমধ্যেই সেখানে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা।

সোমবার উত্তর-পূর্ব এবং মধ্য-আটলান্টিকের বেশ কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে কার্যত জলের তলায় চলে গিয়েছে নিউ ইয়র্কের একাধিক রাস্তা, মেট্রো স্টেশন, পেট্রল পাম্প ইত্যাদি। বাতিল করা হয়েছে বহু বিমান। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, কুইন্স এবং স্টেটেন দ্বীপে জারি করা হয়েছে বন্যা সতর্কতা। একই পরিস্থিতি নিউ জার্সির। ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে সেখানে থমকে গিয়েছে জনজীবন। সেখানকার গভর্নর ফিল মারফি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ' বৃষ্টির জেরে শহরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। খুব প্রয়োজন না পড়লে আপাতত কেউ বাড়ির বাইরে বেরোবেন না।' আগামী কয়েকদিন ম্যানহাটন এবং স্টেটেন দ্বীপে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর ফলে সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দিনকয়েক আগেই ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার জেরে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল টেক্সাসে। মৃত্যু হয়েছিল বহু মানুষের। এখনও সেখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। তার মধ্যেই আমেরিকার আরও দুই শহরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হল।

## দিল্লি সরকার কানওয়ারিযাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ঃ কপিল মিশ্র

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ পবিত্র শ্রাবণ মাসে কানওয়ারিয়াদের স্বাগত জানানোর জন্য বুধবার সকালে অপ্সরা সীমানায় প্রবেশদ্বার পরিদর্শন করেছেন দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র। কানওয়ারিয়াদের যাতে কোনও রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কপিল মিশ্র বলেছেন, দিল্লি সরকার কানওয়ারিয়াদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র বলেছেন, দিল্লি সরকার কানওয়ারিয়দের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। এই গেটগুলি ১৭টি জায়গায় তৈরি করা হয়েছে এবং ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ এবং ভগবান শিবের নামে নামকরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ২০ জুলাই দিল্লিতে কানওয়ারিয়দের স্বাগত জানাবেন। গতবার দিল্লিতে ১৭০টি শিবির স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে এবার ৩৭৪টি শিবির রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। কিছু মানুষের এতে সমস্যা আছে, যা প্রতি বছর প্রস্তুতির ক্রমবর্ধমান জাঁকজমকের সঙ্গে আরও বাড়বে।

## আমাদের অবশ্যই বিনিয়োগ ও নির্মাণ করতে হবেঃ অনিল চৌহান

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ অপারেশন সিঁদুর আমাদের দেখিয়েছে, কেন আমাদের ভূখণ্ডের জন্য তৈরি দেশীয়ভাবে উন্নত কাউন্টার-ইউএএস সিস্টেমগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বিনিয়োগ এবং নির্মাণ করতে হবে। বুধবার এই অভিমত পোষণ করেছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহান। অনিল চৌহান বলেন, যখন আমরা ড্রোন সম্পর্কে কথা বলি, তখন আপনি কি মনে করেন এগুলি কি - এগুলি কি বিবর্তনীয় পরিবর্তন আনছে নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে?

## মহাশূন্যে ১৮ দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরলেন শুভাংশু

১৮ দিন মহাকাশে কাটিয়ে অবশেষে পৃথিবীতে ফিরলেন ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা ও তাঁর সঙ্গীরা। সোমবার পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। এবার প্রশান্ত মহাসাগরে ঘড়ি মিলিয়ে নেমে এল তাঁর ক্যাপসুল। ২৬ জুন ইতিহাস তৈরি করেন ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযানের অংশ হিসাবে অন্য তিন মহাকাশচারীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পৌঁছান শুভাংশু। তারপর গত কয়েকদিন ধরে মহাকাশ থেকে একাধিক বিষয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। নির্দিষ্ট মিশন শেষে এরপর শুরু হয় ঘরে ফেরার প্রস্তুতি। ১৪ জুলাই ভারতীয় সময়ানুসারে ৪টে ৩৫ মিনিটে (আমেরিকার সময় ভোর ৭টা বেজে ৫ মিনিটে) ড্রাগন স্টেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এরপর প্রায় ২২ ঘণ্টার দীর্ঘ সফর শেষে পৃথিবীতে ফিরলেন তাঁরা। শুভাংশুর এই যাত্রা ঐতিহাসিক বলেই মনে করা হচ্ছে। ১৯৮৪ সালে রাকেশ শর্মা প্রথম ভারতীয় হিসেবে মহাকাশ গিয়েছিলেন। তাঁর কীর্তিকে এবার স্পর্শ করলেন শুভাংশু। সময়ের হিসেবে রাকেশের থেকে অনেকটা বেশি সময় তিনি থাকলেন অন্তরীক্ষে। পাশাপাশি তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গেলেন।সেখানে পৌঁছনোর পরে শুভাংশুর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল পৃথিবীকে দেখতে কেমন লাগছে? এ প্রসঙ্গে শুক্লার জবাব, পৃথিবীকে এমন স্থান থেকে দেখার সুযোগ পাওয়াটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়। যাত্রাটা অসাধারণ ছিল। অসাধারণ! মহাকাশে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রবেশ করলাম, এই ক্রু সদস্যরা আমাকে এমন স্বাগত জানাল! তোমরা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের জন্য তোমাদের ঘরের দরজা খুলে দিলে।পরবর্তী দিনগুলোয় শুভাংশুর দিকে নজর ছিল সকলের। তিনি মহাকাশে কী করছেন, কেমন করে কাটছে তাঁর সময় সবই জানতে চাইছিল পৃথিবীবাসী। শুধু কি কাজ? কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেখানে যে জমিয়ে পেটপুজো চলছে, তার ভিডিও-ও দেখা গিয়েছিল। দেখা গেল, শুভাংশুর নিয়ে যাওয়া খাঁটি ভারতীয় খাবারদাবার দিয়েই রীতিমতো পার্টি চলছে সেখানে! অবশেষে সোমবার শুরু হয় ঘরে ফেরার প্রক্রিয়া। উল্লেখ্য, সমুদ্রে মহাকাশযান অবতরণের প্রক্রিয়াকে 'স্প্ল্যাশডাউন' বলা হয়।

## ফতেহাবাদঃ রোডওয়েজ বাসের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু

ফতেহাবাদ, ১৫ জুলাই ঃ রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সময় হরিযানা রোডওয়েজের একটি বাসের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ভুনা থেকে রাতিয়া. সড়কের মহম্মদপুর সোত্রা গ্রামের কাছে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই মহিলার মৃত্যু হয়। ভুনা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে, মহম্মদপুর সোত্তর গ্রামের বাসিন্দা জীবন সিংয়ের স্ত্রী ৩১ বছর বয়সী রঞ্জিত কৌর মঙ্গলবার সকালে মাঠের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এই সময় রাতিয়া থেকে ভুনার দিকে আসা একটি রোডওয়েজ বাস তাঁকে ধাক্কা মারে। বাসের চাকায় মহিলা পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। ঘটনার পরপরই পথচারীরা পুলিশকে খবর দেয়। ভুনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। রোডওয়েজের কর্মীরা জানিয়েছেন, মহিলা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি হঠাৎ বাসের সামনে এসে পড়েন। রোডওয়েজের চালকও তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## পবনপুত্র হনুমান নিয়ে বাম নেতার কুমন্তব্য, প্রতিবাদে সরব বিজেপি

আগরতলা, ১৬ জুলাই ঃ সম্প্রতি প্রাক্তন বাম সাংসদ তথা সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত পবন পুত্র হনুমান কুমন্তব্য করেন। মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে মোটর কর্মী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভগবান হনুমানকে 'ষন্ডামার্কা হনুমান' বলে মন্তব্য করেন তিনি। হনুমান হিন্দু ধর্মের অন্যতম দেবতা। শংকর প্রসাদ দত্তের এই ধরনের মন্তব্যে হিন্দুর ধর্মাবলম্বীদের মনে আঘাত লাগে। বিষয়টি নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ৬ আগরতলা বিজেপি মন্ডলের কর্মী সমর্থকরা মিলে প্রাক্তন বাম সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্তের বাসভবনে যান। নেতৃবৃন্দ উনার হাতে হনুমান চালিসা এবং হনুমান মূর্তি উপহার দেন এবং শংকর প্রসাদ দত্তকে হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আবেদন রাখেন। এই প্রসঙ্গে এক বিজেপি নেতৃত্ব জানান, কমিউনিস্টরা হিন্দু ধর্মবিরোধী।বিভিন্ন সময় তারা হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করেছেন। এতে হিন্দুদের আস্থা ও বিশ্বাসের উপর আঘাত এসেছে। দুদিন আগে মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে হনুমানজিকে নিয়ে কুমন্তব্য করেন প্রাক্তন বাম সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, বিজেপির কাজ হল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসা। এই বাম নেতৃত্বের চেতনার বহিঃপ্রকাশ যেন হয় সেই জন্য ভগবান হনুমানের কাছে প্রার্থনা জানান তিনি। একই সাথে ভগবান হনুমান যেন শংকর প্রসাদ দত্তকে ক্ষমা করেন এই প্রার্থনাও জানান এই বিজেপি নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, শংকর প্রসাদ দত্তের এই ধরনের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মকে রাজনীতির ময়দানে টেনে আনা উনার কোন মতেই উচিত হয়নি বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

## রেলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো, যোগাযোগ জোরদার করা হচ্ছে

গোরখপুর, ১৬ জুলাহ ঃ ভারতীয় রেলওয়েতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অবকাঠামো এবং রেল যোগাযোগ জোরদার করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে লখনউ বিভাগের বাহরাইচ-নানপাড়া-নেপালগঞ্জ রোড গেজ রূপান্তর প্রকল্পের (৫৬.১৫ কিমি) আওতায়, বিদ্যুতায়ন সহ বাহরাইচ-নানপাড়া (৩৫.৬১ কিমি) মধ্যে গেজ রূপান্তর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং নানপাড়া-নেপালগঞ্জ রোডের (২০.৫৪ কিমি) কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার, উত্তর-পূর্ব সার্কেল ১৬ এবং ১৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে এই নবনির্মিত গেজ রূপান্তরিত (বিদ্যুতায়ন সহ) বাহরাইচ-নানপাড়া রেলওয়ে সেকশন পরিদর্শন করবেন এবং গতি পরীক্ষা করা হবে। রেলওয়ে প্রশাসন সাধারণ জনগণকে পরিদর্শন এবং গতি পরীক্ষার সময় এই নবনির্মিত গেজ রূপান্তর সেকশনে না যাওয়ার বা তাদের পশুদের যেতে না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে।এই গেজ রূপান্তর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, তরাইয়ের এই অঞ্চলটি দেশের ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হবে এবং এলাকার মানুষ এবং প্রতিবেশী দেশ নেপালের মানুষ মেট্রোতে যাওয়ার সুবিধা পাবে, ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ হবে, এলাকার কৃষিপণ্য মেট্রোতে পাঠানো যাবে এবং কৃষকরা এর ন্যায্য মূল্য পেতে সক্ষম হবে। ফলস্বরূপ, অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতি পাবে।বাহরাইচ-নানপাড়া-নেপালগঞ্জ রোড গেজ রূপান্তর প্রকল্পের (৫৬.১৫ কিমি) আওতায়, বাহরাইচ-নানপাড়া (৩৫.৬১ কিমি) অংশের গেজ রূপান্তর কাজ প্রথম পর্যায়ে বিদ্যুতায়নের সাথে সম্পন্ন হয়েছে।বাহরাইচ-নানপাড়া-নেপালগঞ্জ রোড গেজ রূপান্তর প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে, নানপাড়া-নেপালগঞ্জ রোডের (২০.৫৪ কিমি) অংশের কাজ দ্রুত গতিতে করা হচ্ছে। এই অংশে ০১টি বড় সেতুর ভিত্তি এবং সুপার স্ট্রাকচারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই অংশে ১০টি ছোট সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৩টি ক্রসিংয়ে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে কাজ চলছে। ০১টি স্টেশন ভবনের সমাপ্তির কাজ চলছে। ২৪টি ট্র্যাক কিলোমিটার ট্র্যাক সংযোগের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি, সিগন্যালিং এবং ওভারহেড বিদ্যুতায়নের কাজ দ্রুত গতিতে করা হচ্ছে।

## ৩ দিনে দিল্লির ১০টি স্কুল ও একটি কলেজে বোমার হুমকি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ বিগত ৩ দিনে দিল্লির ১০টি স্কুল ও একটি কলেজ বোমার হুমকি পেল, বারবার এই হুমকির প্রেক্ষিতে তৎপর হয়ে উঠেছে দিল্লি পুলিশ। বুধবার সকালে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, দ্বারকার সেন্ট থমাস স্কুল এবং দিল্লির বসন্ত ভ্যালি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি এসেছে ইমেলের মাধ্যমে। তদন্ত চলছে। এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। বিগত কয়েকদিন ধরে দিল্লির একাধিক স্কুলে ইমেলের মাধ্যমে হুমকি পাঠানো হচ্ছে। কে বা কারা এই হুমকি ইমেল পাঠাচ্ছে, তা এখনও জানতে পারেনি দিল্লি পুলিশ।


**Name Change**

I Rasidul Mandal, S/O Fakir Mahammad Mandal, resident of Vill Chapra Academy para, P.O - Bangaljhi, P.S - Chapra, Dist. Nadia in West Beng 741123 do hereby declare that I have changed my name from Rasidul Mandal to Rashidul Mandal and henceforth I shall be known me Rashidul Mandal in all purpose, vide affidavit No. 73 sworn in Notary Pubile si Krishnagar, Nadia 11.07.2025. Rashidul Mandal and Rasidul Mandal both are same and Identical person.

**Name Change**

I, Abdul Ajid Mondal son of Late Abdul Jalil Mondal, residing at Vill: Chhotochupria, P.O – Chupria, P.S – Hanskhali, Nadia – 741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Aziz Mondal as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat vide affidavit No. 70055 dated 30/06/2025. Abdul Ajid Mondal and Abdul Aziz Mondal both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Emdadul Seikh my father's (Old Name) ( Late) Abdul Khalek Vill & Po-Mahadipur , Ps-Englishbazar , Dist-Malda, West Bengal, Pin-732216 do hereby decrale that I have changed my father's name from ( Late) Abdul Khaleque Sk to ( Late) Abdul Khalek and henceforth my father's shall be known as ( Late) Abdul Khalek (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/07/2025 . My father's name ( Late) Abdul Khalek & ( Late) Abdul Khaleque Sk both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Barun Kumar Biswas (Old Name) S/O–Ranjit Biswas residing at Raghabpur Girjapara, Ranaghat, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741201 do hereby decrale that I have changed my name from Barun Kumar Biswas to Barun Biswas and henceforth I shall be known as Barun Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/07/2025 . My name Barun Biswas & Barun Kumar Biswas both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Raihana Multana (Old Name) W/O–Zakaria Mandal residing at Vill & Po- Barua, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Raihana Multana to Raihana Sultana and henceforth I shall be known as Raihana Sultana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/07/2025 . My name Raihana Sultana & Raihana Multana both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sorif Sk (Old Name) S/O–Nur Hoque Sk residing at Gajdharpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby decrale that I have changed my name from Sorif Sk to Sharif Sekh and henceforth I shall be known as Sharif Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/07/2025 . My name Sharif Sekh & Sorif Sk both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Upen Debnath (Old Name) S/O–Rajkumar Debnath residing at Bhaduri ,Nowakhali Para , Taherpur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741121 do hereby decrale that I have changed my name from Upen Debnath to Upendra Debnath and henceforth I shall be known as Upendra Debnath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/07/2025 . My name Upendra Debnath & Upen Debnath both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Biren Kumar Ghosh (Old Name) S/O–Biswanath Ghosh residing at Sehalai, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742301 do hereby decrale that I have changed my name from Biren Kumar Ghosh to Biren Ghosh and henceforth I shall be known as Biren Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/07/2025 . My name Biren Ghosh & Biren Kumar Ghosh both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Tapati Sengupta Bhattacharyya (Old Name) W/O–Rajesh Bhattacharyya residing at Vill-D/4 Golden Height 26 Sriram Shiromani Road , Po-Berhampore , Ps- Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby decrale that I have changed my name from Tapati Sengupta Bhattacharyya to Tapati Sengupta and henceforth I shall be known as Tapati Sengupta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/07/2025 . My name Tapati Sengupta & Tapati Sengupta Bhattacharyya both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Faruk Shaikh S/O–Yousuf Ali Shaikh residing at Vill-Khamarpa , Po-Daulatabad , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302.I have change my name Faruk Shaikh & my father's name Yousuf Ali Shaikh by notary public Berhampore court on 15/07/2025. My name Faruk Shaikh & Faruk Shaikh & Faruk Sk & my father name Yousuf Ali Shaikh & Md Usuf Ali & Md Yusuf Ali & Yusuf Ali both are same and an identical person.

**Name Change**

I, Soharab Hossain S/o Mahasin Mondal Residing at Vill - Barogobra, P.o - Eojnagar, P.s - Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743293, West Bengal, India shall henceforth be known as Soharab Hossain Mondal. I declare that Soharab Hossain and Soharab Hossain Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2025.

**Name Change**

I, Kajal Kumar Dey S/o Subarna Kumar Dey Residing at Vill - Udayanpalli, P.o - Prithiba, P.s - Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743704, West Bengal, India shall henceforth be known as Kajal Dey. I declare that Kajal Kumar Dey and Kajal Dey is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2025.

**Name Change**

I, Antora Gupta wife of Dipankar Gupta, residing at 13, K. K. Roy Chowdhury Road, P.O – Barisha, Dist : South 24 Parganas, Kolkata -700008, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Antara Gupta as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/07/2025. Antora Gupta and Antara Gupta both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Abdur Rahaman Bhuia (old name) S/O Abdul Khalek Bhuia , residing at Balihatta (Paschim),Pandua (CT),Po.Pandua, Hooghly west bengal - 712149, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdur Rahaman Bhuniya (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 16/07/2025. Abdur Rahaman Bhuniya (new name) and Abdur Rahaman Bhuia (old name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Abdul Mannan Gazi (old name) S/O Khayrulla Gaji , residing at Vill-Nityaberia,Po.Nityaberia North 24 Parganas west bengal - 743442, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Mannan Gaji (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 15/07/2025. Abdul Mannan Gaji (new name) and Abdul Mannan Gazi (old name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Khayrulla Gazi (old name) S/O Rahim Baska Gaji , residing at Vill-Nityaberia,Po.Nityaberia North 24 Parganas west bengal - 743442, India, have changed my name and shall henceforth be known as Khayrulla Gaji (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 15/07/2025. Khayrulla Gaji (new name) and Khayrulla Gazi (old name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Mohasin Mohammed S/o Mokchhad Mandal Residing at Vill - Barogobra, P.o - Eojnagar, P.s - Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743293, West Bengal, India shall henceforth be known as Mahasin Mandal. I declare that Mohasin Mohammed and Mahasin Mandal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2025.

**Name Change**

I, Mohammed Sahidul Islam S/o Abdul Wahab Residing at Vill - Rajukber, P.o - Chowrashi, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743424, West Bengal, India shall henceforth be known as Md Sahidul Islam. I declare that Mohammed Sahidul Islam and Md Sahidul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2025.

**Name Change**

I, MOU MONDAL (old name) wife of, Subhasish Kundu & daughter of Malay Krishna Mondal ,residing at Flat No- 3A,Bluesky Residency,14C,Middle Road,P.O- Santoshpur,Kolkata-700075,West Bengal & having permanent address – 348,ward no -16,Silver Jubilee Road Near Rash Mela Math,Cooch Behar -1,P.O & District – Cooch Behar,PIN-736101,West Bengal.have changed my surname and shall henceforth be known as MOU MONDAL KUNDU(new name) as declared before the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore South 24 Parganas dated 07/07/2025. MOU MONDAL (old name) and MOU MONDAL KUNDU (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Subhendu Mondal S/o Sahadeb Mondal residing at Vill.-Shibpur, P.O.-Maharajganj, P.S.-Freserganj Coastal, Dist.-South 24 Parganas, WB do hereby solemnly affirm and my mother's actual name Sabita Mondal instead of Sabita Mandal and Sabitri Mondal which is wrongly recorded in her Aadhaar card, Voter Id Card and Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, South 24 Pgs on 18.06.2025. Sabita Mondal, Sabita Mandal and Sabitri Mondal all are same and identical person.

**Name Change**

I, CHANDRANI RANA (Old Name) W/O SUBRATA GHOSH Residing at Station Road, Rahara, Khardah, PO & P.S - Rahara, District - North 24 Parganas, Pin - 700118 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as CHANDRANI GHOSH (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 16-07-2025. CHANDRANI RANA (Old Name) and CHANDRANI GHOSH (New Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, RIZWANAFATHIMA M O (Old Name) W/O AHAMED MATHAR HUSSAIN Residing at 72, Tiljala Road, Block-VI, Flat-1D, P.S.-Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700046 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RIZWANA FATHIMA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 16-07-2025. RIZWANAFATHIMA M O (Old Name) and RIZWANA FATHIMA (New Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, SK SAURAV (Old Name) S/O SK RASID Residing at 23/4, Kashinath Apartment, P.S.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700125 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAURAV SEKH (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 16-07-2025. SK SAURAV (Old Name) and SAURAV SEKH (New Name) both are same and identical person.

# দক্ষিণ দিনাজপুর সীমান্তে বিএসএফের হাতে ধৃত বাংলাদেশি দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৬ জুলাই ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের চকগোপাল গ্রামের কাছে একটি কাঁটাতার বিহীন এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করার সময় এক মহিলাকে আটক করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ধৃত বাংলাদেশি মহিলার নাম জৈনব (৫০)। জিজ্ঞাসাবাদের পর, ওই মহিলার স্বামীকেও আটক করা হয়েছে। বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিএসএফ এই তথ্য জানিয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই মহিলা জানিয়েছেন যে তিনি ১৯৯০ সালে তার স্বামী শেখ ইমরানের সাথে অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন এবং ছত্তিশগড়ের রায়পুরে বসবাস করছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় জৈনব হিলি চেকপোস্ট থেকে বাংলাদেশে ফেরে যাওয়া তার স্বামীকেও আটক করা হয়। তিনি বিএসএফের সামনে আত্মসমর্পণ করে ফিরে আসেন। জিজ্ঞাসাবাদে, দুজনেই জানিয়েছেন যে রায়পুর পুলিশ কর্তৃক অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিতকরণ বৃদ্ধির কারণে তারা তাদের জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাদের কাছ থেকে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, গাড়ির আরসি, ভারতীয় পাসপোর্ট এবং মোবাইল ফোন সহ সন্দেহজনক নথি উদ্ধার করা হয়েছে। দম্পতি স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে তাদের জন্মস্থানে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। আরও তদন্তের জন্য ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের হিলি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

# শান্তিপুরের শিল্পীর হাতে গড়া ১০ ইঞ্চি দুর্গা প্রতিমা এবার পাড়ি দেবে ইংল্যান্ডে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুলাই ঃ শিল্পীর নিপুণ হাতে গড়া ১০ ইঞ্চি দুর্গা প্রতিমা এবার পাড়ি দেবে ইংল্যান্ডে। শান্তিপুর মানেই তাঁতের শাড়ি, যা বহুদিন ধরেই দেশ-বিদেশে জনপ্রিয়। এবার সেই ঐতিহ্যের পাশে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছেন নদীয়ার শান্তিপুর চৌগাছা পাড়ার বাসিন্দা মৃৎশিল্পী সুমিত পাল। তাঁর হাতে তৈরি মাত্র ১০ ইঞ্চি উচ্চতার এক দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দিতে চলেছে ইংল্যান্ডে। সুমিত ছোটবেলা থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শিখেছেন তাঁর বাবা, দাদুর কাছ থেকে। একইসঙ্গে তিনি একজন অঙ্কন শিল্পীও। এই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেছেন প্রায় একমাস আগে, এবং পুরো কাজ শেষ হতে এখনো এক মাসেরও বেশি সময় লাগবে। প্রতিমা তৈরি হচ্ছে গঙ্গা মাটি দিয়ে, যদিও এই দুর্গার সঙ্গে থাকছে না লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। তবু ছোট আকারের প্রতিমার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বলে জানিয়েছেন শিল্পী। এর আগেও তাঁর তৈরি দুর্গা মূর্তি গেছে মেক্সিকোতে। এবারে পাড়ি দিতে চলেছে ইংল্যান্ডে। এই দুর্গা মূর্তিকে মহিষমর্দিনী বলা হয়ে থাকে। সুমিত জানান, শুধু দুর্গা নয়, বারোমাস তিনি নানান ছোট মাটির মূর্তি তৈরি করেন। পাশাপাশি আঁকা শেখানোর কাজও করেন, যার সুবাদে তাঁর বিদেশে যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতে এই শিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে চান তিনি। সুমিত পাল বলেন, ঠাকুর বানানো ও পেন্টিংই আমরা পেশা। এই ঠাকুর যাবে বিমানে। বাবা-দাদুর কাছ থেকে এ কাজ শিখেছি।

# ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেটে মেডিকেল কলেজে ভর্তি, বহিষ্কৃত বাঁকুড়ার ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জুলাই ঃ ভুয়ো তফসিলি উপজাতি (এসটি) সার্টিফিকেট ব্যবহার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমানের রায়নার বাসিন্দা জুহি কোলে। সার্টিফিকেটটি জাল বলে প্রমাণিত হওয়ায় চতুর্থ বর্ষের ওই ডাক্তারি ছাত্রীকে বহিষ্কার করল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালে এসটি সংরক্ষিত কোটা থেকে জুহি কোলে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তার জমা দেওয়া এসটি সার্টিফিকেটে জলপাইগুড়ির ঠিকানা থাকায় এবং নথিতে অসঙ্গতি থাকার কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। বিষয়টি যাচাই করতে সার্টিফিকেটটি জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হলে তা ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়। এই ঘটনার পর জনজাতি সংগঠনের তরফে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। তাদের দাবি ছিল অবিলম্বে জুহিকে বহিষ্কার এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কলেজের অধ্যক্ষ ডা. পঞ্চানন কুন্ডু জানান, স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ পাওয়ার পর সোমবার রাতেই জুহি কোলেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর কথায়, ২০২১ সালে ছাত্রীটি ডাক্তারি পরীক্ষায় বসেছিল। কোভিড পরিস্থিতির কারণে ২০২২ সালে ক্লাশ শুরু হয়। সেই সময় যে এসটি সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিল, তা যাচাই করে জাল বলে ধরা পড়ে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। তার বিরুদ্ধে শীঘ্রই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হবে। জনজাতি কল্যাণ সমিতির এক নেতা জানান, আমরা জানতে পেরেছি জুহি কোলে জলপাইগুড়ি এসডিও অফিসের নামে ভুয়ো সার্টিফিকেট জোগাড় করে পূর্ব বর্ধমান থেকে বাঁকুড়ায় ভর্তি হয়েছিল। এই ঘটনার পেছনে একটি অসাধু চক্র সক্রিয় রয়েছে, যার মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা।

# আদিবাসী নৃত্য কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৬ জুলাই ঃ আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে এক অভিনব কর্মশালার আয়োজন করা হয় বোলপুর সাধারণ

পাঠাগারে। উদ্দেশ্য একটাই তা হলো আদিবাসী সমাজের নতুন প্রজন্মের কাছে সংস্কৃতিকে তুলে ধরে আদিবাসী জীবন ধারায় তা আজকের দিনে আরো প্রাসঙ্গিক করে তোলা। সেই উদ্দেশ্যে লোকশিল্পীদের নিয়ে তিন দিনের আদিবাসী নৃত্য কর্মশালা শুরু হয় বোলপুর সাধারণ পাঠাগারে। ভারতের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ও তৎপর কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার। আশঙ্কার কথা, যত দিন এগোচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ভারতের এই প্রাচীন সংস্কৃতি। সেই আশঙ্কার কথা গোপন করেননি বীরভূম জেলা পরিষদের কো-মেন্টর বুদ্ধদেব হাঁসদা। তিনি বলেন, যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উৎসবে আদিবাসী নৃত্য ও তার তাল বাদ্য বাঁশির মিঠেল ধুন মানুষকে আকৃষ্ট করে। তবে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে এই আদিবাসী নৃত্য, তাল বাদ্য ও সঙ্গীত চর্চা। কারণ একটাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ডিজে সংস্কৃতি। এরফলে আদিবাসী ধামসা মাদল ইত্যাদি বাদ্যের প্রতি , নতুন প্রজন্মের যুবকেরা আকর্ষণ অনুভব করছেন না। এটা সংস্কৃতির ক্ষতি। সেদিক থেকে এই কর্মশালার আয়োজন খুবই বাস্তবসম্মত। উল্লেখ্য, এই আদিবাসী সংস্কৃতি প্রবীণ কাছ থেকে নবীনরা গ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিন দিনের আদিবাসী নিত্য কর্মশালার আয়োজন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। দুই জন আদিবাসী প্রশিক্ষক ৫০ জন আদিবাসী সমাজের মানুষকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এদিনের লোকশিল্পী আদিবাসী নৃত্য কর্মশালা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি স্বর্ণলতা সরেণ, বীরভূম জেলা পরিষদের কো-মেন্টর বুদ্ধদেব হাঁসদা, বীরভূম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্ববিজয় মাড্ডি, বোলপুরের মহাকুমা শাসক অয়ন নাথ, বোলপুর পৌরসভার পুর প্রধান পর্ণা ঘোষ, বোলপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক নিলুফা পারভিনসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

# ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাগল ও কুকুর, সুস্থরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন হাসপাতালে অভিযোগ রোগী ও আত্মীয়দের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুলাই ঃ রোগী নয়, হাসপাতালে পরিষেবা নিচ্ছে পথ কুকুর আর ছাগল। এ যেন ছাগল আর কুকুরের হাসপতাল। রোগীদের জায়গায় বিন্দাস বিশ্রাম নিয়ে গোটা হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাগল ও পথ কুকুর। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের এমন অবস্থা দেখে হতবাক সকলে। সুস্থ রোগীরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন হাসপাতালে এলে এমনটাই অভিযোগ রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের। এমনকি হাসপাতালে অচল অবস্থায় পরিকাঠামো ব্যবস্থা। নেই রোগীদের বেডের চাদর, ব্যবহার অযোগ্য অবস্থায় পড়ে শৌচালয়, এমনকি খাবার জন্য পানীয় জলের জন্য ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে রোগীদের। তারই মধ্যে গোটা হাসপাতাল চত্বরে এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথ কুকুর ও ছাগল। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের এমন একাধিক অচল অবস্থার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা। এক রোগী অভিযোগ করে জানান, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার মানুষের একমাত্র ভরসা এই হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল। রোগীর পরিষেবা ক্ষেত্রে একেবারে অচল এই হাসপাতাল। রোগীর বেডের পাশে ছাগল ও পথ কুকুর ঘুরে বেড়ায়। ব্যবহার অযোগ্য শৌচালয়, নেই পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা। মনে হচ্ছে হাসপাতালে সুস্থ মানুষজন আসলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। রোগীদের কোনওরকম ওষুধ এবং চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় না ঠিকমত। এক বা একাধিকবার ওষুধ এবং চিকিৎসা পরিষেবার জন্য চিকিৎসকদের কাছে গেলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের দাবি সরকার এই হাসপাতালের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করা হোক। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক

ছোটন মন্ডল বলেন, রোগীর তুলনায় বেড অনেক কম যার ফলে রোগীদের বেড দিতে সমস্যা হচ্ছে এবং হাসপাতালে সীমানা প্রাচীর না থাকার কারণে পথ কুকুর ও ছাগল ঢুকে পড়ে। তবে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাউন্ডারি ওয়াল এবং নিরাপত্তারক্ষীর জন্য উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে। একদিকে যেখানে স্বাস্থ্য সাথী সহ স্বাস্থ্যের নামে একাধিক প্রকল্পের সুবিধা করেছে রাজ্য সরকার। এমনকি পাড়ায় পাড়ায় সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দেখা দেয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। সেখানে দাঁড়িয়ে মালদার প্রায় দুটি ব্লক এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষদের একমাত্র ভরসা হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের এমন বেহাল দশা ভাবাচ্ছে সকলকে।

# অন্ডালে কুয়ো থেকে উদ্ধার ইসিএল কর্মীর নিথর দেহ, ইমআই-এর হুমকি ঘিরে রহস্য

দুরন্ত বার্তা, অন্ডাল, ১৬ জুলাই ঃ অন্ডালে একটি কুয়ো থেকে উদ্ধার হল ইসিএলের কর্মী কানাইয়া শর্মার (৫৮) মৃতদেহ। উত্তরপ্রদেশের খুশিনগরের বাসিন্দা কানাইয়া কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন অন্ডালের খনি এলাকায় থাকতেন। মঙ্গলবার দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরদিন, অর্থাৎ বুধবার সকালে স্থানীয় একটি মন্দিরের সামনে কুয়ো থেকে ভেসে ওঠে তাঁর নিথর দেহ। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে, যেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে, পরিবারের অভিযোগ, কানাইয়াকে খুন করে পরিকল্পনা করে কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফেও জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দেহ পাঠানো হয়েছে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য। তদন্তে উঠে এসেছে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক দিন ধরে কানাইয়া শর্মাকে ফোন করে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ১৭ হাজার টাকা ইমআই মেটানোর জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। সেই ফোনকলকে কেন্দ্র করেই রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ কানাইয়া শর্মার সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা হয়েছিল। তারপর থেকেই তাঁর ফোন বন্ধ হয়ে যায়। আর কোনও খোঁজও মেলেনি। পরদিন সকালে, পড়াশকোল এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা মন্দিরের কুয়োয় জল আনতে গিয়ে কানাইয়ার দেহ ভাসতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ঘটনার জেরে স্তব্ধ পরিবার। কানাইয়ার বড় ছেলে অনিল শর্মা বলেন, মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে বাবার মোবাইল বন্ধ ছিল। সন্ধ্যায় আমার মোবাইলে একটি ফোন আসে। বলা হয়, ১৭ হাজার টাকা ইমআই না দিলে মোবাইল খোলা হবে না। এর আগে বাবার কাছেও একই রকম ফোন এসেছিল, কিন্তু কীসের ইমআই, সেটা আমরা কেউ জানি না। ঘটনার তদন্তে নেমেছে অন্ডাল থানার পাশাপাশি উচ্চতর আধিকারিকরাও। অন্ডাল ও পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার এসিপি পিন্টু সাহা বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত্যুর আসল কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই কানাইয়ার মোবাইল কল রেকর্ড, অবস্থান, এবং গত কয়েক দিনের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। ইমআই সংক্রান্ত ওই অজ্ঞাত নম্বরটি কোন কোম্পানি বা ব্যক্তি ব্যবহার করছিলেন, তা জানার চেষ্টা চলছে। তদন্তকারীদের একাংশের মতে, এটা নিছক আত্মহত্যা নয়। সম্ভবত চাপে পড়ে বা ভয় দেখিয়ে কানাইয়াকে কোনও বেআইনি আর্থিক প্রক্রিয়ায় জড়ানোর চেষ্টা চলছিল। আর তা থেকেই এই চূড়ান্ত পরিণতি। এমনকি কেউ তাঁকে পরিকল্পনা করে খুন করে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইসিএল-সহ স্থানীয় খনি এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত একজন ইসিএল কর্মীর এমন মৃত্যুতে সহকর্মীরা মর্মাহত। তাঁরা চাইছেন, সত্য সামনে আসুক এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি হোক। এদিকে এলাকাবাসীও আতঙ্কিত। তাঁদের দাবি, এতদিন ধরে এখানে কাজ করছেন একজন মানুষ, তাঁর এই পরিণতি প্রশাসনের গাফিলতিরই ফল। আরও সক্রিয় নজরদারি থাকা উচিত। এই মুহূর্তে তদন্তের অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফরেনসিক বিশ্লেষণের ওপর। পাশাপাশি, মোবাইল কল ডিটেলস, ব্যাঙ্ক লেনদেন এবং সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কানাইয়া শর্মার আকস্মিক ও রহস্যজনক মৃত্যু স্থানীয় বাসিন্দা এবং কর্মী মহলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ঠিকই, তবে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে-এই মৃত্যুর নেপথ্যে কোনও চক্রান্ত থাকলে তা উন্মোচিত হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন শুধু অপেক্ষা, সত্য উদ্‌ঘাটনের।

# আরপিএফ / পূর্ব রেলের-এর দ্রুত অভিযানে স্টেশন এবং ট্রেন থেকে ৭ শিশুকে উদ্ধার

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ অপারেশন ''নানহে ফারিস্তে'' দেশব্যাপী চলমান উদ্যোগের অধীনে, পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (RPF) ১৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে হাওড়া এবং মালদা বিভাগের বিভিন্ন ট্রেন এবং স্টেশন থেকে সাতজন নাবালককে সফলভাবে উদ্ধার করেছে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট শিশু কল্যাণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ যত্ন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। এদের মধ্যে, হাওড়া স্টেশন থেকে দুইজন, বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন নং ২২৫০৪ থেকে তিনজন, পাকুর স্টেশনের কাছে ট্রেন নং ১৩০১১ থেকে একজন এবং সাহেবগঞ্জ স্টেশন থেকে একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত সকল শিশুকে যথাযথ যত্ন এবং পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিশু হেল্পলাইন কেন্দ্রে নিরাপদে হস্তান্তর করা হয়েছে। অপারেশন নানহে ফারিস্তে-এর অধীনে RPF কর্মীদের এই সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ শিশু সুরক্ষা, সুরক্ষা এবং কল্যাণের প্রতি পূর্ব রেলের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। উদ্ধারকৃত শিশুরা এখন শিশু যত্ন কর্তৃপক্ষের নিরাপদ হেফাজতে রয়েছে এবং যথাযথ পুনর্বাসন পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

# সবজির লাগামছাড়া দামে নড়েচড়ে বসল টাস্ক ফোর্স, হানা বাঁকুড়ার বাজারে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জুলাই ঃ টানা বৃষ্টিতে রাজ্যের একাধিক জেলা এখন জলের তলায়। ঘাটাল, আরামবাগ, খানাকুলের বিস্তীর্ণ চাষের জমি এখনও ডুবে রয়েছে। বাঁকুড়ার চিত্রও আলাদা নয়। বর্ষার দাপটে জেলার বহু সবজি চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু উৎপাদনের যে ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে খুচরো বাজারে সবজির দাম। এতে নাভিশ্বাস উঠেছে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের। সবজির দাম লাগামছাড়া হলেও প্রশাসনের টাস্ক ফোর্স যেন নির্বিকার ছিল, এমন অভিযোগ উঠেছিল একাধিক মহল থেকে। আর তারপরই নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন। অবশেষে বাঁকুড়া জেলা টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের মাঠে নামতে দেখা গেল। সরাসরি বাঁকুড়ার লালবাজার ও সানঘাট বাজারে পৌঁছে টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা কথা বলেন পাইকারি ও খুচরো সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে। কথা বলেন সাধারণ ক্রেতাদের সঙ্গেও। মূলতঃ সবজির দামের এই অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতির কারণেই এই উদ্যোগ। টাস্ক ফোর্সের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা টাস্ক ফোর্সের সদস্য বিশ্বরূপা সেনগুপ্ত জানান, চাষির কাছ থেকে পাইকারি বাজার ঘুরে সবজি যখন খুচরো বাজারে পৌঁছচ্ছে, তখনই তার দাম দ্বিগুণ বা তারও বেশি হয়ে যাচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করে জানান, এই দামের তারতম্য নজরে এনে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে এবং খুচরো লাভের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার অবস্থান রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সবজি উৎপাদনকারী জেলা হিসেবে। এখানকার চাহিদা মিটিয়েও প্রতিদিন প্রচুর সবজি পাঠানো হয় পাশের জেলাগুলিতে- যেমন পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, এমনকি ঝাড়খণ্ডেও। ফলে বাঁকুড়ার উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিলেই তার প্রভাব পড়ে গোটা অঞ্চলের বাজারে। চলতি বর্ষা মরসুমে সেই চিত্রটাই ধরা পড়েছে। লাগাতার বৃষ্টিতে একাধিক সবজির ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ, সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে কালোবাজারি ও মজুতদারির আশ্রয় নিয়েছেন বলেই অভিযোগ। ফলে বাজারে আসল চাহিদা-সরবরাহের চেয়ে অনেক বেশি হারে বাড়ছে দাম। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দেরিতে হলেও সক্রিয়তা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যদিও খুচরো ব্যবসায়ীদের দাবি, তাঁদের উপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। চাষে যতটা ক্ষতি হয়েছে, তাতে তাঁদেরও বেশি দামে সবজি কিনতে হচ্ছে। ফলে বিক্রির সময় দাম না বাড়িয়ে উপায় নেই। এই যুক্তির পাল্টা হিসেবে প্রশাসনের বক্তব্য, দাম বাড়তেই পারে, কিন্তু তার একটা যুক্তিযুক্ত সীমা থাকা উচিত। বাজারে অনিয়ম রোধে নিয়মিত নজরদারির আশ্বাস দিয়েছে জেলা টাস্ক ফোর্স।

**Cooch Behar Municipality**
**TENDER NOTICE**
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "Preparation and installation of two nos. statue at different location vide Tender Id- 2025_MAD_878492_1
eTender submission end date **-26/07/2025**
Details information will be available from the website
**(i) http://wbtenders.gov.in**
**(ii)www.coochbeharmunicipality.com**
**Sd/-**
**Chairman,**
**Cooch Behar Municipality.**

**ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE**
**SNIT No.-EE/MID/SNIT-03/ 2025-26**
The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **21/07/ 2025 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**
**Sd/- Executive Engineer**
**Malda Irrigation Division**
**Green Park, Malda**

**SAHAJADPUR GRAM PANCHAYAT**
**e-TENDER NOTICE**
**NieT No-07/SGP/25-26**
e-Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block from eligible bonafied contractors under two bid system for "maintion scheme" under Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in** from **15/07/2025 at 12.00 hrs to 23/07/2025 at 12.30 hrs. Technical Bid has been open on 25/07/2025 at 13.00 hrs.**
**Sd/- Prodhan**
**Sahajadpur Gram Panchayat**

**আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**
**ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : ৫৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১১-০৭-২০২৫;** নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ২৫-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম ঃ** নিউ কোচবিহারে - পুরোনো রানিং রুম এবং সম্মিলিত ক্রু লবিতে আনুষঙ্গিক কাজের সাথে নতুন রানিং রুমে ক্রুদের জন্য শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত ফ্লোর -এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,১১,২১,৫৯২.৭২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,০৫,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা** ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
**ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন**
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**Tender Notice**
Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. **NIT No:- 02/SBM-G/25/Dev., Date: 14.07.2025 under SBM-G**, vide Memo No: **2065(39)/ Eng./Dev., Dated: 14.07.2025**, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **21.07.2025 upto 6.00 pm.** 2. **NIT No:- 03/SBM-G/25/Dev., Date: 14.07.2025 under SBM-G, vide Memo No: 2066(39)/Eng./Dev., Dated: 14.07.2025**, Total No. of Scheme 03 (Three) nos. Last date of Application : **21.07.2025 upto 6.00 pm.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.
**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Suti-I Dev. Block, Ahiran**
**Murshidabad**

**Office of the Pradhan**
**GARAFUSRA GRAM PANCHAYAT**
**Vill-Sindri, PO-Sindri**
**Chasmore, Dist:-Purulia**
**Notice Inviting e-Tender**
**No: WBPUR/GGP/NIET-03/ 25-26, Date: 30/06/2025**
E-tender is invited by the Pradhan, Garafusra Gram Panchayat for 05(Five)Nos. different works. Last date of submission of Bid(online) **28.07.2025 at 5.00 P.M.** Bid opening date(online): **31.07.2025 at 11.00 A.M.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
**Sd/- Pradhan**
**Garafusra Gram Panchayat**

**e-Tender Notice**
Tender is being invited for the civil works by e-Procurement System for **NIeT No. 07/IGP/ 2025-26 , Memo no. 1803/ IGP dt. 14.07.2025** Date of Publication **16.07.2025 at 14.00 hrs** Last date of submission **25.07.2025 at 14.30 hrs**. For more details please visit **https:// wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Soma Halder**
**Pradhan**
**Indrani Gram Panchayet**

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**
**টেন্ডার নম্বর ঃ মেড_প্যাথ_সিএলআইএ_আরআর_১০৭, তারিখ ১৫.০৭.২০২৫।** ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা **০৬.০৮.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিটের আগে** জমা করতে হবে। টেন্ডারটি **০৬.০৮.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** দঃপূঃ রেলওয়ে ডিভিশনাল হাসপাতাল/ খড়গপুরে বিভিন্ন ইমিউনোলজিক্যাল অ্যাসে সম্পন্ন করতে রিএজেন্ট রেন্টাল ব্যবস্থায় কেমিলুমিনেসেন্স ইমিউনোঅ্যাসে অ্যানালাইজার (সিএলআইএ)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৯,৬৩,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য/ বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৩৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৬০ মাস। **খোলার তারিখ ঃ** ০৬.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিটে। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ২৩.০৭.২০২৫ থেকে ০৬.০৮. ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, মাপকাঠির জন্য ও অনলাইন বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-401)**

**বিজ্ঞপ্তি**
আমি শ্রী জয়দেব ঘোষ পিতা মৃত মনমোথ ঘোষ সাং রঞ্জিত পার্ক সৃজনী, পোস্ট-জোকা, থানা-হরিদেবপুর কলকাতা ৭০০১০৪ Iমৌজা কলুয়া, এল আর দাগ ৩৮৭ ,এল আর খতিয়ান ১৪৩, ১১৪০০ ১২৩৩, ২০৩৬ কমবেশি ৩ কাঠা জমি এ ডি এস আর বেহালা আই ১৬৮২/২০১৩এই দলিল মূলে নিরাপদ ভূঁইয়া, রাধারানী মন্ডল, প্রশান্ত ভুঁঞা ওরফে ভূঁইয়া ,পলাশ ভুঁঞা ওরফে ভূঁইয়া এর থেকে খরিদ করে এ ডি এস আর বেহালা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়ে এর সকলের আমমোক্তার হলেন,মুন্না মল্লিক এ ডি এস আর বেহালা বুক নাম্বার ৪ ভলিউম ৩ পেজ ৩৯৩ থেকে ৪০৪ বিং ৯০১/২০১২,এ ডি এস আর বেহালা বুক নাম্বার ৪ ভলিউম ২ পেজ ৪১৩৯ থেকে ৪১৪৯ বিং ৭৯২/২০১২,এ ডি এস আর বেহালা বুক নাম্বার ৪ ভলিউম ২ পেজ ৪১৫০থেকে ৪১৬১ বিং ৭৯৩/ ২০১২,আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্ত হন I বর্তমানে আমি ঐ জমি দখলে আছি ওই জমির মিউটেশনের জন্য বি এল এন্ড আর ও কাছে ব্লক কেএমসি বিল্ডিং ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১৩ অফিসে আবেদন করেছেন কেস নাম্বার MN/2025/1630/7179 তা সকলকে অবগত করা হলো এই জমির বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে আগামী এক সপ্তাহের এর মধ্যে এই অফিসে জানাবেন।
ধন্যবাদান্তে- শ্রী জয়দেব ঘোষ

**বিজ্ঞপ্তি**
আমি শ্রী রাজেশ প্রসাদ গুপ্ত, পিতা শ্রী মৃত সিওজি প্রসাদ গুপ্ত, সাং ৩, জগন্নাথ সরকার লেন, পোস্ট + থানা: খিদিরপুর, কলকাতা ৭০০০২৩ Iব্লক কলকাতা, জে এল ১১৭, মৌজা সরশুনা, এল আর খতিয়ান নাম্বার ৯১৭৩, এল আর দাগ নাম্বার ২৩২৯ এবং ২৩২৭/২৩৯৫, কমবেশি মোট ২ কাটা ৮ ছটাক জমি ডি.এস. আর বেহালা আই ০০৪০৫১/ ২০২৫ দলিল মূলে শ্রী জয়ন্ত কুন্ডু এর থেকে খরিদ করে ডি এস আর বেহালা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়ে এর আমমোক্তার হলেন, শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা চন্দ ডি.এস. আর ৩ বেহালা বুক নাম্বার ১ ভলিউম ১৬০৩ পেজ ৩৯০৫৪৭ থেকে ৩৯০৫৭১বিং ৩১৪৫০৫ ইয়ার ২০২৩ নিযুক্ত হন Iবর্তমানে আমি ওই জমির দখলে আছি ,ওই জমির মিউটেশনের জন্য বি এল এন্ড আর ও কাছে ব্লক কলকাতা, কেএমসি বিল্ডিং ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড , কলকাতা ৭০০০১৩ অফিসে আবেদন করেছি কেস নাম্বার MN/2025/1630/9452 তা সকলকে অবগত করা হলো এই জমির বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে আগামী এক মাস এর মধ্যে এই অফিসে জানাবেন।
ধন্যবাদান্তে-রাজেশ প্রসাদ গুপ্ত

**Uttarpara-Kotrung Municipality**
**e-Tender No. :UKM/PWD/021(e)/2025-26, dt-16.07.2025**
1.Repair of Sishutirtha under UttarparaCLRC underUttarpara-Kotrung Municipality, Dist -Hooghly. 2.Repairing of School Building of Kamala Pathsala Primary School underUttarpara CLRC under Uttarpara-Kotrung Municipality, Dist -Hooghly. 3.Repair of HaranathpurPrimary underUttarpara CLRC under Uttarpara-Kotrung Municipality, Dist -Hooghly. 4.Repairing of School Building of MakhlaMakaltala Primary School underUttarpara CLRC under Uttarpara-Kotrung Municipality, Dist -Hooghly.5.Repair of KartickSmritiUchchaPrathamikVidyalayaSchool underUttarpara CLRC under Uttarpara-Kotrung Municipality, Dist -Hooghly.6.Repair of School Building of AdarshVidyaMandir underUttarpara CLRC, under Uttarpara-Kotrung Municipality Dist -Hooghly.7.Repair of Dr. RajendraShikshaniketan School under Uttarpara CLRC under Uttarpara-Kotrung Municipality, Dist -Hooghly.8.Repair of Bapuji Primary School under Uttarpara CLRC under Uttarpara-Kotrung Municipality, Dist -Hooghly. 9.Repair of Makhla G.S.F.P. 1 School under Uttarpara CLRC under Uttarpara-Kotrung Municipality, Dist -Hooghly. Bid Submission Closing Date – **25/07/2025** For Details:**wbtenders.gov.in**
**Sd/-Chairman,**
**U.K. Municipality**

**JERUR SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY**
**ADDRESS: VILL BALIDANGA, POST: KHANPUR DIST: HOOGHLY**
**REGISTRATION NO-112 HG/ DATED 06.07.1963**
Due to unavoidable circumstances, the Notice for Delegate Election of Jerur Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd issued on 08.07.2025 by the Undersigned and published in Duranta Barta Daily Newspaper on 11.07.2025 is partially re-scheduled.
The New Schedule for Delegate Election is given below :-
প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট
(Schedule for Delegate Election)

| ক্রম নং. Sl. no | বিষয় (Subject) | তারিখ (Date) | স্থান (Place) | সময় (Time) | ভারপ্রাপ্তব্যক্তির নাম / পদ (Name/post of the assigned prosson) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ Publication of Final voter (Delegate) List | ইতিমধ্যে প্রকাশিত (02.07.2025) | সমিতির প্রধানকার্যালয় | বেলা ১২টা | এআরও |
| ২. | মনোনয়নপত্র বিলি ও পেশ Filing of Nomination papers. | 22-23 July 2025 | সমিতির প্রধানকার্যালয় | বেলা ১২টা থেকে ৩ টে | এআরও |
| ৩. | মনোনয়নপত্র পরীক্ষা Scrutiny of nomination papers | 25 July 2025 | সমিতির প্রধানকার্যালয় | বেলা ১২টা | এআরও |
| ৪. | বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ Publication of list of valid Nomination | 25 July 2025 | সমিতির প্রধানকার্যালয় | মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর | এআরও |
| ৫. | মনোনয়নপত্র ও প্রার্থী-পদপ্রত্যাহারের শেষ তারিখ Last Date of Withdrawal of Candidature | 26 July 2025 | সমিতির প্রধানকার্যালয় | বেলা ৩ টে পর্যন্ত | এআরও |
| ৬. | প্রত্যাহার শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ Publication of final list of valid Candidates' after withdrawal | 26 July 2025 | সমিতির প্রধানকার্যালয় | বেলা ৩ টের পর | এআরও |
| ৭. | ভোটগ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান Date, Time & Place of Poll | 10 August 2025 | সমিতির প্রধানকার্যালয় | বেলা ১২টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত | এআরও |
| ৮. | ভোটগণনা Counting of Votes | 10 August 2025 | সমিতির প্রধানকার্যালয় | ভোটগ্রহণের পর | এআরও |
| ৯. | ফলঘোষণা Declaration of Result | 10 August 2025 | সমিতির প্রধানকার্যালয় | ভোটগ্রহণের পর | এআরও |

Besides the above modification everything else in previous Notice for Election would remain Unchanged.
15.07.2025
**Assistant Returning Officer**
**Jerur SKUS Ltd**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**
**ABRIDGED NIT**
**The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
**(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/10/2025-2026/UTTARAN**
Name of the work: **Development of Uttaran area passage with different allied works at Mahendra Sarkar Street, Suri Lane, Creek Lane & other in Ward No.-50.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,99,016.10.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **45 days.**
**(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/11/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of I.P.S. footpath at Canning Street R. Sarani to Braboune Road etc. in Ward No.-045.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,11,992.02.** Earnest money: ₹ **8,300.00.** Period of completion: **45 days.**
**(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/10/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of paver block footpath at M. G. Road (Northern side) in Ward No.-43.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,778.79.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **28 days.**
**(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/09/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of I.P.S. footpath at 66 Biplabi Rash Behari Basu Road with allied area in Ward No.-042.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,44,528.22.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **26.07.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 4).** Date and time of opening of tender: **28.07.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **16.07.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1)** and **17.07.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 2 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**
**The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:
**(1) NIT No. : KMC/EE-III/32/21/25-26**
Name of the work: **Annual maintenance of Gour Kishore Ghosh Square and elevated RCC median in front of Gour Kishore Ghosh Square in Ward No.-32.** Estimated cost: ₹ **1,28,015.00.** Earnest money: ₹ **2,600.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **28.07.2025 up to 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **30.07.2025 after 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **18.07.2025 (5 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**
**(2) NIT No. : KMC/EE-III/014/16/25-26 (1st Call)**
Name of the work: **Repairing of passage at 38/1A/7, 38/1A/10, M. M. Road and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated cost: ₹ **3,68,582.00.** Earnest money: ₹ **7,500.00.** Period of completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **26.07.2025 up to 12 Noon.** Date and time of opening of tender: **28.07.2025 on or after 12 Noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **18.07.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
**The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
**(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/15/25-26/U (2nd Call)**
Name of the work: **Construction of pit and catch pit at Bedia Banga Masjid Bari Bye Lane and its surrounding of Uttaran area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,826.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**
**(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/47/25-26/D**
Name of the work: **Enlargement of sewer line at 25/2, Tangra Road near Ration Shop and its surrounding area in Ward No.-58, BR. No.-VII.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,54,854.99.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **45 days.**
**(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/46/25-26/D**
Name of the work: **Enlargement of sewer line at 26/1, Tangra Road and its surrounding area in Ward No.-58, BR. No.-VII.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,44,949.18.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **45 days.**
**(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/53/25-26/D**
Name of the work: **Improvement of passage (disturbed due to laying of sewer line) at 26/1, 25/2, Tangra Road and its surrounding area in Ward No.-58, BR. No.-VII.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,64,987.97.** Earnest money: ₹ **3,400.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **25.07.2025 up to 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** Tender will be opened on: **28.07.2025 at 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **17.07.2025 at 6.55 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**
**CORRIGENDUM**
Tender Notice published in this Newspaper on **08.07.2025** (Key No. 593/25-26) of **Roads Department** (For Sl. No. 1 & 2). NIT No. should be read as for Sl. No. (1) **KMC/ROADS/2025-2026/94** instead of KMC/ROADS/2024-2025/94 and Sl. No. (2) **KMC/ROADS/2025-2026/93** instead of KMC/ROADS/2024-2025/93 and The last date and time of submission of bid will be read as **30.07.2025 - 12 Noon** instead of 19.07.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2). (666/25-26)

# আসল নায়ক বুমরাহ, জাদেজা জেতানোর জন্য খেলেনি’, কটাক্ষ সঞ্জয়মঞ্জরেকরের

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ ইংল্যান্ডের লর্ডস টেস্টে ভারতের ২২ রানে পরাজয়. এবং সিরিজ হারের পর প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার ও বিশ্লেষক সঞ্জয় .মাঞ্জরেকর ফের একবার কেন্দ্রে আছেন। এবার তিনি তীব্র সমালোচনার নিশানায় .আনার জন্য বেছে নিয়েছেন ভারতের অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও তরুণ ব্যাটসম্যান শুভমান গিলের উপর, বিষয়টি ঘিরে নানা বিতর্ক প্রসারিত হয়েছে। মাঞ্জরেকর বলেন, জাদেজা ভালো ব্যাট করছে, কিন্তু কখনো মনে হয়নি দলকে জেতানোর মনোভাব নিয়েছেগোল-এই মন্তব্য তার আক্রমণ শুরু।মিডিয়ার সামনে মাঞ্জরেকর কঠোর ভাষায় বলেন, জাদেজা যদিও ৬১ রান করে অপরাজিত ছিলেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে পার্টনারশিপের আসল নায়ক ছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ব্যাট করেছে, বাউন্সার সামলেছে-এই কথার মাধ্যমে নিজেদের ব্যাটিংয়ে মন এবং শক্তি দেখানোর দায় ভার বুমরাহকে দেবার যুক্তি তুলে ধরা হয়। তিনি একে ক্লান্তিকর ব্যাটিং হিসেবে অভিহিত করে মন্তব্য করেন যে, জাদেজার হাফ সেঞ্চুরির পরও যেন টিমের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে-তার মনোভাব জেতার উদ্দেশ্যে ছিল না। এটিই হয়তো দলকে সাফল্য এনে দিতে পারেনি-মতো অনেকেই।মিডিয়ার চোখে মাঞ্জরেকরের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আদর্শ না হলেও তার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য যেমন বাউন্সারের নায়ক বুমরাহ, জাদেজা খেলেননি জেতানোর মনোভাব নিয়ে সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বোর্ড বা কোচিং স্টাফের কেউ তাক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দিলেও, ক্রিকেট মহল এই বিতর্কে নীরব।

এদিকে শুভ ম্যান গিলকেও ছাড়েননি তিনি। বলেন, আমি জানি না, আগ্রাসনই শুভমান গিলের অস্ত্র কি না। যখন কোহলি ব্যাট করতে আসে, তখন সেই মেজাজে থাকত। কিন্তু শুভ ম্যান যখন ব্যাট করতে আসে, ওর শরীরী ভাষায় সেটা চোখে পড়ে না-এই মন্তব্যে প্রচার ও আলো এর সঙ্গে

কিসে যেন নিজের খণ্ডন বিদায় আনছেন অর্থা, আদলে মাঞ্জরেকরের চোখে গিল এতটাই আগ্রাসী নন, বরং কেবল প্রচারাভ্যাসী ব্যক্তি হতে পারে-এমন ইঙ্গিত তিনি রেখেছেন।এই মন্তব্যে গিলের ব্যাপারে উঠে এসেছে ক্রিকেট উপভোগীরা বলছেন,এভাবে চললে অবশেষে প্রচারের আলোয় .গিলের পারফরম্যান্স নেই-যা একদিকে তরুণ ব্যাটসম্যানের আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলতে পারে।মাঝে নিজের পরিচিত ধরনেই সঞ্জয় মাঞ্জরেকর একবার বলেছেন, জাদেজার মতো ক্রিকেটার চূড়ান্ত নিরাশ করেছে-উল্লেখ করে রেখেছেন যে পিচ নিজেই জাদেজার বোলিংয়ে উপযুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি ব্যাটিং দিক থেকে জাদেজার প্রদর্শনীকে যথেষ্ট না বলে নিজের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন।এই আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা যাক, মাঞ্জরেকর ইতিমধ্যে অনেকবার জাদেজার পারফরম্যান্স নিয়ে. বিগত বছরগুলোতে মতামত প্রকাশ করেছেন। ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে মাঞ্জরেকর জাদেজাকে ‘ অ্যান্ড পিসেস’ খেলোয়াড় উল্লেখ করেন।তাঁর সমালোচনামূলক ভাষায় .একটি বড় প্রশ্ন ঘুরপাকখাচ্ছে-কি কোনো নির্দিষ্ট ক্রিকেটারদের টার্গেট করে নিজেকে তুলে ধরার নজিরমূলক এই বৈশিষ্ট্য? আর তা কি এতই ব্যক্তিগত যে দলের মনোবল ও ক্রিকেট বোর্ডের ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক ভাব সৃষ্টি করছে? প্রতিক্রিয়া হিসেবে, ক্রিকেট মহলে বেশ অনেকে বলছেন, মাঞ্জরেকর যেন ব্যাক্তিগত আক্রমণের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন-বিশেষ করে জাদেজার সঙ্গে তার সম্পর্ক ইতিমধ্যেই ‘ বলে বহুবার ঘিরে এসেছে ।এদিকে, তরুণ গিল নিযেও এই মন্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে-এখনো তাঁর ক্যারিয়ারের পরিপক্কতা শোনা না গেলেও, স্টাইল বা শরীরি ভাষার দিক থেকে আক্রমণাত্মক না হওয়ায .কি তাকে ‘ বা ‘ বলা যায়? মাঞ্জরেকরের কথায, যে আচরণ দীর্ঘস্থায়ী না, তাতে হযতো গিল শুধু লালিত করা হচ্ছে-এতে সমর্থক-সমালোচকদের মধ্যে দেখা গেছে বিভ্রান্তি।বড্ড সংকীর্ণ মন্তব্য না ভেবে, বিশ্লেষকরা বরং চাইছেন গিল-জাদেজা-বুমরাহ-সিরাজদের মতো ক্রিকেটারদের সামগ্রিক ফর্ম, টিম ডায়নামিক এবং কোচিং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাঠামোগত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু মাঞ্জরেকরের মন্তব্য যেন এসবের চেয়ে বেশি ব্যক্তিগতও বটে।সবমিলিয়ে .বলা যায়, লর্ডস টেস্ট পরাজয়ের পর মাঞ্জরেকরের নিশানায় উঠে গেলেন জাদেজা ও গিল-তার বাউন্সার সামলানো এবং প্রচারের জন্য আগ্রাসন নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক সমালোচনা করে। তবে, তার এসব মন্তব্যই বিতর্কের খেলা চালাচ্ছে যা একদিকে ক্রিকেটের ট্যুরে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে বিরোধিতাও স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলেই মনে করা হচ্ছে।বর্তমানে মঞ্চে কোহলি-রোহিত ক্যাপ্টেনদের দাযিত্ব নিয়ে, কোচ স্ট্যাফ ও BCCI অপেক্ষা করছে উপভোক্তারা দেখছে-এই ব্যক্তিগত সমালোচনার মধ্যেও কি বক্তাও সেই মুহূর্তে বিশ্লেষক? না কি নিজে সমালোচিত। ক্রিকেটের রাজনীতির এই নাটক যে বাংলা মনোজগতে নতুন কিছু গল্পের জন্ম দেবে তা নিশ্চিতই বলা যায়।

## ৩-০-তে এগিয়ে থাকা উচিত ছিল ভারতের, বলেছেন রবি শাস্ত্রি

১৬ জুলাই ঃ লর্ডসে তীরে এসে তরী ডুবেছে টিম ইন্ডিয়ার। ইংল্যান্ডের কাছে মাত্র ২২ রানে হার স্বীকার হয়েছে শুভমানদের। তৃতীয় টেস্টে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে প।ছে ভারত। যদিও ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী মনে করেন, ভাগ্যের সহায়তা পেলে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকত ভারত। শাস্ত্রী বলেন, ভারত যদি কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা পেত, তাহলে সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকত ভারত। লর্ডস টেস্টের মোড় ঘরানো মুহূর্ত ঋষভ পন্থের আউট। বেন স্টোকস উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। বলটা অসাধারণ থ্রো করেছে। পন্থ ওই সময় আউট না হলে ভারত প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গিয়ে অ্যাডভাঃটেজ পেতে পারত। কারণ ভারত সেই সময় চালকের আসনে ছিল। তাছাড়াও রবি শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় ইনিংসে করুণ নায়ারের আউটের কথা। তাঁর সংযোজন, একটা সময় ভারতের রান ছিল ১ উইকেটে ৪১। ব্রাইডন কার্সের বল ছেড়ে দিয়ে লেগবিফোর হয় করুণ। মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটেছিল। এর পরেই প্রবলভাবে ম্যাচে ফিরে আসে ইংল্যান্ড। দিনের শেষে করুণের আউটটাই ম্যাচের গতিপ্রকৃতি বদলে দিয়েছিল।তিনি আরও বলেন, জাদেজা, বুমরাহ এবং সিরাজ যখন ব্যাট করছিল, বল কিন্তু তখনই বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছিল। তখন কিন্তু বল তেমন কিছু জাদু দেখায়নি। ওরা দুরান্ত ডিফেন্স করেছে। কিন্তু মাত্র ২২ রানের হেরে গেল ভারত। যদিও এই তিনজনেরই প্রশংসা করতে চাই। ওরা যদি আরও একটু মানসিক দৃ।তার পরিচয় দিত, তাহলে ম্যাচটা জিতে ফিরতে পারতাম। ইংল্যান্ডের প্রশংসাও করেন তিনি। ২৩ জুলাই ম্যাঞ্চেস্টারে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট।

### কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে জয়

# ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে রাখল মোহনবাগান

মোহনবাগান ঃ ২ (পাসাং দোরজি তামাং, করণ রাই)
কালীঘাট এমএস ঃ ১ (সুরজি হালদার)

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ আগামী ১৯ তারিখ ডার্বি। তার

আগে কালীঘাট মিলন সংঘের বিরুদ্ধে নেমেছিল মোহনবাগান। তাদের লক্ষ্য ছিল, কালীঘাটকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে রাখা। সেই লক্ষ্যে সফল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। কালীঘাটকে ২-১ গোলে হারিয়ে শনিবাসরীয় বড় ম্যাচের আগে ৩ পয়েন্ট এল সবুজ-মেরুন শিবিরে। দুর্দান্ত শুরু করে মোহনবাগান। বিপক্ষের ফুটবলাররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবুজ-মেরুনকে এগিয়ে দেন পাসাং দোরজি তামাং। এরপর প্রেসিং ফুটবল খেলতে থাকে বাগান। যদিও খেলার গতির বিরুদ্ধে গিয়ে ১৮ মিনিটে কালীঘাটকে সমতায় ফেরান সুরজি হালদার। দুরন্ত দূরপাল্লার শটে তাঁর গোলটি ছিল নয়নাভিরাম। গোলের পর উজ্জীবিত ফুটবল খেলতে থাকে কালীঘাট। ২৪ মিনিটে দেবা দত্তের শট বাগান ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।এই সময় কালীঘাটের নাসিরুদ্দিন মোল্লা বারবার নজরে আসছিলেন। ৩৪ মিনিটে মোহনবাগান ডিফেন্সকে কাটিয়ে ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ৪০ মিনিটে সবুজ-মেরুনের হয়ে ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারালেন সালাউদ্দিনের জায়গায় নামা গোগোচা। এক্ষেত্রে মিংমা শেরপা মাপা পাস দিয়েছিলেন তাঁকে। প্রথমার্ধ শেষ হয় স্কোরলাইন ১-১ অবস্থায়। দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই মরিয়া হয়ে ওঠে মোহনবাগান। ৫১ মিনিটে ভেসে আসা বলে মাথা ছোঁয়াতে ব্যর্থ হন পাসাং দোরজি। ৫৪ মিনিটে কালীঘাটের রাজেন ওরাওঁ মোহনবাগান উঠে এলেও কাজের কাজ করতে পারেননি। ৫৫ মিনিটে সুযোগ হারান টংসিন। ৬৪ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে ব্যবধান বাড়ান করণ রাই। এরপর দুই দলই কিছু সুযোগ পেলেও আর গোল হয়নি। কালীঘাট এমএসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ডার্বির আগে অনেকটাই স্বস্তিতে থাকলেন ডেগি কার্ডোজার ছেলেরা। শনিবাসরীয় বড় ম্যাচে কল্যাণী স্টেডিয়ামেই নামবে সবুজ-মেরুন।

### বড় সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের

## ক্লাব বিশ্বকাপে সাফল্যের জেরে ‘সকার’ নয়, এবার ‘ফুটবল নামে ডাকবে আমেরিকা!

১৬ জুলাইঃ প্যারিস সাঁ জাঁকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছে চেলসি। আমেরিকার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে সুদৃশ্য ট্রফি ওঠে রিস জেমস, কোল পামারদের হাতে। সেই সাফল্যে আপ্লুত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকী ‘আপ্লুত’ হয়ে নিজের দেশে ফুটবলের নামই বদলাতে চান তিনি। সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমেরিকায় ‘ফুটববলের’ নাম বদলাতে চান তিনি। আসলে আমেরিকায় ‘ফুটবল বলতে অন্য একটি খেলাকে বোঝায়, যা অনেকটা রাগবির মতো। আর গোটা বিশ্ব যাকে ‘পুটবল’ বলে চেনে, আমেরিকায় তাকে বলা হয় ‘ ট্রাম্প বলছেন, ওরা এটাকে ফুটবল বলে, আমরা বলি সকার। কিন্তু আমেরিকায় এই নামটা সহজেই বদলানো যায়। আমি সেটা করে দিতেই পারি। তাহলে আরও ভালো হবে।এখানেই শেষ নয়। ক্লাব

বিশ্বকাপের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকী চেলসির প্লেয়াররা ভদ্রভাবে বলা সত্ত্বেও মঞ্চ থেকে নামতে রাজি হননি মার্কিশ প্রেসিডেন্ট। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। আসলে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভালো। ক্লাব বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন করা হয়েছিল ট্রাম্পের অফিসে। কিন্তু সেটা আর সেখান থেকে বেরিয়েছে কি? ফুটবল মহলে প্রবল জল্পনা ‘ ট্রফিটা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অফিসে। ‘ ট্রফি নিয়ে ইংল্যান্ডে উড়ে গিয়েছে ইংল্যান্ডে। জল্পনা উৎসকে দিয়েছেন খোদ ট্রাম্পই।মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজে বলছেন, আমার অফিসে ট্রফি উন্মোচনের পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, এটা কবে নেবে? ওরা জানায়, এই ট্রফিটা এখানেই থাকবে। আর টুর্নামেঃ টর জন্য ওরা আরেকটা ট্রফি বানিয়ে নেবে। সত্যিই ওরা সেটা করেছে। কিন্তু আসল ট্রফিটা তো আমার ওভাল অফিসে রাখা। পরের বছর আমেরিকায় ফুটবল বিশ্বকাপ। সেখানে যে ট্রাম্প কী কাণ্ডকারখানা করবেন, সেটা ভেবেই অবাক অনেকে।

## কেউই প্রথম থেকে ভালো অধিনায়ক হয়ে যায় না’, লর্ডসে হারলেও গিলকে নিয়ে আশাবাদী সৌরভ

১৬ জুলাই ঃ লর্ডস টেস্টে সামান্যের জন্য হেরে গিয়েছে শুভমান গিলের ভারত। চারটে দিন চালকের আসনে থেকেও শেষ দিনে কিস্তিমাত করেছেন ইংরেজরা। ১-২ ব্যবধানে

সিরিজে পিছিয়ে পড়ার পর অনেকেই ভারত অধিনায়ক গিলের আগ্রাসী মনোভাবের সমালোচনা করছেন। এই পরিস্থিতিতে শুভমানের পাশে দাঁড়িয়ে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, কেউই প্রথম থেকে ভালো অধিনায়ক হয়ে যায় না। তাঁকে সময় দিতে হয়।

লর্ডসে ইংল্যান্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে, তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হতে বাকি মাত্র ৭ মিনিট। প্রত্যাশামতোই শুভমান গিল বল তুলে দেন জশপ্রীত বুমরাহর হাতে। দু’টো বল যেতে না যেতেই দেখা যায় দুই ইংরেজ ব্যাটার বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলিরা নানান বাহানায় সময় নষ্ট করছেন। দিনের শেষদিকে নতুন বলের সুইং সামলানোটা যে কোনও ব্যাটারের পক্ষেই কঠিন। সে কারণেই কোনওভাবে দ্বিতীয় ওভার বল করার সময় যাতে ভারত না পায়, ইংরেজ ব্যাটাররা সেই চেষ্টাই করছিলেন। এ ঘটনায় রীতিমতো তেতে ওঠেন ভারত অধিনায়ক গিল। চূড়ান্ত আগ্রাসন দেখান তিনি। শুভমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইংল্যান্ড ব্যাটারদের বিরুদ্ধে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আর ভারত অধিনায়কের এমন আচরণকে পরাজয়ের নেপথ্য কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন অনেকেই। যদিও এমন মনে করেন না সৌরভ। তিনি গিলকে নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী।

তিনি বলেন, ও নিজের মতো করে ঠিক সামলে নেবে। ধীরে ধীরে সব শিখে যাবে। কেউ তো আর প্রথম থেকে ভালো অধিনায়ক হয়ে যায় না। ও বার্মিংহামে দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছে। আগামীতে আরও ভালো নেতৃত্ব দেবে। তাই ওকে আরও সময় দিতে হবে। গিলের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করে মহারাজ বলেন, ব্যাটার হিসেবে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে শুভমান। দেশের বাইরে এই প্রথম ওকে এতটা ভালো খেলতে দেখেছি। প্রথমে হেডিংলিতে সেঞ্চুরি। তারপর বার্মিংহামে পরপর দু’টো সেঞ্চুরি। প্রসঙ্গত, ৬০৭ রান করে আপাতত সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। গ। ১০১.১৬।

যদিও লর্ডসে হারের পর হতাশ হয়েছেন সৌরভও। তাঁর সংযোজন, ভারত এই সিরিজে এখনও পর্যন্ত যেভাবে ব্যাট করেছে, তাতে সহজেই ১৯০ তাড়া করে জিততে পারত। দলের ব্যাটিং শক্তি অসাধারণ। ওরা আমার চেয়েও বেশি হতাশ হবে। কারণ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার দারুণ সুযোগ ছিল। জয়ের জন্য কেবল দু’টি জুটির প্রয়োজন ছিল। দারুণ ব্যাটিং করেছে জাদেজা, বুমরাহ এবং সিরাজ। বাকিরাও যদি ওদের মতো লড়াই করত, ম্যাচটা জিততে পারত। উল্লেখ্য, ২৩ জুলাই ম্যাঞ্চেস্টারে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট।

# জাপান ওপেনেও হার, প্রথম রাউন্ডেই বিদায় সিন্ধুর, আদৌ ফর্মে ফিরবেন? খোঁচা নেটপাড়ার

টোকিও, ১৬ জুলাই ২০২৫ - জাপান ওপেন সুপার ৭৫০ টুর্নামেন্ঠে ভারতের দুইবারের অলিম্পিক পদক বিজয়ী প্রতিভা পিভি সিন্ধু আবারো প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হল। দক্ষিণ কোরিয়ার সম্ভাবনাময় প্রতিদ্বন্দ্বী সিম ইউ জিনের বিপক্ষে তিনি হেরে গেছেন সরাসরি দুই গেমে (১৫-২১, ১৪-২১)। এই হার তাঁর জন্য তীব্র হতাশার কারণ-এটি এই বছর তার পঞ্চমবার প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদা, যা তাঁর ফর্ম নিয়ে প্রশ্নের ছায়া ফেলেছে ।টোকিওতে অনুষ্ঠিত ওই প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে সিম শুরু থেকেই আধিপত্য বজায় রাখে। সিন্ধু কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারলেও বেশিরভাগ সময়েই ছিলেন অনিশ্চিত এবং সরাসরি ভুলে ভুগছেন তাঁর শর্ট গেম। বিশেষ করে ব্যাকহ্যান্ড স্ম্যাশ ও ফোরহ্যান্ড ট্যাপে বল নেটের বাইরে চলে যায়, যা সিন্ধুর পক্ষেই হতাশাজনক যেন । প্রথম গেমে ১৫-২১, দ্বিতীয় গেমে ১৪-২১ হারের মিছিলে সিন্ধু মাত্র সাড়ে ত্রিশ মিনিট খেলে মঞ্চ ছাড়তে বাধ্য হন।ম্যাচের পর বিশ্লেষকরা জানান, সিন্ধুর নির্ভুলতা বেশ প।ছে। দীর্ঘ র‍্যালিতে তিনি নিজেই এমন ভুলে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন, যা অনেকটা ‘ বা শাটলের লেন্থ খুঁজে না পাওয়ার বিচক্ষণতার অভাবে ছিল । ভারতীয় এ বীভাটিই পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, সিন্ধু চেষ্টা করেও যেন ‘খেলা ফিরে পাননি’। তাই যখনই বল সঠিকভাবে জমা দিতেন, প্রতিপক্ষ তার সুযোগ নিয়ে ম্যাচের ছক ভেঙে দিচ্ছে-এতে বোঝা যায়, তিনি এখন সেই পুরনো স্ট্যামিনায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেই।এতেই সরকারি ও বায়ার প্রভাবও পড়ছে। ৩০ বছর বয়সী এই প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তার ক্যারিয়ারে এই ধরনের একাধিক প্রথম রাউন্ড হারের মুখোমুখি, যা সিঙ্ঘর ফ্যানদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। তবে আমরা ভুলে চলেছি, সিন্ধু এককভাবে দেশের সবচেয়ে সফল মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় তাঁর সোনা, রুপ ও ব্রোঞ্জ অলিম্পিকে, বেশ কিছু বিশ্ব টুর্নামেন্টে সাফল্য-এসব পাওয়া সহজ নয় । কিন্তু বর্তমান ধারাবাহিক হতাশাজনক ফলাফল তাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করছে।তবে একই

দিনে জাপান ওপেনে ভারতের অন্য দুই রেস্তরাঁ-লক্ষ্য সেন এবং পুরুষ ডাবলসের সজ্বDELউক-চিরাগ জুটিও বাজিমাত করেছে। লক্ষ্য সেন সরাসরি দুই গেমে চীনের ওয়াং ঝেং শিংকে উড়িয়ে দেয় (২১-১১ ও ২১-১৮), যা ছিল তার সিজনের অন্যতম ভালো সূচনা । পুরুষ ডাবল্‌স সাটউক-চিরাগও দুই গেম জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদ্যমান রয়েছেন নির্ভরযোগ্য ও আক্রমণাত্মক খেলার মাধ্যমে তারা কোরিয়ার কাং মিন হিউক-কিম ডং জুর জুটিকে ২১-১৮, ২১-১০ স্কোরে হারিয়েছে ।সিন্ধুর নামাজের বিপরীতে এই সফলতা একদিকে দলকে চেতনাস্পূর্ত করছে, অন্যদিকে শীর্ষ স্তরে তার নিজস্ব স্থিতি নিয়ে সরব প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিন্ধু এখন ‘ এরর’-এর সংখ্যায় বেড়ে গিয়েছে-এক ধরনের দুর্বলতা ফুটে উঠেছে, যা আগে খুব একটা দেখা যায়নি । এছা।াও লক্ষ্য ও সাটউক-চিরাগের দৃঢ় খেলা ভারতের ব্যাকট্র্যাক নিয়ে আশার আলোর মিশ্রণ তৈরি করেছে, যা সিন্ধুর সঙ্গে তুলনায় একরকম বেকারের হিসেব প্রকাশ করছে। টোকিও থেকে ফিরে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাধারণ পরামর্শ হলো-সিন্ধুর জন্য এখন সবচেয়ে জরুরি হতে পারে দীর্ঘার্ধ অনুশীলন, মানসিক স্থায়ীত্ব যাচাই, মাঝে মাঝে বিরতি ও পরবর্তী পর্যায়ে প্রস্তুতির স্বচ্ছতা। আরও কিছু বিশ্লেষক অর্থা যোগ্যতার সঙ্গে তার দেহের সামঞ্জস্য বজায় রাখা জরুরি যাতে তিনিই আবার পুরনো গতি ফিরিয়ে আনতে পারেন। যদিও কাটাছেঁড়া ভাবনা রয়েছে, ভারতীয় কোচ বা সিন্ধুর নিজস্ব প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তবে একথা মনে রাখতে হবে-সিন্ধুর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কেরিয়ার দীর্ঘকালীন তিনি সময়মতো আইনি ঝামেলা ও স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলা করেছেন এবং ফিরে গিয়েছেন । তাই এক বা দুই খারাপ ফলাফল এখনো তার ক্ষমতা ঘাঁটতে পারে না, তবে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। পরবর্তী রাউন্ডে ভারতীয় আশা যেমন লক্ষ্য সেনে নতুন পথ গ।তে চলেছে, আবার সিন্ধু যদি রাউন্ড থেকে ছিটকে যান, তা ভবিষ্যতের দিকেও ইঙ্গিত দেবে। টোকিও থেকে ফিরলে সেই প্রয়াস আরও শক্তিশালী হতে পারে বলে মানসিক দৃ।তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সাধারণ পাঠকের কাছে এই ক্রান্তিকাল হতেই পারে সিন্ধুর এমনি এক সময়, কিন্তু আমরা জানতে চাই-তিনি কি বন্ধ হবে না? বা কি আবার ‘ ফিরে এনে দিবে’। জাপান ওপেনের এই ফলাফল দ্বিতীয়বার ভুলে যেতে না পারার জন্য দায়ী, কিন্তু সিন্ধুর এই সফলতা, ব্যর্থতা দুইই মিশিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর অতীত-সেটাই হয়তো নতুন অধ্যায়ের সূচনা মনে হচ্ছে।

## ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের হাল ফেরাতে ডাক লয়েড-রিচার্ডস-লারাদের

১৭ জুলাই ঃ সাবিনা পার্কে তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০৪ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ২৭ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছে ক্যারিবিয়ানরা। যা টেস্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রান। একরাশ লজ্জার রেকর্ড গড়ে পরাজয়ের পর তাদের ভবিষ্য নিযে .উদ্বিগ্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কিশোর শ্যালো। সেই কারণে একটি বৈঠকও ডাকা হয়েছে ক্যারিবিয়ান বোর্ডের তরফে। সেখানে ডাকা হয়েছে ক্লাইভ লয়েড, ভিভ রিচার্ডস, ব্রায়ান লারাকে।এখানেই শেষ নয়। শিবনারায়ণ চন্দ্রপল, ডেসমন্ড হেনস এবং ইয়ান ব্র্যাডশকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে রিচার্ডস এবং লারাকে যুক্ত করতে চাইছেন তাঁরা। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সভাপতি কিশোর শ্যালো বলেছেন, ক্লাইভ লযেড়, ভিভিযান রিচার্ডস এবং ব্রাযান লারাকে বেসরকারিভাবে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হযেছে। তাঁরা কিংবদন্তি। সেরা ব্যাটার। এছাড়াও শিবনারাযণ চঃদ্রপাল, ডেসমন্ড হেনস, ব্র্যাডশরাও থাকছেন। তাঁরা সবাই আমাদের ক্রিকেট ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল করেছে। নতুন প্রজন্ম তৈরি করার জন্য আমরা তাঁদের সাহায্য নিতে চাই।তিনি আরও বলেন, এমন ফলাফল খুবই হতাশাজনক। একসময় ক্রিকেট আমাদের গর্ব ছিল। আমাদের পরিচয় ছিল। কিন্তু এখনকার এই অবস্থা দেখে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে।


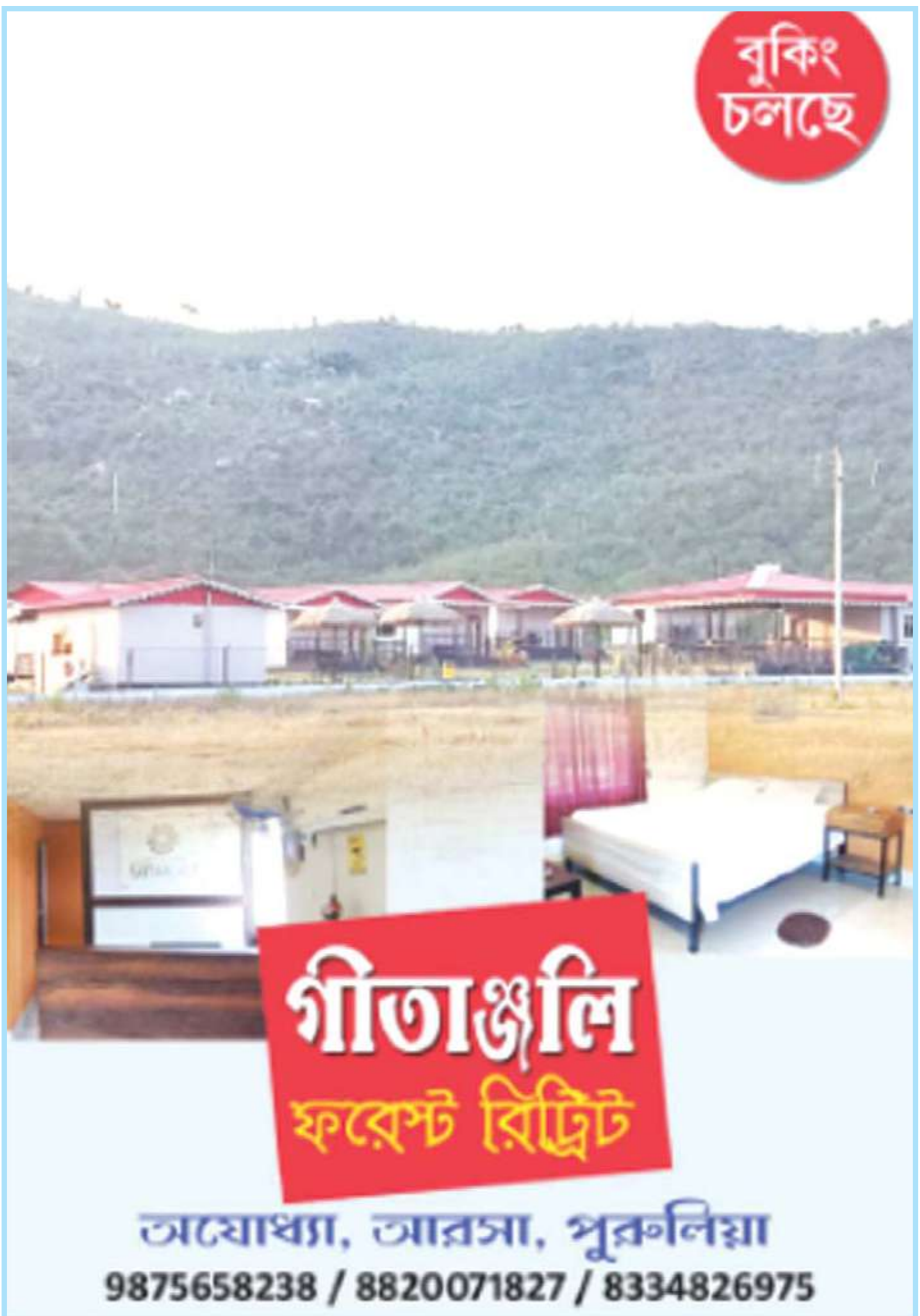



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com